গীতাকাব্য

সমগ্র উপনিষৎ সমুদ্র মন্থন—
জাত গীতামৃত যাহা দিলা নারায়ণ
করিলে সে সুধা পান হইবে অমর ;
মিটিবে প্রবল ক্ষুধা পিয়াসা প্রখর ॥

শ্রীমণীন্দ্রনাথ সাহা

প্রকাশক :—গ্রন্থকার
চাপাই—নবাবগঞ্জ, মালদহ

প্রাপ্তিস্থান :—

১। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট

২। ডি, এম্, লাইব্রেরী
৬১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট

৩। শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ সাহা
১০৫ শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৪। শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ সাহা
চাপাই—নবাবগঞ্জ পোঃ মালদহ।

প্রিণ্টার :—শ্রীত্রিগুণানাথ রায়
ব্রাহ্মমিশন প্রেস
২১১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

অভিমত

রায় বাহাদুর ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ, ডি, লিট্, মহাশয়ের অভিমত :—

কতগুলি বিষয় আছে, যাহার রস অফুরন্ত, তাহা স্বর্ণ পাত্রে কিম্বা মৃণ্ময়ভাণ্ড যাহাতেই রাখা হউক না কেন, স্বকীয় গৌরবে তাহা শ্রদ্ধার দাবী করে, এবং তাহা চির উপভোগ্য। ভারতের উপনিষৎ, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, এই সকল অক্ষয় কল্পতরু, ইহাদের অমৃত ফলের আস্বাদন বহু যুগ হইতে চলিতেছে এবং বোধ হয় চির-কালই চলিবে। গীতা শুধু ভারতের নহে—ইহা জগতের। এই পুস্তকখানি য়ুরোপের মনস্বীরা অতীব শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়াছেন। বহু ভাষায় এই অমূল্য গ্রন্থ অনূদিত হইয়াছে। য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা ইহার সম্বন্ধে যে প্রশংসাবাদ করিয়াছেন, তাহা ঠিক সমালোচনা নহে, স্তব স্তুতির মত শোনায়; প্রাসিয়ার রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডরিক উইল হেলেমের সচীব বিশ্ব-বিখ্যাত পণ্ডিত উইল হেলেম-

সূচীপত্র

গান

কর্ম্মযুগে কেন এত অলসতা,
হও ত্যাগী কর্ম্মবীর,
জন্মেছ যদি রেখে যাও দাগ,
পৃষ্ঠে এই ধরণীর ॥
কর্ম্মবলে যাঁরা হ'য়ে বলীয়ান,
রেখে গেছেন কীর্ত্তিস্তম্ভ মহান,
তাদের সমান হও মহীয়ান,
কেন, ম্রিয়মান নতশির ॥
কর্ম্মে সবাকার আছে অধিকার,
কর্ম্ম ফল তরে ক'রোনা বিচার,
কর্ম্ম জেনো সার, কর্ম্ম মুলাধার,
কর্ম্মে কর মনস্থির ॥
রবি শশী আদি সবে কর্ম্ম-বাধ্য,
এর ব্যতিক্রম করে কা'র সাধ্য,
নাদে জয়-বাদ্য, কর্ম্মই আরাধ্য,
ঐ শব্দ গুরু গম্ভীর ।

ভূমিকা

-ঃ*ঃ

রাজা দুর্য্যোধনের সহিত কপট পাশা খেলায় পাণ্ডবগণ সমস্ত রাজ্যচ্যুত হইয়া দ্বাদশ বৎসর বনবাস এবং এক বৎসর বিরাট রাজভবনে অজ্ঞাতবাসের পর স্বীয় রাজ্য তাঁহার নিকট ফিরিয়া চাহিলেন। ইহাতে দুর্ম্মতিবশতঃ দাম্ভিক দুর্য্যোধন বিনাযুদ্ধে কিছুতেই সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমিও প্রত্যর্পণ করিবেন না এরূপ মত প্রকাশ করায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিদুর প্রভৃতি তাঁহাকে এইরূপ অন্যায় সংকল্প হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিলেন কিন্তু তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না। অবশেষে সমর অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। এই মহাসমরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের সেনাপতি পার্থের সারথি পদে নিযুক্ত হইলেন এবং কৌরবপক্ষে অমিততেজা মহাবীর ভীষ্ম সেনাপতি পদে মনোনীত হইলেন।

রাজা দুর্য্যোধন যুদ্ধযাত্রা করিবামাত্র বহু আকস্মিক অমঙ্গলসূচক চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হওয়ায় অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র সাতিশয় চিন্তিত ও ভীত হইলে মহামুনি ব্যাসদেব কুরুকুল নির্ম্মূল হওয়া অবশ্যম্ভাবী এরূপ সমর ক্ষেত্রের চাক্ষুষ ঘটনাবলী যোগবলে দেখাইয়া তাঁহাকে নানা প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। তারপর সঞ্জয়কে দিব্যজ্ঞান প্রদান করিলে তিনি অন্ধরাজকে যুদ্ধের সমস্ত ঘটনা বিবৃতি করিবেন এরূপ স্থির হইল। যথাকালে কুরুক্ষেত্রে ঘোর সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। শৌর্য্যে যিনি দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায়, স্থৈর্য্যে হিমালয়ের ন্যায়, গাম্ভীর্য্যে জলধির ন্যায়, সহিষ্ণুতায় পৃথিবীর ন্যায়, যাঁর ভরসায় ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ কুরুক্ষেত্র মহাসমরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই অদ্বিতীয় মহারথী ভীষ্মবীর, পাণ্ডবদের সহিত দশ দিবস-ব্যাপী অক্লান্ত যুদ্ধে তাঁহাদিগকে এমন কি শ্রীকৃষ্ণকেও সন্ত্রস্ত রাখিলেন। অবশেষে চক্রপাণী নারায়ণের চক্রে শিখণ্ডী পার্থের রথে আনীত হইয়া সম্মুখে স্থাপিত হইলে ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ করিবেন এরূপ আকাঙ্ক্ষা জানাইলেন। কিন্তু তিনি ক্লীবের সহিত যুদ্ধ করিবেন না বলায় শিখণ্ডী

উপেক্ষিত হইয়া নিরস্ত্র সমরবিমুখ ভীষ্মের দেহে শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে অর্জ্জুনের অসংখ্য সুতীক্ষ্ণ বাণে নির্ব্বাত নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় নিশ্চল ভীষ্মবীরের বিপুল দেহ বিদ্ধ হওয়ায় তিনি শরশয্যায় অচেতন হইয়া পড়িলেন।

ব্যাসপ্রসাদে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানজ্ঞ সকল বিষয়ের প্রত্যক্ষদর্শী সঞ্জয় অস্ত্রসমূহের অস্পৃশ্য হইয়া সমরক্ষেত্রে উভয় পক্ষের রণকৌশল ইত্যাদি অবলোকন করিতেছিলেন। ভীষ্মের এইরূপ দুরবস্থা দর্শন করিবামাত্র সমর ক্ষেত্র হইতে সহসা প্রত্যাগত হইয়া চিন্তাপরায়ণ ধৃতরাষ্ট্র সমীপে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা সবিনয়ে জ্ঞাপন করিলে, তিনি অমিততেজা ভীষ্মের অপ্রত্যাশিত শরশয্যায় শয়ন সংবাদে স্বীয় পুত্রগণের জয় আশা সমূলে বিনষ্টপ্রায় বুঝিয়া সাতিশয় মর্ম্মাহত হইয়া ব্যাকুল অন্তরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হে সঞ্জয়! ধর্ম্মভূমি কুরুক্ষেত্রে আমার পুত্রগণ ও পাণ্ডুপুত্রেরা রণ অভিলাষী হইয়া সমবেত হওয়ার পর কি করিয়াছিল তাহা আমাকে সবিস্তারে বর্ণনা কর।"

তৎশ্রবণে, আসন্ন সমরে দুর্য্যোধন আদি উভয় পক্ষের আত্মীয় স্বজন প্রভৃতির বিনাশ শঙ্কায় ক্ষত্রোচিত ধর্ম্মযুদ্ধে বিমুখ বিষাদক্লিষ্ট স্বীয় সখা অর্জ্জুনের প্রতি স্বধর্ম্ম সাধনাবিষয়ক উপদেশ দিবার সময়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে নিষ্কাম ধর্ম্মযুদ্ধে প্রণোদিত করিয়া নিষ্কণ্টক ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন মানসে, ভগবান বাসুদেব যে সমস্ত আত্মযোগের সারগর্ভ গূহ্যতম রহস্য উদ্ঘাটন করিয়াছিলেন তাহা সঞ্জয় কর্ত্তৃক ধৃতরাষ্ট্র সমীপে যথাযথ বর্ণিত হইয়াছিল।

এই সমস্ত কথোপকথন মহর্ষি ব্যাসদেব মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বের অন্তর্গত গীতা-পর্ব্বাধ্যায়ে অর্জ্জুন-বিষাদ প্রভৃতি অষ্টাদশ অধ্যায়ে গ্রথিত করিয়াছেন। উহাই শ্রীকৃষ্ণ প্রচারিত ধর্ম্মোপদেশের সার মর্ম্ম এবং গীতা নামে পরিচিত।

ভগবানের বদননিঃসৃত গীতার বাণী যে কেবল আসন্ন সমরে বিষণ্ণ অর্জ্জুনকে সমুত্থিত করিবার জন্য তাহা নহে, উহা প্রতিনিয়ত প্রতিধ্বনিত হইয়া যেন সংসার সমরক্ষেত্রে ভীতি বিহ্বল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় অজ্ঞান মানবের

অন্তরের অন্তরতম প্রদেশের হৃদয়-তন্ত্রীতে অলক্ষ্যে আঘাত করিয়া বলিতেছে ;

"কর্ম্মময় এ জগৎ কর্ম্ম করিবারে
লভিয়াছ জন্ম তুমি ভূলোক মাঝারে,
কর্ম্মফল হেতু কেন করিছ বিচার,
কর্ম্মমাত্রে শুধু তব আছে অধিকার।
জয় পরাজয় লাভ করি সমজ্ঞান
সংসার সমরক্ষেত্রে হও আগুয়ান।
কর্ম্মেই হইবে জ্ঞান ভক্তির উদয়,
কর্ম্মেই পাইবে মুক্তি চিরশান্তিময়।"

গীতা অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া বিষাদযোগ হইতে মোক্ষযোগ পর্য্যন্ত অষ্টাদশ যোগসাধনার নিয়ম পদ্ধতি নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন যাহাতে উহা পাঠে কিংবা শ্রবণে উহার গূঢ়তত্ত্ব সম্যক অবগত হইতে সক্ষম হইলে অজ্ঞান মানবের আধ্যাত্মিক জীবন গঠিত হইয়া পূর্ণ দেবত্বের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে পারে। এ ভাবে গীতার নিগূঢ় তত্ত্ব জ্ঞাত হইতে পারিলে গীতা পাঠের সার্থকতা কিছু উপলব্ধি হয় ;

গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ

যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মবিনিঃসৃতা।

গীতা কর্ম্মজ্ঞানভক্তি ধারার ত্রিবেণী সঙ্গম। উহাতে দেহ মন অবগাহন করাইতে পারিলে সংসারের শোক তাপ আদি মালিন্যের নাশ হয়। সংসারের অদম্য অপূরণীয় আসক্তি আকাঙ্ক্ষার অন্তরালে পদ্মপত্র জলবৎ নির্লিপ্ত থাকিয়া অন্তরস্থিত অচিন্ত্য অব্যক্ত অন্তরতমের অন্তর্লক্ষ্য ধ্যানে একান্ত একাগ্রতাসহ এই আপাত আরামে অতৃপ্ত মুগ্ধ চিত্তকে কায়মনোবাক্যে নিমগ্ন রাখিয়া, সেই ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনের মহাভাবের অফুরন্ত অমৃত রস আস্বাদন আশে, "আমি" ভাবের ক্ষুদ্র গণ্ডি সকল চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া, "তুমি" ভাবের অখণ্ড ভূমা সম্পদের মাঝে আপনাকে সম্মিলিত করার নাম যোগ অথবা মিলন। এই অপূর্ব্ব ভাব সংমিশ্রণে যেন কর্ম্ম কোলাহলময় জীবনের অন্তরালে বহুদিনের স্বতঃ অনুভূত একটা অপূর্ণ অভাবের লয় হয় এবং আপনার প্রকৃত স্বভাবের সন্ধান পাওয়া যায়। এই স্বভাব বিহিত কর্ম্মে নিরত থাকিয়া যিনি সেই সর্ব্ব চিত্তাকর্ষক ভগবানে "নিত্যযুক্ত" তিনিই যোগী, তিনিই

জ্ঞানী, তিনিই সন্ন্যাসী। গীতার বাণী এই যোগসাধনার পথ ধরাইয়া দেয়। যদি পথিক কর্ম্মফলে অনাকাঙ্ক্ষী হ'য়ে সেই পথ ধরে এবং সৎগুরু উপদেশ ক্রমে চলে তাহাহইলে যোগসংসিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। জ্ঞান ভক্তির উন্মেষ সেই পথের সহায়। কর্ম্মই যোগসাধনমার্গের উন্নতি-শীল সচেষ্ট সাধককে সেই গন্তব্যের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর করায়।

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে,
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে। গীতা—
৩।৬ অ—

গীতার বহু ভাষায় অনুবাদ হওয়ায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সুধীবর্গ ইহার অমৃতের আস্বাদনে সমর্থ হইয়া কর্ম্ম জ্ঞান ভক্তি প্রদর্শিত আধ্যাত্মিক জগতের সত্য আলোকের প্রকৃত সন্ধান এবং ঐশিক স্বরূপ তত্ত্ব নিরূপক বহু জটিল রহস্যের অসাম্প্রদায়িক প্রাঞ্জল সমাধান পাইয়া একবাক্যে ইহার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতেছেন। ইহার প্রকৃত গূঢ় মর্ম্ম অনবগত বিপথগামী সকলের প্রাণে ভ্রান্তি তমোভাব বিদূরিত হইয়া ভগবৎ চিন্তার বিমল জ্যোতিঃ উদ্ভাবিত

হোক। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পার্থ বৎস সংযোগে সুধীজন ভোগ্য যে গীতামৃত ক্ষীর দোহন করিয়াছেন তাহা পানে জড় প্রাণেও সঞ্জীবনী শক্তি জাগ্রত হইবে।

বঙ্গভাষায় এই মহামূল্য গ্রন্থের বহু পদ্যানুবাদ হইয়াছে। তথাপি "অধিকন্তু ন দোষায়" এই ধারণায় গীতা কৃষ্ণার্জ্জুনের কথোপকথন ছলে ভ্রান্ত মানবের প্রতি সারগর্ভ উপদেশ বাণী বলিয়া স্বচ্ছ অবাধ গতিতে ইহার ভাব ধারাকাব্য-স্রোতাকারে তৃষিত হৃদয়ের শুষ্ক মরুময় প্রদেশ প্রবাহিত করিবার মানসে, যাঁহার বদন নিঃসৃত ইহার অমৃত নির্ঝরিণী বাণী, তাঁহার অভয় চরণ স্মরণ পূর্ব্বক পদ্যে অনুবাদ কার্য্যে ব্রতী হইয়া সাধারণের সমক্ষে যে উপস্থিত করিতে পারিয়াছি ইহা কেবল তাঁহারই অনুগ্রহ। মূল অনুসারে অনুবাদ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। তবে যেখানে ব্যখ্যা না করিলে মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের স্পষ্ট ভাব ব্যক্ত হয় না সেই খানে করা হইয়াছে। ইহাই আমার প্রথম চেষ্টা। ত্রুটী থাকিলে অবশ্য সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ তদ্বিষয় মার্জ্জনা করিয়া উৎসাহিত করিবেন। শ্রীযুক্ত শ্রীশ চন্দ্র মৌলিক এম, এ, বি, এল

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্ত বি, এল, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ঘোষ এম, এ, বি, এল, প্রভৃতি মহোদয়গণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক ইহার অনুবাদ কার্য্যে উৎসাহ ও উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। নিবেদন ইতি—

নবাবগঞ্জ
মালদহ।
১৯শে বৈশাখ, ১৩৩৫।

বিনীত
শ্রীমণীন্দ্র নাথ সাহা।

পরম পূজনীয় পিতৃদেব—

৺আশুতোষ সাহার পুণ্য-স্মৃতি উদ্দেশে

উৎসর্গ

জনম গ্রহণ করি ধরণী মাঝারে
আশৈশব যার প্রীতি স্নেহ পারাবারে
লালিত পালিত, কভু বিপথে চালিত
হেরিলে যাহার দৃষ্টি হ'ত নিপতিত
অলক্ষিত ভাবে ভয়াকুল মোর পানে
পালিতাম যার বাণী অতি ক্ষুণ্ণ মনে
প্রতিকূল ভাবি' উহা অজ্ঞান বশতঃ,
জীবনের ঘাত প্রতিঘাতে অবিরত
করিত নির্দ্দেশ যেবা প্রীতিপূর্ণ চিতে
যতই কঠোর হোক কর্ত্তব্য সাধিতে,
প্রত্যক্ষ ত্রিদিব যেবা এ মর্ত্ত মাঝারে

তপঃ কর্ম্ম ধর্ম্ম আদি পূজিলে যাহারে
হয় সম্পাদন ভবে, হ'লে যার প্রীতি
হন পরিতুষ্ট অতি দেবতা প্রভৃতি,
সেই পূজনীয় পিত ! ভগবৎ নাম
সজ্ঞানে স্মরিয়া চলি' গেছ নিত্যধাম
শত শত অশ্রু ঠেলি', জগতের নিত্য
কোলাহল দ্বেষ মোহ মায়া হ'তে চিত্ত
তব ছিল সদা শান্ত সমাহিত, আর
শীত উষ্ণ সুখ দুঃখে ছিলে অনিবার
অবিকৃত অসামান্য তব ধৈর্য্য বলে
এবে মুক্ত সদা তুমি এ ভব মণ্ডলে
সকল বন্ধন, নিত্য শত কোলাহল
আত্মীয় স্বজন হতে, প্রশান্ত নির্ম্মল
আনন্দ স্বরূপ সদা। এই গীতাকাব্য
করিলাম উৎসর্গ পরম আরাধ্য
অশরীরী পিত ! তব প্রীতির উদ্দেশে।

পুণ্যময় স্মৃতি সদা অন্তর প্রদেশে
সমুজ্জ্বল দীপ্তিমান। কর আশীর্ব্বাদ
স্বরগ নিবাস হতে, অজ্ঞান প্রমাদ
মাঝে পারে যেন তব অধম সন্তান
করিবারে করণীয় কর্ম্ম অনুষ্ঠান
করিয়া স্মরণ সদা কৃষ্ণ ভগবান
বদন নিঃসৃত বাণী অমৃত সমান।

অধম সন্তান
মণি

উদ্বোধন

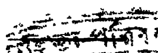
চতুর্দ্দিক পরিব্যাপ্ত তপ্ত দাবানল,
সম অতি দুর্ণিবার আসন্ন প্রবল
জীবন সংগ্রামে যবে, স্বকীয় ইন্দ্রিয়
সম্ভূত অরাতিকুল পরম আত্মীয়
বোধে বিনাশিতে হয় বিমুখ সকলে
অজ্ঞান বশতঃ, কুরুক্ষেত্র রণস্থলে
হ'য়েছিলা পার্থ যথা, কর্ণ দুর্য্যোধন
ভীষ্ম দ্রোণাচার্য্য আদি আত্মীয় স্বজন
নিধন শঙ্কায়, নিত্য যিনি নির্ব্বিকার
অন্তর্য্যামীরূপে অধিষ্ঠিত সবাকার
অন্তর মাঝারে, হন অবতীর্ণ প্রতি
যুগে যিনি বিনাশিতে অশান্তি দুর্গতি
ধর্ম্ম সংস্থাপন হেতু, সেই ভগবান
বিবেক সারথিরূপে করিছে প্রদান

আমা' সবাকারে জ্ঞান জ্যোতিঃ সমুদয়।
অবিবেক বশে কেহ মানে পরাজয়
চিরতরে এ সংসারে রহে শৃঙ্খলিত
ইন্দ্রিয়ের দাস হয়ে, আর সমুত্থিত
কেহ বা আসন্ন রণে বিবেক শাণিত
অনাসক্তি শস্ত্রে সদা করে বিনাশিত
তুমুল সমর কালে অরাতি বিপুল,
করিলা পাণ্ডব যথা স্বজন নির্ম্মূল
ক্ষত্রোচিত ধর্ম্ম যুদ্ধে হয়ে প্রণোদিত
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বদন নিঃসৃত
অমৃত বচনে; ভগবদ্গীতা নামে
নিত্য পরিচিত যাহা এই ধরাধামে
পাপক্ষয় যাহা পাঠে, করিলে শ্রবণ
জন্মান্ধ মানবে পায় আত্ম দরশন
অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র যথা শুনিয়া সঞ্জয়
সন্নিধানে আত্মযোগ তত্ত্ব সমুদয়

লভিলা অচিন্ত্যজ্ঞান আপন অন্তরে।
করুণা পরশে যাঁর পাষাণেও করে
প্রচ্ছন্ন চেতনা লাভ; পঙ্গু লঙ্ঘে অতি
দুস্তর পর্ব্বতমালা, মূক মূঢ়মতি
নাহি আর করে ভোগ নির্ব্বাকযন্ত্রনা
সেই কৃপাময়ে করে এ দীন বন্দনা
কৃতাঞ্জলি পুটে 'তুমি প্রাণের দেবতা
তোমারি সাধনা সবি' তুমি সার্থকতা
সর্ব্বজ্ঞান দাতা তুমি, অন্তর মাঝারে
নিষ্কাম কর্ম্মের বাণী দিতেছ সবারে।
চিন্ময় স্বরূপ তুমি, উদ্ভব বিলয়,
তোমাতে সকলি হয়, তথাপি অব্যয়
অসীম অনন্ত তুমি নিত্য সনাতন,
তোমাতে গ্রথিত কত অখণ্ড ভুবন
চেতনা সমগ্র ভূতে তুমি জ্ঞানাতীত
নাহি সাধ্য কা'রো তব করুণাব্যতীত

বুঝিতে তোমারে, তব ধ্যান মগ্ন হয়ে
যোগী ঋষিগণ সবে করে অশংসয়ে
আত্ম দরশন লাভ নানবিধস্তবে।
করুণা কটাক্ষপাত তব কভু হবে
কি অধম দীনে ? দাও সর্ব্বশক্তিমান
অজ্ঞান পামরে, কর্ম্ম ভক্তি দিব্যজ্ঞান
জ্যোতিঃ; কর বিদূরিত অবিদ্যা জড়তা
অবিবেক ভাব রাশি কর্ম্ম বিমুখতা।
নির্দ্বন্দ্ব অক্ষয় সুখ হোক বিরাজিত
অন্তর মাঝারে, মোহ তমসা আবৃত
ত্রিতাপ সঙ্কুল মর্ত্তে লভুক সকলে
অমরতা ব্রহ্মভাব তব কৃপাবলে
আকণ্ঠ করিয়া পান গীতামৃতবারি।
হে কৃষ্ণ! করুণাসিন্ধু হৃদয়বিহারী,
অন্তর আকৃষ্ট কর তব সন্নিধানে
ভ্রমিতেছি দিশি দিশি তোমারি' সন্ধানে

স্বীয় নাভি সমুত্থিত কস্তুরী সুগন্ধে
আমোদিত মৃগ যথা অপূর্ব্ব আনন্দে
ভ্রমে বন বনান্তরে গন্ধ অন্বেষণে।
নয়নে নয়নে তুমি আছ সঙ্গোপনে
ধারণা অতীত তবু! বিনাশিত ক'রে
অজ্ঞান তিমির রাশি ; মোহান্ধ অন্তরে
কর প্রতিষ্ঠিত তব নিত্য বৃন্দাবন,
মাধুর্য্য বিকীর্ণ যেথা লীলা অগণন
লীলাময় তব, সেই শান্তি নিকেতন
যাহার সন্ধানে ভ্রমি সমগ্র ভুবন।



ওঁ

নমঃ শ্রীশ্রীবাসুদেবায়

প্রথম অধ্যায়



"ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমর প্রয়াসী ১
মম পুত্র আর, পাণ্ডু পুত্রগণ আসি'
হ'য়ে সমবেত সবে কি করিল তা'রা,"
জিজ্ঞাসিলা ধৃতরাষ্ট্র. "কহ তুমি ত্বরা
সঞ্জয় বারেক মোরে"

কহিলা তখন

সঞ্জয় তাঁহারে দিব্য উজ্জ্বল নয়ন
ব্যাসের প্রসাদে লভি', "পাণ্ডব সেনানী।২।২
হেরি' রাজা দুর্য্যোধন কহিলেন বাণী
আচার্য্য সমীপে গিয়া' "হের গুরো! তব

শিষ্য ধৃষ্টদ্যুম্ন জ্ঞানী ব্যূহিত পাণ্ডব
সেনা এই রণক্ষেত্রে অতীব বিরাট,
সেনা দলে হের ওই সাত্যকি বিরাট, ।৪.৬
সুরথী দ্রুপদ আর কাশীরাজ বলী
পুরুজিৎ কুন্তিভোজে শৈব্য শক্তিশালী
উত্তমৌজা বীর্য্যবান, বীর যুধামন্যু
দ্রৌপদী তনয় সবে আর অভিমন্যু
সবে মহাবলশালী মহাধনুর্ধর
ভীমার্জ্জুন সম সবে সমরে দুর্ব্বার।
এই সৈন্যদলে যাঁরা বিশিষ্ট প্রধান ৭
সেনানী নায়ক মম, তব প্রণিধান
হেতু দিই পরিচয়, ভীষ্ম ও আপনি ৮
কর্ণ অশ্বত্থামা বীর সমর অগ্রণী
কৃপ সৌমদত্তি আর বিকর্ণ সকলে, ৯
আরও সজ্জিত বীর আছে রণস্থলে

নানা শস্ত্র সাজে, পারে দিতে মম তরে
প্রাণ বিসর্জ্জন, বিশারদ এ সমরে
সবে। ভীষ্ম সুরক্ষিত ওই সৈন্যগণে ১০
অক্ষম সমরে এই বিপক্ষের সনে ;
আর কত বলবান এই সৈন্যগণ
রক্ষিত ভীমের করে। করি' অবস্থান
আপন বিভাগ মত আসন্ন আহবে
ব্যূহ প্রবেশের দ্বারে ; আপনারা সবে
কেবল করুণ রক্ষা ভীষ্ম বীরবরে।"
হর্ষোৎপাদন করি' তাঁহার অন্তরে ১২
কুরুবৃদ্ধ পিতামহ মহাবলশালী
দিলা শঙ্খে মহাধ্বনি কাঁপি' রণস্থলী
সিংহের নিনাদ সম। সহসা মাদল ১৩
গোমুখ দুন্দুভি ভেরী শঙ্খ এ সকল
তার পর রণক্ষেত্রে নাদিল সঘনে,

হইল তুমুল বোল। তা' সবার সনে ১৪
শ্বেতকায় হয় যুক্ত বিশাল স্যন্দনে
বাজাইলা দিব্য শঙ্খ মাধব অর্জ্জুনে
পাঞ্চজন্য, দেবদত্ত, ভীষণ সঘনে ১৫।১৮
বাজাইলা পৌণ্ড্র নামে বৃকোদর বীর,
অনন্ত বিজয় শঙ্খ রাজা যুধিষ্ঠির,
নকুল সুঘোষ নামে, সহদেব মণি-
পুষ্পক নামক শঙ্খে দিলা মহাধ্বনি।
আর যত ধনুর্ধর শিখণ্ডী সুরথী
ধৃষ্টদ্যুম্ন কাশীরাজ বিরাট সাত্যকি
দ্রুপদ সমর ত্রাস অভিমন্যু বলী
পাঞ্চালী তনয় সবে, ইহারা সকলি'
বাজাইলা রণক্ষেত্রে রণ উন্মাদক
আপন আপন শঙ্খ পৃথক পৃথক।
সে তুমুল রোল ভেদি' মেদিনী আকাশ ১৯

কৌরব অন্তরে কত জাগাল তরাস।
অস্ত্রের সম্পাত হ'লে, ধার্ত্তরাষ্ট্রগণে ২০
সশস্ত্র সজ্জিত হেরি' সমর প্রাঙ্গণে,
উত্তোলিয়া ধনুঃশর বীর দর্প ভরে
কহিলা কৌন্তেয় ইহা আসন্ন সমরে
রথ'পরি আপনার সখা হৃষীকেশে, ২১।২৩
"উভয় সেনানী মাঝে রাখ এক পাশে
মম রথ হে অচ্যুত! হেরে লই আমি
এ সমরে কৌরবের সদা হিতকামী
রণেচ্ছুরে যত ; আর কাহাদের সনে
হবে রণ মোর এই কুরুক্ষেত্র রণে।"
এইরূপে হৃষীকেশ হ'য়ে অভিহিত ২৪।২৫
সুরম্য স্যন্দনখানি করিয়া স্থাপিত
ভীষ্ম দ্রোণ রণবিদ্ প্রমুখ নৃপতি
সমূহ সম্মুখে, বীর ধনঞ্জয় প্রতি

লাগিলা কহিতে ; "হের পার্থ ! সমাগত
কুরুক্ষেত্র মাঝে ওই কুরুসৈন্য যত।"
করি' দরশন পুত্র পিতৃব্য মাতুল,
কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ; সুহৃদ সকল,
আচার্য্য শশুর ভ্রাতা, আর সখাগণে
উভয় সেনানী মাঝে সমর প্রাঙ্গনে
কহিলা কৌন্তেয় অতি কৃপাবিষ্ট মনে
বিষাদ সংক্লিষ্ট যেন, হেরিয়া এ রণে ২৮
আমি রণকামী যত আত্মীয় স্বজন,
অবসন্ন মম অঙ্গ বিশুষ্ক বদন
কাঁপিতেছে দেহ মোর, হয় রোমাঞ্চিত, ২৯
হস্ত হতে হয় এই গাণ্ডীব স্খলিত
দহিছে সর্ব্বাঙ্গ মোর। পারিনা রহিতে ৩০
কৃষ্ণ ! ভ্রমে মন মম, পাই নিরখিতে
বিপরীত চিহ্ন অগণন, হে বার্ষ্ণেয় ! ৩১

জ্ঞাতি বধ এ সমরে নহে মম শ্রেয়,
এ ভীষণ রণ মাঝে নাহি যাচি জয়,
রাজ্য সুখ আর যত ভোগ সমুদয়।
সুখের বাসনা রাজ্য ভোগ যার তরে, ৩২।৩৫
ধন প্রাণ বিসর্জ্জন করি' এ সমরে,
পরম আরাধ্য সেই পিতার স্থানীয়
আচার্য্য ও পিতামহ শ্যালক আত্মীয়
স্বজন মাতুল পৌত্র পুত্র অবস্থিত,
কি কাজ রাজত্বে মোর, ভোগে বিপরীত
হেরি, নাহি কাজ মোর বৃথা এ জীবনে,
হই যদি হত এই কুরুক্ষেত্র রণে
আমি ইহাদের করে, যাচিনা তথাপি
সসাগরা ভূমণ্ডল ত্রিভুবন ব্যাপি'
বধিয়া কৌরবে যত। হইবে কি প্রীতি,
নাশিয়া কৌরব আদি স্বজন প্রভৃতি ?

করিবে আশ্রয় পাপ বিনাশিলে অরি,
সে কারণে নাহি পারি আমি যে মুরারি।
বধিতে কৌরব যত আমার স্বজন,
কি সুখে হইব সুখী করিয়া হনন
তাদের পরাণ আমি? তীব্র লালসায় ৩৭।৩৮
হতজ্ঞান এরা সবে যদিও না পায়
নিরখিতে মিত্র দ্রোহে পাপ রাশি; আর
কুলক্ষয়-জাত দোষ, তথাপি আমার
মনে হইবে না কেন জ্ঞানের উদয়,
বিরত হইতে সেই পাপ সমুদয়
হতে, কুলক্ষয় দোষ করি' দরশন। ৩৯
কুলক্ষয়ে নষ্ট কুলধর্ম্ম সনাতন,
ধর্ম্মের বিনাশ হ'লে অধর্ম্ম প্রবল,
হ'য়ে পরিব্যাপ্ত হয় অবশিষ্ট কুল
সমুদয়ে। আর অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবে ৪০

হারায় চরিত্র রত্ন কুলনারী সবে।
জন্মায় ইহাতে দেশে বরণ সঙ্কর, ৪১
ডুবায় নরকে কুল, কুলঘ্নেরে আর,
পিতৃগণ তাহাদের পতিত নিশ্চয়
হয় পিণ্ডোদক ক্রিয়া আদির বিলোপে।
কুলঘ্নদিগের দ্বারা হ'লে এইরূপে ৪২
বরণ সঙ্কর দোষ, উৎসন্ন হয়
সনাতন জাতি ধর্ম্ম আর সমুদয়
বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম যত। করেছি শ্রবণ; ৪৩
নরকে নিয়ত বাস করে সেই জন
বিনষ্ট যাহার কুল ধর্ম্ম সনাতন।
মহা পাপে লিপ্ত হ'তে হায় অকারণ ৪৪
হয়েছি নিযুক্ত মোরা! যেহেতু উদ্যত
তুচ্ছ রাজ্য সুখ লোভে করিতে নিহত
স্বজন বান্ধবগণে। এও শ্রেয় মানি ৪৫।৪৬

বিনাশে সশস্ত্র যদি কৌরব সেনানী
প্রতিহিংসা পরাঙ্মুখ অস্ত্রহীন মোরে”
কহি’ হেন শোকবাণী তাপিত অন্তরে
স্বীয় সখা ভগবান মাধবে অর্জ্জুন
বসিলা স্যন্দন’পরি ত্যজি শরাসন
সজ্জিত যদিও শরে সম্মুখ সমরে
স্বজন বিনাশ হেতু সাতঙ্ক অন্তরে।

দ্বিতীয় অধ্যায়



কহিলা সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্র নৃপবরে, ১
"অর্জ্জুনের প্রতি কৃষ্ণ কহে তৎপরে
হেরি' তা'রে কৃপাবিষ্ট সংক্লিষ্ট বিষাদে
সিক্ত নয়নাশ্রুনীরে, "এ ঘোর বিপদে ২
ঘিরিল তোমায় কেন অনার্য্য সেবিত
অধর্ম্ম্য অযশ মোহ! কর বিদূরিত ৩
পার্থ! তুচ্ছ কাতরতা, অযোগ্য তোমার
ইহা, জাগ তুমি রণে হয়োনা কাতর"
কহিলা কেশবে পার্থ "হে অরি সূদন! ৪
কেমনে পূজার্হ ভীষ্ম দ্রোণ সনে রণ
করি ধনুর্ব্বাণ দিয়া এ হেন সমরে।

ভিক্ষান্ন ভোজন শ্রেয় মম এ সংসারে, ৫
না বধি' মহানুভব যত গুরুজন
এ ভীষণ জ্ঞাতি রণ মাঝে, অনুক্ষণ
ভুঞ্জিতে হইবে হেথা বধি' গুরুজনে
অর্থ কাম হেতু সুখ ; লিপ্ত রক্ত সনে।
বুঝিতে 'অক্ষম হই যদি পরাজিত ;
কিম্বা তারা হয় জয়ী, কোন্‌টি বিহিত ;
বধিয়া যাদেরে আমি চাহিনা বাঁচিতে
তা সবারে হেরি ওই সম্মুখরণেতে,
অভিভূত চিত্ত মোর ধর্ম্মমূঢ় আমি, ৭
কুল ধর্ম্মক্ষয় হেতু, জিজ্ঞাসি হে স্বামি!
কোন্‌টি যে শ্রেয় মোর, কহ যথোচিত,
শিষ্য আমি প্রভো! তব, তোমারি আশ্রিত,
দেহ শিক্ষা মোরে। নাহি পাই নিরখিতে ৮
যাহাতে আমায় কভু হবেনা দহিতে

ইন্দ্রিয় সন্তাপ দোষে; পাই আমি যদি
নিরাপদে পৃথিবীতে স্বরগ অবধি
সমৃদ্ধি সম্পন্ন যত অতুল বৈভব,
না করিব যুদ্ধ আমি শুন হে মাধব !” ৯
কহি’ ইহা হৃষীকেশে, হইলা নীরব
পার্থ বিষাদিত মনে।”
কহিলা কেশব ১০
হাসিতে হাসিতে যেন, বিষণ্ণ অর্জ্জুনে,
উভয় সেনানী মাঝে আসন্ন এ রণে
অতি শোকাকুল হেরি “কহিতেছ কথা ১১
বিজ্ঞজনবৎ, তবে কেন শোচ বৃথা,
যার হেতু হেন শোক নহে সমুচিত
শোক নাহি করে বিজ্ঞ হয়ে বিচলিত
জীবিত গতাসু তরে, ভ্রান্ত এ ধারণা, ১২
তুমি আমি, এই নৃপ মণ্ডলী ছিলনা

জাত কভু এই ভবে, আর ভবিষ্যতে
আসিবে না যে আবার জন্মিতে জগতে।
দেহাভিমানীর যথা স্থূল এ শরীরে,
কৌমার যৌবন জরা আসে ধীরে ধীরে,
দেহান্তর লাভ তথা, অবস্থা বিশেষ,
না হয় ধীমানে কভু মোহের আবেশ।
ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি, আর বিষয় সংযোগ, ১৪
সুখ দুঃখ প্রদায়ক প্রকাশ বিয়োগ
অনিত্য শীতোষ্ণ সম, হয়োনা অর্জ্জুন।
তাহে বশীভূত কভু, লভে সেই জন ১৫
অমৃত, না হয় কভু ব্যথিত এ ভবে
ধীর যেবা, তুল্যরূপ সুখ দুঃখ ভাবে।
নাহি সত্ত্বা অনিত্যের, না হয় বিলয়—১৬
নিত্য যাহা বিদ্যমান, ইহার নির্ণয়
করে তত্ত্বদর্শী জনে। জানিবে অমর ১৭

নিত্য ব্যাপ্ত যেবা সর্ব্ব এই চরাচর—
না হয় নিহত কভু, নশ্বর বর্ণিত
নিত্য অবিনাশী, আর ইন্দ্রিয় অতীত
আত্মার সকল দেহ। হও অতএব
পার্থ! রণে সমুত্থিত। যে সব মানব
করে মনে হন্তাহত বলিয়া উহারে ;
না জানে উভয়। উহা কারেও না করে
হত্যা, না হয় নিহত। না হয় উহার
জন্ম কিংবা মৃত্যু কভু, অথবা আবার
না হয় উদ্ভব ভবে, হইয়া প্রকাশ।
জনম রহিত নিত্য ক্ষয় বৃদ্ধি হ্রাস-
পরিণাম পরিশূন্য পরম শাশ্বত
তা'রে জেনো ধনঞ্জয়! না হয় নিহত
দেহের বিনাশে কভু। যেবা জ্ঞাত হয় ২১
অজ নিত্য অবিনাশী অক্ষর অব্যয়

কিরূপে কারেই বা সে করায় বিনাশ ;
বা স্বয়ং বিনাশে ? ত্যজি' যথা জীর্ণ বাস, ২২
পরিধান করে নরে নূতন বসন,
সেইরূপ এ জগতে আত্মা সনাতন,
জানিবে অর্জ্জুন তুমি, নিয়ত ত্যজিয়া
জীর্ণ দেহ, নব দেহে পুনঃ প্রকাশিয়া,
করে উহারে ধারণ ! ছেদিতে না পারে ২৩
অস্ত্র, অগ্নি অসমর্থ দগ্ধ করিবারে,
না হয় সলিল ক্লিন্ন, না করে শোষণ
বায়ু, অচ্ছেদ্য অদাহ্য নিত্য সনাতন, ২৪
স্থিরাচল সর্ব্বব্যাপী, স্থিত একরূপে,
না হয় গোচর কভু ইন্দ্রিয় কলাপে ২৫
অব্যক্ত অচিন্ত্য আত্মা। না কর শোচনা
জানিয়া স্বভাব এর, যদি বা ধারণা ২৬
নিত্য জাত নিত্য মৃত, তথাপি উচিত

নহে হেন শোক তব। জানিবে নিশ্চিত ২৭
জন্মিলে মরিতে হবে, মরিলে লভিবে
জনম সকলে জেনো পার্থ! এই ভবে,
তথাপি পারনা শোক করিতে কখনো
অবশ্যম্ভাবী তরে। অনুক্ষণ জেনো ২৮
আদিতে অব্যক্ত ভূত, মধ্যে প্রকাশিত,
আবার অব্যক্ত উহা হ'লে বিনাশিত,
করিছ কি হেতু তাহে এহেন বিলাপ?
সবারে বিস্মিত করে ইহার কলাপ, ২৯
কহে অলৌকিক সবে, আনে যে বিস্ময়
মানস শ্রবণে কত। তবু নাহি হয়
উহারে বিজ্ঞাত কেহ। বিরাজে নিয়ত, ৩০
সবাকার দেহে আত্মা অবধ্য শাশ্বত।
না কর শোচনা জীব সমূহের জন্য
ক্ষত্রিয়ের নাহি শ্রেষ্ঠ করণীয় অন্য ৩১

ধর্ম্ম্য যুদ্ধ ভিন্ন। হেরি' স্বধর্ম্ম নিয়ত
হেন বিকম্পন ভাব নহে সমুচিত।
লভে সুখী ক্ষত্রিয়েরা মুক্ত স্বর্গ দ্বার ৩২
আপনা আগত হেন সমর সম্ভার।
নাহি কর যদি এই ধর্ম্ম্য সংগ্রাম ৩৩
করিবে আশ্রয় পাপ, ত্যজিলে সুনাম,
আর নিজ ধর্ম্ম রাশি। ঘোষিবে সকলে ৩৪
বহুকাল ব্যাপি' তব অকীর্ত্তি ভূতলে।
বহু সম্মানিত যারা, তাদের অযশ
বহু মরণের চেয়ে। করিবে বিশেষ ৩৫
দুর্নাম সে জনে তব, যার কাছে ছিলে
তুমি বহু সম্মানিত, ভয়াতুর বলে'
করিবে তোমায় মনে মহারথী যত
ভাবিয়া তোমারে রণ হইতে বিরত
মহাভীতি পূর্ণচিতে। গাহিবে তোমার ৩৬

অরি অপযশ সদা তব ক্ষমতার
ত্রিভুবন ব্যাপি', এর চেয়ে দুঃখতর
কি আছে জগতে। স্বর্গ সুখ নিরন্তর ৩৭
করিবে সম্ভোগ, হ'লে সমরে নিহত,
আর হ'লে জয়ী মহী ভুঞ্জিবে নিয়ত।
হও রণে রত বদ্ধপরিকর হয়ে
সুখ দুঃখ লাভালাভ জয় পরাজয়ে ৩৮
করিয়া সমান জ্ঞান। তোমায় ইহাতে
স্পর্শিবে না পাপ কভু। এ জ্ঞান সাংখ্যেতে ৩৯
বর্ণিনু তোমায় আমি। শোন কর্ম্মযোগে
কহিব তোমায় যাহা। কর্ম্ম বন্ধ ত্যাগে
হইবে সমর্থ পার্থ! বুদ্ধিযুক্ত হ'লে।
নিষ্কাম কর্ম্মের যোগে যায় না বিফলে ৪০
প্রারম্ভ উহার কভু। নাহি বিপর্য্যয়
করিবে তোমায় রক্ষা হতে মহাভয়

হ'লে এই ধর্ম্ম স্বল্প মাত্র অনুষ্ঠিত
নিশ্চয় আত্মিকা বুদ্ধি একই বর্ণিত ৪১
আর কামীদের চিত্ত বহুদিকে হয়
যে ধাবিত, নাহি শেষ কভু ধনঞ্জয় !
বেদ অর্থ বাদে রত ভাবে মূঢ়জনে ৪২।৪৪
ইহা ভিন্ন অন্য তত্ত্ব নাহি ত্রিভুবনে,
আর কহে কামকামী স্বর্গ পরায়ণ
যজ্ঞাদি ক্রিয়া বিশেষ বহুল বচন
পুষ্পবৎ রমণীয়, জন্ম কর্ম্ম ফল—
প্রদায়ক, ভোগৈশ্বর্য্য গতি এ সকল
লক্ষ্য করি অবিরাম। এ হেন পুষ্পিত
বচনে যাদের মনঃপ্রাণ অপহৃত,
আর রহে সদা ভোগ ঐশ্বর্য্যে আসক্ত
তাদের নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি উপযুক্ত
নহে সমাধির কভু। ত্রৈগুণ্য বিষয় ৪৫

বেদ সমুদয়ে। হও পার্থ! গুণত্রয়
রহিত নির্দ্বন্দ্ব অনাসক্ত আত্মবান।
ব্রহ্মেতে করিয়া তুমি একাগ্র সন্ধান
অলব্ধ পদার্থ লাভে, কিম্বা লব্ধ পানে
যত্ন কর পরিহার। ক্ষুদ্র উদপানে ৪৬
যতটুকু প্রয়োজন, হ'লে সর্ব্বস্থান
সলিল প্লাবিত, ততটুকু প্রয়োজন
বেদ সমুদয়ে ব্রহ্মবিদ্ একনিষ্ঠ
ব্রাহ্মণের যত। কভু করোনা নিবিষ্ট ৪৭
সকাম কর্ম্মেতে মন। তব অধিকার
হউক নিস্কাম কর্ম্মে। নহে ফলে তার,
হয়োনা ফলার্থী। যোগে হয়ে অবস্থিত ৪৮
ইন্দ্রিয় আসক্তি ত্যজি' হও কর্ম্মে রত
সিদ্ধি ও অসিদ্ধি সদা করি সমজ্ঞান।
সাম্য ভাবাবস্থা যোগ কহে জ্ঞানবান।

জ্ঞানযোগ হতে কাম্য কর্ম্ম সাতিশয় ৪৯
হেয়, সেই জ্ঞান পার্থ! করহ আশ্রয়,
ফলকামী দুঃখী যত। হও কর্ম্ম যোগী ৫০
ধনঞ্জয়! নাহি হয় পাপপুণ্য ভোগী
বুদ্ধিমান জনে। সুকৌশল কর্ম্ম, যোগ
নামে অভিহিত। কর্ম্মফল করে ত্যাগ
বুদ্ধিযুক্ত সুধী, একারণ সেইজন ৫১
ভুবন মাঝারে সদা জনম বন্ধন-
মুক্ত হয়ে পায় মোক্ষপদ অনাময়।
ত্যজিবে তোমার বুদ্ধি যবে মোহময় ৫২
গহন আবাস, শ্রুত শ্রোতব্য বিষয়ে
লভিবে বৈরাগ্য তুমি। যবে অসংশয়ে ৫৩
বিচলিত বুদ্ধি তব বৈদিক সকল
বিষয় শ্রবণে হবে সুস্থির নিশ্চল
নিত্যযুক্ত ভগবানে পাবে তত্ত্বজ্ঞান

রাশি। এ সকল বাণী করিয়া শ্রবণ
কহিলা কেশব পানে পার্থ মহোদয়
"জিজ্ঞাসি তোমায় কৃষ্ণ কহ সমুদয়, ৫৪
সমাধিস্থ স্থিতধীর কিরূপ লক্ষণ,
কিরূপ তাহার স্থিতি কিরূপ চলন
কিরূপ সম্ভাষে আর ?"
কহিলা মাধব ৫৫
"ত্যজি' যবে মনোগত কামনা প্রভাব
হয় যোগী পরিতুষ্ট পরম আত্মাতে,
স্থিতপ্রজ্ঞ কহে তারে, যেজন দুঃখেতে ৫৬
অকাতর, নাহি সুখে বাসনার লেশ,
নাহি ভয় অনুরাগ রোষের আবেশ
স্থিতধী তাহারে কহে। প্রজ্ঞা জেনো তার ৫৭
প্রতিষ্ঠিত, যেবা সর্ব্বস্থানে অনিবার
স্নেহ পরিশূন্য, হৃষ্ট বিষাদিত নহে

সেই সেই শুভাশুভ বিষয় সমূহে।
কূর্ম্ম অঙ্গবৎ যেবা ইন্দ্রিয় নিচয়—৫৮
হ'তে করে প্রত্যাহার তাদের বিষয়
প্রজ্ঞা তার প্রতিষ্ঠিত।　না করে গ্রহণ ৫৯
বিষয় ; ইন্দ্রিয় দ্বারা ; হেন অজ্ঞ জন
করয়ে বর্জ্জন রস রাগ অভিলাষ
না হয় তাহার ভোগ আসক্তি বিনাশ—
কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ হেরি' পরম আত্মার
প্রকাশ প্রবৃত্তি রাশি করে পরিহার।
সতত সজোরে হরে প্রমাথী ইন্দ্রিয় ৬০
বিবেকী নরের মন, যদিও কৌন্তেয় !
মোক্ষ পাইবারে সদা যত্নবান।
মৎ পরায়ণ যোগী করে অবস্থান ৬১
ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি রাশি করিয়া সংযত।
যেজন ইন্দ্রিয় সবে করে বশীভূত

প্রজ্ঞা সদা প্রতিষ্ঠিত জানিবে উহার।
বিষয় ভাবনা রত যারা অনিবার ৬২
সে সব নরের হয় আসক্তি তাহাতে,
তাহতে জন্মায় কাম, আর উহা হতে
প্রতিহত হ'লে হয় ক্রোধের উদ্ভব।
ক্রোধ হতে অবিবেক ভাবের সম্ভব ৬৩
উহা হতে স্মৃতিভ্রম, তার পর হয়
বুদ্ধিনাশ, ইহা হতে বিনাশ নিশ্চয়।
বিষয় সমূহ যত ভুঞ্জিয়া যদিও ৬৪
অনুরাগ দ্বেষহীন স্বাধীন ইন্দ্রিয়
যোগে লভে শান্তি সদা সংযমী নরে
আত্মপরিতৃপ্তি হ'লে সর্ব্ব দুঃখ হরে।
প্রসন্ন-চেতার প্রজ্ঞা আশু প্রতিষ্ঠিত। ৬৫।৬৬
ইন্দ্রিয়সমূহ নহে যার নিয়মিত
অধ্যাত্ম বিষয়ে তার নাহি বুদ্ধি ধ্যান

নাহি শান্তি তার, যেবা আত্মধ্যান হীন।
শান্তি হীনে কোথা সুখ। যথা প্রভঞ্জন ৬৭
ক্ষুব্ধ তরি সিন্ধুনীরে, সেইরূপ মন
অনায়াত্ত ভ্রাম্যমান বিষয় লালসে,
হয় যার অনুগামী, নিয়ত বিনাশে
তার প্রজ্ঞা সেই জেনো। ইন্দ্রিয় নিচয় ৬৮
হতে বশীভূত হলে তাদের বিষয়
সর্ব্বরূপে, প্রজ্ঞা জেনো তার প্রতিষ্ঠিত।
অজ্ঞানতিমির রাশি যাহে আবরিত ৬৯
ভূত সমুদয় নিশাকালে যথা, তা'তে
সংযমী জাগিয়া থাকে, আর দেখ যা'তে
অজ্ঞানী সকলে রহে জাগিয়া সতত
করিতে বিষয় ভোগ, তত্ত্বজ্ঞানী যত
ঋষিগণ করে উহা নিশাসম জ্ঞান।
যথা বহু স্রোতধারা পরিপূর্য্যমান ৭০

স্থির জলধির মাঝে সলিল প্রবেশি'
উহাতে মিশিয়া যায়, সেরূপ প্রকাশি'
যাহাতে কামনা রাশি, হ'য়ে যায় লীন,
করে শান্তিলাভ সেই, নহে কামাধীন।
উপেক্ষা করিয়া প্রাপ্ত কাম্যবস্তু যত ৭১
ভুঞ্জিয়া প্রারব্ধ বশে রহে অবিরত
নির্ম্মম নিস্পৃহ-চিত্তে, ত্যজি অহঙ্কার
যেবা, বিচরিয়া যথা তথা অনিবার
করে শান্তিলাভ। ইহা ব্রহ্মনিষ্ঠা জেনো ৭২
লভিয়া উহারে মুগ্ধ না হয় কখনো
সে, উহাতে অন্তে কালে করি' অবস্থান
চরমে পায় সে ব্রহ্মে পরম নির্ব্বাণ।

তৃতীয় অধ্যায়



সাংখ্য যোগ বিষয়ক গুহ্য বিবরণ
ভগবান সন্নিধানে করিয়া শ্রবণ
কহিলা অর্জ্জুন অতি ব্যাকুল অন্তরে,
"কেন নিয়োজিছ ঘোর কর্ম্মে এ সমরে ১
যদি অভিমতে তব কর্ম্মযোগ চেয়ে
শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি যোগ। হইতেছে এ সংশয়ে ২
বিমোহিত চিত্ত মোর করিয়া শ্রবণ
অতীব নিগূঢ় তব বিমিশ্র বচন
কর্ম্ম জ্ঞান বিষয়ক। কহ সবিস্তারে
যথোচিত মোরে, শ্রেয় যাহে লভিবারে
পাই অবিরাম।" হেন বচন শ্রবণে ৩

উত্তরিলা ভগবান সুরথী অর্জ্জুনে
"বর্ণিয়াছি পূর্ব্বে আমি যে মোক্ষপরতা
দ্বিবিধা জগৎ মাঝে, জ্ঞান যোগ যথা
সাংখ্যদের ; আর কর্ম্মযোগ যোগীদের।
অসমর্থ লভিবারে নৈষ্কর্ম্ম, কর্ম্মের ৪
নাহি করি' অনুষ্ঠান। নাহি সিদ্ধি হয়
লাভ সংন্যাসেতে শুধু। কোন অবস্থায় ৫
পারে না রহিতে কেহ ক্ষণকাল তরে
কর্ম্মহীন ভাবে, করে বাধ্য সবাকারে
প্রকৃতির গুণাবলী অযশ করিয়া
কর্ম্মরাশি আচরিতে। সংযত রাখিয়া ৬
কর্ম্মেন্দ্রিয় যত, মূঢ় আত্মা যেই নরে
ইন্দ্রিয় বিষয় সব মনো মাঝে স্মরে,
মিথ্যাচারী বলি সদা হয় পরিচিত
মানব মণ্ডলে। সেই জন প্রশংসিত ৭

ফলে অনাকাঙ্ক্ষী যেবা, অনুষ্ঠান করে
কর্ম্মযোগ মন দ্বারা ইন্দ্রিয় নিকরে
সংযত রাখিয়া। কর নিত্য করণীয় ৮
কর্ম্ম তুমি এই ভবে, কর্ম্ম বাঞ্ছনীয়
অকর্ম্মের চেয়ে। কর্ম্ম করিলে বর্জ্জন
না হয় জীবন যাত্রা। কর্ম্মই বন্ধন ৯
তার, করে কর্ম্মরাশি যজ্ঞার্থ ব্যতীত
যেবা। হও কর্ম্মযোগী কাম বিবর্জ্জিত,
হ'য়ে বিষ্ণু প্রীতি তরে। করিয়া সৃজন ১০
যজ্ঞসহ প্রজাগণে কহিলা বচন
সৃষ্টির প্রথমে প্রজাপতি, আত্মোন্নতি
লভ এই যজ্ঞে সবে। হইবে সম্প্রতি ১১
অভীষ্ট সফল। দেবগণে কর তবে
যজ্ঞে সংবর্দ্ধনা। তোমাদেরে এরা সবে
করিবে বর্দ্ধিত। পরস্পর প্রতি হ'লে

হেন আচরণ, শ্রেয় লভিবে সকলে।
যেহেতু দেবতাগণ যজ্ঞে সংবর্দ্ধিত ১২
হইয়া করিবে দান ভোগইষ্ট যত
যাহারা ভোজন করে তাদের প্রদত্ত
বস্তু তাহাদেরে নাহি নিবেদিয়া, উক্ত
সেজন তস্কর। সমুদয় পাপ হতে ১৩
জেনো পার্থ! মুক্ত তারা এ জগতে
নিয়ত যজ্ঞের দ্বারা অবশিষ্ট ভোজী,
করে অন্নপাক যেবা নিজ সুখে মজি'
ভুঞ্জে পাপ সেই দুরাচারী। হতে অন্ন ১৪
সর্ব্বভূতের উদ্ভব। হয় উৎপন্ন
অন্ন বৃষ্টি হতে। যজ্ঞ হতে মেঘ যত,
আর যজ্ঞ কর্ম্ম হতে হয় সমুদ্ভূত।
ব্রহ্মোদ্ভব কর্ম্মজেনো, ব্রহ্মাই অক্ষর ১৫
হ'তে, আর সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম নিরন্তর

যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত। অনুবর্ত্তন না করে ১৬
হেন প্রবর্ত্তিত চক্র যেবা এ সংসারে ;
পাপাত্মা ইন্দ্রিয় পরায়ণ সেই জন
করে বৃথা তার এই জীবন ধারণ
নাহি তার করণীয় আত্মায় যে রত ১৭
আত্মাতেই তুষ্ট তৃপ্ত আত্মানন্দে যত।
নাহি পুণ্য কৃত কর্ম্মে তার এ সংসারে ১৮
কিম্বা অকরণ হেতু নাহি পাপ করে
উহারে আশ্রয়। নহে উহার আশ্রয়ে
কি ঐহিক পারত্রিক কোনও বিষয়ে
ভূত সমুদয়ে কেহ। ত্যজি কর্ম্মফল ১৯
কর পার্থ! এবে নিত্য কর্ত্তব্য সকল।
যে হেতু কামনা ত্যজি কর্ম্ম আচরিলে
পায় মোক্ষপদ নরে। কর্ম্মযোগবলে ২০
জনকাদি মহোদয় লভিয়াছে জ্ঞান

নরের স্বধর্ম্ম যাহে হয় প্রবর্ত্তন—
হেন কর্ম্ম আচরণ কর্ত্তব্য তোমার।
শ্রেষ্ঠ নর সমুদয় করে অনিবার ২১
যাহা, অনুসরে উহা অন্যান্য সকলে,
করে নিরূপণ যাহা করণীয় বলে'
করে এরা সদা অনুসরণ তাহার।
নাহি কোন করণীয় বলিতে আমার ২২
অপ্রাপ্ত প্রাপ্তব্য নাহি ত্রিলোক মাঝারে
মম। তবু অবিরত আমি এ সংসারে
রত কর্ম্ম আচরিতে। যদি অলসতা ২৩
ত্যজি' নাহি কর্ম্মকরি, তবে এই প্রথা
মানব মণ্ডলে অনু সরিবে নিশ্চিত
সর্ব্বরূপে, আর পার্থ! হবে বিনাশিত ২৪
প্রজাসমুদয়। নাহি কর্ম্ম আচরিলে
বর্ণ সঙ্করের কর্ত্তা কহিবে সকলে

মোরে, আর প্রজাগণে করিব মলিন।
করে যথা কর্ম্মরাশি আসক্তি অধীন ২৫
অজ্ঞজনে, সেইরূপ অনাসক্ত সুধী
কর্ম্ম করিবারে হয় রত নিরবধি
নরের স্বধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হেতু। কোন ২৬
কালে নাহি প্রকাশিবে তুমি অজ্ঞজন'
সবে পরাবুদ্ধি কথা। ব্রহ্মবিদ্ জ্ঞানী
কর্ম্মসমুদয় সদা করিয়া আপনি
নিয়োজিবে কর্ম্মে অজ্ঞ মানব সকলে।
কর্ম্ম সম্পাদিত প্রকৃতির গুণ বলে ; ২৭
ভাবে যত অহঙ্কারী বিমূঢ় মানব
আমি কর্ত্তা বলি। করে যারা অনুভব
আত্মার বিভাগ গুণকর্ম্ম হতে, হেন
তত্ত্ববিদ্‌জ্ঞানী নাহি করে কভু কোন
অভিমান মনে, ভাবিয়া ইন্দ্রিয়গণ

প্রবৃত্ত বিষয় সবে। সর্ব্ববিদ্‌জন ২৯
নাহি করে বিচলিত অজ্ঞমন্দমতি
আসক্তজনেরে, যারা গুণ কর্ম্মপ্রতি
মুগ্ধ হয় প্রকৃতির সত্ত্বআদিগুণে।
সমর্পি আমায় সদা যত কর্ম্মগণে ৩০
আত্মায় রাখিয়া মন হইয়া নিষ্কাম
মায়াহীন ত্যজি' শোক, করহ সংগ্রাম
সম্মুখ সমরে। যেবা বচনে আমার ৩১
শ্রদ্ধাবান, নাহি পায় কোনও প্রকার
দোষ হেরিবারে ; মম আজ্ঞা অনুসারে
কর্ম্মে নিয়োজিত, হয় মুক্ত এ সংসারে
সর্ব্ব কর্ম্ম হতে, নিত্য কর্ম্ম আচরিয়া।
যেবা শুধু দোষ মাত্র সতত হেরিয়া, ৩২
কয়ে হেলা আজ্ঞা মোর, সেই মূঢ়মতি
অবিবেকী অজ্ঞানীর হয় অধোগতি।

স্বীয় প্রকৃতির অনুরূপ কর্ম্মকরে ৩৩
বিদ্বান ও যারা, অজ্ঞজনে অনুসরে
প্রকৃতি নিয়ত। একারণ অসমর্থ
ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিবারে জেনো পার্থ!
তারা। প্রতি ইন্দ্রিয়ের স্বকীয় বিষয়ে ৩৪
অনিবার্য্য অনুরাগ দ্বেষ, এ উভয়ে
নাহি হবে বশীভূত। যে হেতু উহারা
মুমুক্ষুর প্রতিকুল, করে জ্ঞানহারা।
সদোষ স্বধর্ম্ম শ্রেয় পরধর্ম্ম হতে ৩৫
যদিও সম্যক্ অনুষ্ঠিত এ জগতে,
স্বধর্ম্মে নিধন শ্রেয়, পরধর্ম্ম অতি
ভয়াবহ।

নিবেদিলা পার্থ তাঁর প্রতি ৩৬
"হয় তবে লিপ্তনরে পাপে নিয়োজিত
সবলে হইয়া যেন কাহার প্রেরিত,

যদিও অনভিলাষী পাপ আচরণে ?
উত্তরিলা ভগবান সুরথী অর্জ্জুনে ৩৭
"রজোগুণজাত কাম ক্রোধ উগ্র আর
নহে পূরণীয়, জেনো পার্থ। মোক্ষদ্বার
পথে বৈরি ইহাদেরে। অনল যেমন ৩৮-৩৯
ধূমে সমাবৃত, মলিনতায় দর্পণ,
গর্ভ জরায়ুতে, সেইরূপ সমাচ্ছন্ন
হয় জ্ঞান জেনো, আত্মবিজ্ঞান সম্পন্ন
মানবের চির বৈরি অপূরণ কাম-
হুতাসনে। মন বুদ্ধি ইহাদের ধাম ৪০
ইন্দ্রিয় বিদিত, করে কাম বিমোহিত
সবে, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা করি আবরিত
জ্ঞানরাশি। কর জয় জ্ঞান ও বিজ্ঞান ৪১
নাশী পাপ রূপ কাম, করিয়া দমন
ইন্দ্রিয় সমূহ অগ্রে। প্রধান ইন্দ্রিয় ৪২

দেহ হতে, ইহা হতে মন, বুদ্ধি শ্রেয়
মন হতে, আর বুদ্ধি হতে শ্রেষ্ঠ যিনি
বিদিত তিনিই আত্মা জানিবে ফাল্গুনী।
এই বুদ্ধি হতে আত্মা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ক'রে
নিশ্চল করিয়া মন আত্মা সহকারে
কর জয়, ধনঞ্জয়! তুমি এইবার
কামরূপ অরি যত অতি দুর্নিবার।

চতুর্থ অধ্যায়



প্রকাশিয়া পার্থে কর্ম্ম যোগের সন্ধান
কহিতে লাগিলা পরে কৃষ্ণভগবান
গুহ্য জ্ঞান যোগ, "বর্ণিয়াছি দিবাকরে, ১
অক্ষয় এযোগ অগ্রে আদিত্য মনুরে,
পরে ইক্ষ্বাকুরে মনু করিয়াছে ব্যক্ত
উহা। জানিয়াছে এই পরম্পরা প্রাপ্ত ২
যোগ এইরূপে যত রাজর্ষি মণ্ডলে।
হয়েছে বিলুপ্ত উহা কালের কবলে।
করিনু গোচর তব সেই পুরাতন ৩
যোগ আজ, তুমি মম ভক্ত সখাজন
বলি, কারণ ইহার রহস্য উত্তম"

"হয়েছিল পূর্ব্বে জানি সূর্য্যের জনম ৪
তার বহু পরে জন্ম করেছ গ্রহণ,
কেমনে জানিব এই যোগ বিবরণ
দিয়াছ আদিত্যে অগ্রে", কহিলা অর্জ্জুন।
করিলা উত্তর তারে কৃষ্ণ ভগবান ৫
"বহু জন্ম কতবার হয়েছে অতীত
তোমার আমার পার্থ, অজ্ঞান আবৃত
বলি নাহি জান তুমি, জানি সমুদয়
আমি, হই প্রকাশিত স্বকীয় মায়ায় ৬
আত্ম প্রকৃতির মাঝে হ'য়ে অধিষ্ঠিত
হইয়া যদিও আমি জনম রহিত
নিত্য অবিনাশী সর্ব্বভূতের ঈশ্বর।
যখনই হয় এই ভবে নিরন্তর ৭।৮
ধরমের গ্লানি আর অধর্ম্ম উদয়
সমধিক ভাবে, হই আমি ধনঞ্জয়!

অবতীর্ণ প্রতিযুগে নাশিতে দুষ্কর্ম্ম-
কারী, সাধুজনে রক্ষিবারে, আর ধর্ম্ম
করিতে স্থাপন। হয় যেবা অবগত ৯
স্বেচ্ছাকৃত জন্ম মম দিব্যকর্ম্ম যত
যথাযথরূপে, পুনর্জ্জন্ম নাহি হয়
তার, প্রাপ্ত হয় মোরে। করিয়া আশ্রয় ১০
মোরে ত্যজি অনুরাগ ভয় ক্রোধ যত,
মদেক অন্তরে কত আত্মজ্ঞানী পূত-
চেতা লভিয়াছে জেনো সাযুজ্য আমার।
ভজে যেবা যে ভাবেতে মোরে অনিবার ১১
দিই তারে সেইরূপ গতি, সর্ব্বভাবে
অনুসরে সদা মম বর্ত্ম এই ভবে
পার্থ। নর সমুদয়। দেবতা পূজিয়া ১২
থাকে কাম্য সিদ্ধি পার্থী আমায় ছাড়িয়া
এই নরলোকে। সিদ্ধি অচিরে নিশ্চয়

নিষ্কাম কর্ম্মের। সৃজিয়াছি সমুদয় ১৩
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য আর শূদ্র চারি
বর্ণ যত, গুণ কর্ম্ম বিভাগ বিচারি।
অনাসক্তি হেতু মম আমায় জানিও
অব্যয় অকর্ত্তা বলি ; বিদিত যদিও
কর্ত্তা তাহাদের। কর্ম্ম আমায় আসক্ত ১৪
করিতে অক্ষম, নহি আমি অনুরক্ত
কর্ম্মফলে কভু। এইভাবে যেবা জানে
মোরে, নাহি হয় কর্ম্মে বদ্ধ। এই জ্ঞানে ১৫
কর কর্ম্ম তুমি সদা ; যাহা পুরাকালে
সাধিয়াছে জনকাদি মুমুক্ষু সকলে।
বিবেকী ও মূঢ় কর্ম্ম অকর্ম্ম বিচারে ১৬
বিবরিব সেই কর্ম্ম তোমায়, যাহারে
জানিলে বিমুক্ত হবে অশুভ ইন্দ্রিয়
হইতে। নিষ্কাম কর্ম্ম নিয়ত জানিও ১৭

বিষয় বিশিষ্ট। বিকর্ম্ম ও অকর্ম্মেও
আছে তত্ত্ব বহুবিধ। অতীব দুর্জ্ঞেয়
কর্ম্মের নিগূঢ়া গতি। মানব মাঝারে ১৮
সেই বুদ্ধিমান, দরশন যেবা করে
অকর্ম্মেতে কর্ম্ম, আর কর্ম্মেতে অকর্ম্ম।
সেই প্রাপ্ত হয় জেনো পার্থ! পরব্রহ্ম
পদ ভবে সর্ব্ব কর্ম্ম নিত্য আচরিয়া।
করে কর্ম্ম যেবা কাম সঙ্কল্প ত্যজিয়া ১৯
সুধীজন কহে সেই জ্ঞান-অগ্নি-দগ্ধ
কর্ম্মীরে বিদ্বান। করি' পরিহার শুদ্ধ-২০
চেতা নরে কর্ম্মফলে আসক্তি সকল,
নিত্য তৃপ্ত নিরাশ্রয় নিস্পৃহ নিশ্চল
চিত্তে হয়ে কর্ম্মে রত, নাহি করে কোন'
কর্ম্ম ইহ ভূমণ্ডল মাঝে পার্থ! জেনো
ইহা সুনিশ্চয় তুমি। হইয়া নিষ্কাম ২১।২২

দেহ মন করি বশীভূত অবিরাম
সর্ব্ব পরিগ্রহ ত্যজি' কর্ম্ম আচরিয়া
থাকে ভবে যেবা শুধু শারীরিক ক্রিয়া
হেতু, হয় মুক্ত সেই পাপের বন্ধন
হতে ; আর অবিরত করি দরশন
অখণ্ড জগৎ ব্যাপী সবি ব্রহ্মময়,
রহে ভেদ জ্ঞানহীন, যথালাভে হয়
পুলকিত, শত্রুহীন হরষ বিষাদ—
শূন্য সিদ্ধি অসিদ্ধিতে, কর্ম্মে অবসাদ
অথবা বন্ধন নাহি হয়, নিয়োজিত
যদিও কর্ম্মেতে সদা। জ্ঞানে অধিষ্ঠিত ২৩
নিষ্কাম যাহার মন, সকল বন্ধন-
মুক্ত হয়ে যেই জন করে অনুষ্ঠান
যাগ যজ্ঞ, হয় কর্ম্ম সমূহ তাহার
বিলয় অখিল এই বিশ্ব সংসার

মাঝে। যজ্ঞপাত্র ব্রহ্ম,ব্রহ্ম দ্বারা হুত ২৪
ব্রহ্ম, ব্রহ্মরূপ বহ্নি সংযোগে ঘৃত
ব্রহ্ম, হইয়াছে হেন আত্মজ্ঞান যার,
পায় ব্রহ্মকর্ম্ম সমাধিতে অধিকার
পর ব্রহ্মপদে সেই। কোন যোগীজন ২৫
করে পার্থ! ভবে দৈব যজ্ঞ সম্পাদন
অন্য কেহ ব্রহ্ম বহ্নি সংযোগে সম্পন্ন
করে যজ্ঞ এই ভবে যজ্ঞ-প্রতিপন্ন
উপায়ে। অপর কেহ করে জেনো হোম ২৬
শোত্রাদি ইন্দ্রিয় রাশি আত্ম সংযম-
রূপ হুতাশনে। করে প্রক্ষেপ ইন্দ্রিয়
অনলে কেহবা, শব্দ আদি যাবতীয়
ইন্দ্রিয় বিষয়, অন্য কেহ করে হুত
প্রাণ কর্ম্ম ও ইন্দ্রিয় সমুদয় যত
জ্ঞান প্রজ্বলিত আত্ম সংযমরূপ

অনলে। কেহবা তপোযজ্ঞ, উৎসুক ২৮
কেহ দ্রব্য দান রূপ যজ্ঞ করিবারে,
কেহ যোগরূপ যজ্ঞরাশি, আর করে
অন্য ব্রত নিষ্ঠ যতিগণে ব্রহ্মজ্ঞান
যজ্ঞ, বেদ আদি ধর্ম্ম শাস্ত্র অধ্যয়ন
কর্ম্মে রত হয়ে সদা। কেহবা পূরক ২৯
দ্বারা করে হুত প্রাণে অপান, রেচক
কালে করে কেহ প্রাণ অপানে আহুতি,
হ'লে রুদ্ধ প্রাণাপান উর্দ্ধ অধোগতি
হয় সেই নরে প্রাণায়াম পরায়ণ।
কেহবা ইন্দ্রিয়বৃত্তি করি অনুক্ষণ
নিয়মিত প্রাণসবে করে প্রাণ হোম।
নিষ্পাপ যাজ্ঞিক সবে সতত সক্ষম ৩০
হয় লভিবারে জেনো ব্রহ্ম সনাতন
অক্ষর অসীম নিত্য, করিয়া ভোজন

যজ্ঞের শেষ অমৃত। নাহি যেবা করে ৩১
হেন যজ্ঞ সম্পাদন কভু এসংসারে,
নাহি কোন ইহলোক পরলোক তার।
ব্রহ্মজ্ঞবদনে ব্যক্ত নানান প্রকার ৩২
হেন যজ্ঞের বিধান। কর্ম্মজাত জেনো
তাহাদেরে। হইয়াছে বিকশিত হেন
জ্ঞান যার, পায় মুক্তি সেই। দ্রব্যময় ৩৩
যজ্ঞ হতে জ্ঞান যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ অতিশয়।
যেহেতু জ্ঞানেই সর্ব্ব কর্ম্ম পরিণতি।
প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন সেবা ও ভকতি ৩৪
দ্বারা আচার্য্য সমীপে লভ' সেই জ্ঞান।
জ্ঞানী তত্ত্বদর্শীজনে করিবে প্রদান
জ্ঞান উপদেশ। যাহা হ'লে অবগত, ৩৫
নাহি হবে মোহে মুহ্যমান, সর্ব্বভূত
হেরিবে আত্মায়। অনন্তর দরশন

করিবে আমাতে উহা তুমি অনুক্ষণ
অসীম অনন্তরূপে। সমুদয় পাপী ৩৬
হতে হও মহাপাপী যদ্যপি, তথাপি
জ্ঞান পোতে হবে পার, পার্থ! অনিবার
পাপ পারাবার হতে। যথা ভস্মাকার ৩৭
করে কাষ্ঠ সমুদয় প্রদীপ্ত অনল,
জ্ঞানাগ্নি সংযোগে তথা করম সকল
হয় ভস্মীভূত। নাহি পার্থ! এ মহীতে ৩৮
জ্ঞানের সমান কিছু পবিত্র বলিতে।
যথাকালে কর্ম্মসিদ্ধ যোগী প্রাপ্ত হয়
আত্মাতে স্বতঃই সেই জ্ঞান সমুদয়।
শ্রদ্ধাবান জিতেন্দ্রিয় তৎপরায়ণ ৩৯
জন জ্ঞান রাশি লভি' হৃদয় আপন
প্রাপ্ত হয় অমরত্ব অতীব অচিরে।
অজ্ঞশ্রদ্ধাহীন সংশয়াত্ম নরে ৪০

হয় ভ্রষ্ট স্বার্থ হতে, নাহি সুখ তার
ইহলোক পরলোকে, যেবা অনিবার
রহে এ সংসার মাঝে জড়িত সংশয়ে।
পারিয়াছ যেবা কর্ম্মসমূহ নির্ভয়ে ৪১।৪২
অর্পিতে আত্মায় আত্মজ্ঞান অনুকুল
যোগে, আর ছেদিয়াছে চিত্তের সকল
সংশয় আত্মবোধে, হেন আত্মবান
নাহি হয় কর্ম্মে বদ্ধ। মনের অজ্ঞান
সম্ভূত হৃদয়স্থিত সকলসংশয়ে
করিয়া ছেদন জ্ঞান-খড়্গের আশ্রয়ে
কর্ম্মযোগ সহকারে সম্মুখ সমর
পানে, পার্থ! এইবার হও অগ্রসর”

পঞ্চম অধ্যায়



কর্ম্ম-সন্ন্যাসযোগ

কর্ম্মযোগ জ্ঞানযোগ তত্ত্ব সমুদয়
করিয়া শ্রবণ নিবেদিলা ধনঞ্জয় ;—
"কর্ম্মত্যাগ বিষয়ক দিলা উপদেশ ১
কর্ম্মযোগ পুনরায়, কহ সবিশেষ
তার বিবরণ মোরে, উভয় মাঝারে
কোনটি যে শ্রেয় মোর, ইহার বিচারে
হয়েছি বিমূঢ়"
উত্তরিলা ভগবান
সুরথী অর্জ্জুনে, "করে সদা মোক্ষদান ২
কর্ম্মযোগ কর্ম্মত্যাগ ইহারা উভয়,
কিন্তু এই কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ অতিশয়

জেনো কর্ম্মত্যাগ হতে, উভয় মাঝারে,
নাহি দ্বেষ কাম যার, জানিবে তাহারে ৩
নিত্য সন্ন্যাসী বলিয়া। যেহেতু হে পার্থ!
অনায়াসে মুক্তিপদ লভিতে সমর্থ
রাগ দ্বেষআদি দ্বন্দ্ব পরিশূন্য নরে
সংসার বন্ধন হতে। ভিন্ন মনে করে ৪
কর্ম্মযোগ-সাংখ্যযোগ অজ্ঞজন সবে।
নাহি কহে হেনরূপ বিদ্বান মানবে।
কখনো কেবল একমাত্র সাধনেতে
হও যদি আস্থাবান সম্যগ্‌রূপেতে
পাবে উভয়ের ফল মোক্ষরূপী, জ্ঞান ৫
নিষ্ঠ প্রাপ্ত হয় যাহা, লভে সেই স্থান
কর্ম্মযোগী। দরশন এই যোগদ্বয়
করে সমভাবে যেবা, সেই মহোদয়
যথার্থ সম্যগ্‌দর্শী। হয় অসমর্থ ৬

সবে কর্ম্মযোগ বিনা লভিবারে পার্থ !
সন্ন্যাস জগতে।   কর্ম্মযোগীর গোচর
অতীব অচিরে হয় পরমব্রহ্মের।
যোগযুক্ত জিত আত্মা জিতেন্দ্রিয় আর ৭
নিজ প্রাণে হেরে যেবা আত্মা সবাকার—
হয়েছে যাহার চিত্ত সম্যক্ বিশুদ্ধ
নাহি হয় কখনো সে কর্ম্মেতে আবদ্ধ
কর্ম্ম আচরিয়া।   স্পর্শ দর্শন, শ্রবণ ৮।৯
ঘ্রাণ নিদ্রা শ্বাস ত্যাগ গ্রহণ কথন
উন্মেষ নিমেষ আর করিয়া যদিও,
নাহি করি আমি কিছু ইন্দ্রিয়সমূহ
হতেছে বিষয়ে রত, হেন রূপ মনে
করে ব্রহ্মে যুক্ত যত তত্ত্ববিদ্‌গণে।
ফলাসক্তি ত্যজি' সদা করি' সমর্পণ ১০
ব্রহ্মেতে সকলি, করে কর্ম্ম অনুক্ষণ

যেবা, নাহি হয় লিপ্ত পাপ পুণ্য যুক্ত
কর্ম্মে পদ্মপত্রে জল যথা। অনাসক্ত ১১
কর্ম্মফলে যোগীজন সবে, মন বুদ্ধি
দেহইন্দ্রিয়ের দ্বারা, শুধু আত্মশুদ্ধি
তরে করে কর্ম্ম। ব্রহ্মবিদ্ কর্ম্মফল ১২
ত্যজি' কর্ম্ম করিলেও, পায় নিরমল
শান্তি ব্রহ্মনিষ্ঠা হতে। যে জন অযুক্ত
কাম চরিতার্থ তরে হয় ফলাসক্ত
ভবে, সদা প্রাপ্ত হয় বন্ধন তাহাতে।
জিতেন্দ্রিয় নরে করে নিবাস সুখেতে ১৩
নব দ্বার যুক্ত পুরবৎ দেহে, ত্যজি
বিবেক বুদ্ধির দ্বারা সর্ব্ব কর্ম্মরাজি
নাহি করি' নিজে কর্ম্ম, অথবা অপরে
বাধ্য করি কর্ম্ম আচরিতে। কভু করে ১৪
নাই সৃষ্টি ভগবান জীবের কর্ত্তৃত্ব,

কর্ম্ম, আর কর্ম্মে ফল সংযোগ, লিপ্ত
উহাতে হয় জীবের স্বভাব। গ্রহণ ১৫
করে না কাহারো পাপ পুণ্য ভগবান।
অজ্ঞানে আচ্ছন্ন জ্ঞান ; শুধু এ কারণ
ইন্দ্রিয় সমূহে মুগ্ধ হয় জীবগণ।
আদিত্য কিরণ যথা করি' অন্তর্হিত ১৬
তমোরাশি, করে সমুদয় প্রকাশিত
নয়ন গোচর, সেইরূপ আত্মজ্ঞান
সংযোগে বিনাশিত যাহার অজ্ঞান,
করে সেইরূপ জ্ঞান পরম আত্মারে
প্রকাশিত মায়াবৃত অবিদ্যা মাঝারে।
চিত্ত বুদ্ধি স্থিরভাবে পরম আত্মায় ১৭
যাহার, তাহাতে কর্ম্ম সকল আশ্রয়
স্থিতি লাভ যার, আর আত্মাই পরম
গতি যার বাঞ্ছনীয়, হেন সর্ব্বোত্তম

জ্ঞানে হইয়াছে যার পাপরাশি ক্ষয়,
পায় সেই মোক্ষপদ চিরশান্তিময়।
পণ্ডিত সকলে সদা করে দরশন ১৮
সমভাবে, জ্ঞানবান, বিনয়ী ব্রাহ্মণ
চণ্ডাল কুকুর হস্তি গাভী প্রাণিগণ
পানে। সর্ব্বস্থানে ব্রহ্ম নির্দ্দোষ সমান ১৯
একারণ যার মন স্থিত সমতায়
রহিয়াও এ সংসারে সদা করি' জয়
আসক্তি সমূহ, হয় ব্রহ্ম ভাবাশ্রিত।
স্থির চেতা অসংমূঢ় ব্রহ্মে অবস্থিত ২০
ব্রহ্মবিদ্ লভি' প্রিয় পদার্থ না হয়
পুলকিত কভু, কিম্বা অপ্রিয় বিষয়
পানে না হয় বিষণ্ণ। অনাসক্তি যার ২১
বাহ্য ইন্দ্রিয় বিষয়ে লভিয়া আত্মার
শান্তি সুখরাশি ব্রহ্ম যোগের আশ্রয়

হ'য়ে আত্মবান পায় আনন্দ অক্ষয়।
বিষয়জনিত সুখ সমূহ অনিত্য ২২
করে দুঃখ আনয়ন, একারণ, চিত্ত
বিবেকীর নাহি হয় বিমুগ্ধ তাহাতে।
যাবৎ না হয় দেহত্যাগ এ ধরাতে, ২৩
তাবৎ সক্ষম যেবা সদা প্রতিরোধ
করিবারে দুর্নিবার এই কাম ক্রোধ
বেগ, সেই যুক্ত সুখী। আত্মা:ত আরাম ২৪
সুখ, অতি সূক্ষ্মদৃষ্টি যার অবিরাম,
ব্রহ্মে অধিষ্ঠিত সেই যোগী মহোদয়
ব্রহ্মেতে নির্ব্বাণ লভে। আর প্রাপ্ত হয় ২৫
সংশয় পরিশূন্য নিষ্পাপ সংযত-
চেতা ভূত সমুদয় হিতে সদারত
আত্মদর্শী ঋষিগণে। পরমাত্ম তত্ত্ব-২৬
জ্ঞানী সংযমী কাম ক্রোধ আদি মুক্ত

যোগী সবে ; হয় ব্রহ্মে লীন ইহলোক
পরলোকে। বহির্দ্দেশে রাখিয়া সম্যক্ ২৭।২৮
রূপ রস গন্ধ আদি বাহ্যিক বিষয়
ধৈর্য্য সহকারে, আর নয়ন ভ্রুদ্বয়
মাঝে, প্রাণায়াম দ্বারা করিয়া সমান
নাসাভ্যন্তরচারী, প্রাণ ও অপান
বায়ুরে, নিরোধি' এর উর্দ্ধ অধোগতি
ইন্দ্রিয় মন্ ও বুদ্ধি সংযমে ব্রতী,
মোক্ষ পরায়ণ. ইচ্ছা ভয় ক্রোধ শূন্য
যেবা, সেই যোগী মুক্তজন বলি মান্য
মানব মণ্ডলী মাঝে। যজ্ঞতপস্যার ২৯
ভোক্তা ; আর এই সর্ব্ব লোক মহেশ্বর
সুহৃদ আমায় জানি, সেই মহোদয়
প্রাপ্ত হয় মোক্ষপদ চিরশান্তিময়।

ষষ্ঠ অধ্যায়



অভ্যাস যোগ

কর্ম্ম সংন্যাস আদি যোগের বর্ণন
করিয়া অর্জ্জুনে ; কৃষ্ণ কহিলা এখন
অভ্যাস যোগের রীতি ; ধ্যান পরায়ণ
হয় যাহে চিত্ত তার, করিলে দমন
ইন্দ্রিয় সমূহ মুক্তি পদ পাইবারে,
যেহেতু হয় না মোক্ষলাভ এ সংসারে
কর্ম্ম সন্ন্যাসেতে শুধু, "যেবা কর্ম্মফল ১
করিয়া উপেক্ষা করে করম সকল
অবশ্য কর্ত্তব্য বোধে, জানিবে তাহারে
যোগী ও সন্ন্যাসী, কিন্তু যেবা ত্যাগ করে
অগ্নি সাধ্য যাগ যজ্ঞ, আহুতি সকল,

অথবা অনগ্নিসাধ্য জগৎ মঙ্গল
কর কর্ম্মরাশি, হেন কর্ম্মত্যাগী নহে
যোগী কভু। জেনো পার্থ! যোগ তারে কহে ২
যাহারে সন্ন্যাস। একারণ ফলত্যাগী
না হয় যে জন, নহে তারা কেহ যোগী
পদবাচ্য এই ভবে। কর্ম্মই কারণ ৩
রূপে অভিহিত জ্ঞান যোগ আরোহণ
প্রয়াসী মুনির। কিন্তু কামনা বর্জ্জিত
চিত্ত হয় যবে জ্ঞান যোগে অধিষ্ঠিত ;
কর্ম্ম ত্যাগ তবে তার প্রকৃষ্ট স্মরণ।
ইন্দ্রিয় বিষয়ে ; আর ইহার সাধন ৪
ভূত কর্ম্মে নাহি যার আসক্তি কখনো,
সর্ব্ব সঙ্কল্প ত্যাগী সেইজন জেনো
যোগারূঢ় ভবে। সদা আত্মা সহকারে ৫
উর্দ্ধে রাখিবে আত্মারে, করোনা উহারে

পার্থ! অধোগামী কভু। যেহেতু আত্মাই ৬
আত্মার সুহৃদ শত্রু। আত্মার সহায়
যে জন সংযত করে আপনার মন,
আত্মা তাহারই বন্ধু, করে আচরণ
উহা শত্রুবৎ তার, যেবা নহে জিত-
ইন্দ্রিয়। কদাচ নাহি হয় বিচলিত ৭
রাগাদি বর্জ্জিত ধীর সংযমীর মন
শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ মাঝে, কিম্বা মান
অপমানে। আত্মা যার অবিরাম জ্ঞান ৮
বিজ্ঞান সহায় কাম আকাঙ্ক্ষা বিহীন,
মৃত্তিকা পাষাণ স্বর্ণে সমদৃষ্টি যার,
আর জিতেন্দ্রিয় যেবা, নিত্য নির্ব্বিকার,
যোগারূঢ় সেই জন। সমজ্ঞান যার ৯
মধ্যস্থ অরাতি মিত্র উদাসীন আর
দ্বেষ্য বন্ধু সদাচার দুরাচার প্রতি,

সেই প্রশংসিত। রহি' নিরজনে যতি ১০
অবিরত বশীভূত করি' আপনারে
আসক্তি আগ্রহ করি পরিহার করে
স্বীয় মন সমাহিত। অতি শুদ্ধ স্থানে ১১।১২
অনতি উচ্চ নীচ স্থির কুশাসনে
মৃগ চর্ম্ম, আর তদোপরি বস্ত্রাবৃত
করি' বসিয়া উহাতে, করি সমাহিত
মন, প্রতিরোধি' চিত্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া
করিবে অভ্যাস যোগ, নিয়ত চেষ্টিয়া
আত্মশুদ্ধি করিবারে। মূলাধার হতে ১৩।১৪
মস্তকের অগ্রভাগ অবধি নিভৃতে
নিশ্চল অবক্রভাবে করিয়া ধারণ,
স্বকীয় নাসিকা অগ্র করি দরশন
নাহি কভু ইতস্তত নিরখি, নির্ভয়ে
প্রশান্ত অন্তরে সদা ব্রহ্মাচর্য্যে হয়ে

অবস্থিত, করি বশীভূত মন, চিত্ত
সমর্পিয়া মোরে, মৎপরায়ণ যুক্ত
হৃদয়ে রহিবে সদা। উক্ত রূপ মন ১৫
সমাহিতকারী সংযমী যোগী জন
পায় নির্বাণদায়ক শান্তি অনুক্ষণ
মম মাঝে অবস্থান হেতু হে অর্জ্জুন!
অতি ভোজী যেবা, একেবারে অনাহারী ১৬
অতি নিদ্রা জাগরণশীল, জেনো তা'রি,
যোগ নাহি হয় সম্পাদিত। নিয়মিত ১৭
রূপে যেবা রহে সুপ্ত, আর জাগরিত,
নিয়মিত রূপে করে আহার বিহার,
কর্ম্মেতে প্রয়াস সদা, জানিবে তাহার
যোগ, দুঃখ সমুদয় করে নিবারণ।
বিষয় বাসনা হতে চিত্ত অনুক্ষণ ১৮
বিশেষ রূপেতে যার রহি' সংযত

ভাবে, করে অবস্থান আত্মায় নিয়ত
নিশ্চল নিষ্কম্প, সেই সর্ব্বকামমুক্ত
নিস্পৃহ মানব হয় অভিহিত যুক্ত
বলিয়া। নির্ব্বাতে নাহি হয় বিচলিত ১৯
দীপ যথা, সেইরূপ হয় উপমিত
সংযমী যোগীদের চিত্ত অচঞ্চল,
রত যারা আত্মযোগ অভ্যাসে নির্ম্মল
কামনা বিহীন চিত্তে। যে অবস্থায় ২০।২৪
হয় উপরত চিত্ত যোগের সেবায়,
আত্মজ্ঞান দ্বারা তুষ্টি হয় আপনাতে
আপনারে অবিরত হেরিতে হেরিতে,
যে অবস্থায় যুক্ত যোগী করে বোধ
বুদ্ধি যোগ অতীন্দ্রিয় অনন্ত সম্পদ
সুখ, যে অবস্থায় আত্মতত্ত্ব হতে
নাহি হয় বিচলিত, যে অবস্থাতে

তদপেক্ষা অন্যলাভ সমধিক মনে
নাহি হয়, যা'হে কভু কোনও কারণে
মহাদুঃখে নাহি হয় কেহ বিচলিত,
জানিবে তাদেরে সুখ দুঃখ বিবর্জ্জিত
যোগশব্দ বাচ্য বলি'। যোগ প্রতিকুল
সংকল্প সম্ভূত যত কামনা সকল
ত্যজিয়া নিঃশেষ রূপে নির্ব্বেদ রহিত
চিত্ত সহকারে, আর করি নিয়মিত
বিষয় সমূহ হতে ইন্দ্রিয় নিচয়,
স্বীয় মন দ্বারা ছিন্ন করিয়া সংশয়
করিবে অভ্যাস সেই যোগ সমুদয়।
কর যদি স্বীয় মন, নিশ্চল আত্মায় ২৫
ধৈর্য্য বশীভূত বুদ্ধি সংযোগে; হবে
ক্রমশঃ বাসনা ত্যাগ তব, নাহি রবে
রত অন্য ভাবনায় চিত্ত নিবেশিয়া।

যে সব বিষয়ে যায় স্বতঃই ধাইয়া ২৬
চঞ্চল অস্থির মন, সে সকল হতে
ফিরাইয়া আনি উহা রাখিবে আত্মাতে
স্থির অকম্পিত। এইরূপে সদা মন ২৭
নিষ্পাপ প্রশান্ত আর রজ তম গুণ
মুক্ত হলে, করে সেই যোগীরে আশ্রয়
অবিচ্ছিন্ন অনাবিল সুখ সমুদয়।
এরূপে সতত মন ব্রহ্মে সমাহিত ২৮
করিতে করিতে পায় পাপ বিবর্জ্জিত
যোগীজন অনায়াসে ব্রহ্ম পরশন
জনিত পরম সুখ। সম দরশন ২৯
সর্ব্বত্র যাহার, যোগে সমাহিত চিত্ত
সেই যোগীজন সর্ব্বভূতে হেরে নিত্য
অভেদে আত্মারে, আর এই ভূতগণ
আত্মায় নিহিত। যেবা করে দরশন ৩০

অনুক্ষণ মোরে ভূতমাত্রসবে, আর
জীবগণ মোর মাঝে, না হই তাহার
সকাশে অদৃশ্য আমি, সেও নাহি হয়
মম অগোচর। সদা করিয়া আশ্রয় ৩১
সর্ব্বভূত স্থিত মোরে অভিন্ন অন্তরে,
ভজে অনিবার যেবা, সেই যোগী করে
অবস্থান মোর মাঝে, সদা বর্ত্তমান
যদিও বিষয়ে বহু। নিরখে সমান ৩২
যেবা আত্ম তুলনায় ভূতগণ, আর
সুখ দুঃখ সমুদয়, সে জন আমার
মতে শ্রেষ্ঠ যোগী মাঝে।”
কহিলা অর্জ্জুন, ৩৩
“সর্ব্বত্র মাধব! তুমি সমদরশন
রূপ দিলে যাহা এই যোগ উপদেশ,
রক্ষিতে অক্ষম চঞ্চলতা সমাবেশ

নিবন্ধন চিত্ত মাঝে স্থায়িত্ব উহার।
অতীব চঞ্চল মন স্বভাবতঃ ; আর ৩৪
সজোরে ইন্দ্রিয় করে অভিভূত নিত্য
অবিধি বিষয়ে, বলশালী দৃঢ় চিত্ত
যদিও আমার, তবু অতীব দুষ্কর
করি মনে নিরোধিতে উহা ভয়ঙ্কর
প্রবল পবন সম”
“অন্তর যথার্থ ৩৫
অদম্য অধীর, জেনো স্থির ইহা পার্থ।
তুমি”, কহিলা কেশব, “কিন্তু এই মন
অভ্যাস বৈরাগ্য দ্বারা হইবে দমন
সদা। মম অভিমতে যোগপ্রাপ্তি তার ৩৬
কদাচ সুলভ নহে অসংযত যার
এই মন। কিন্তু হয় যদি যত্নবান
যোগের অভ্যাসে কেহ গুরুর বিধান

মতে, প্রাপ্ত হয় যোগ, সংযত চিত্ত
সেই জনে।”
জিজ্ঞাসিলা অর্জ্জুন “প্রবৃত্ত ৩৭
প্রথমে যোগেতে হ’য়ে শ্রদ্ধাবান চিতে ;
পরে বিচলিত হয় যদি উহা হতে
শিথিল অভ্যাসবশে, কোন্ গতি করে
লাভ সেই যোগ অসংসিদ্ধ নরে। হয় ৩৮
কি বিনষ্ট ছিন্ন মেঘবৎ নিরাশ্রয়
উভয় বিভ্রষ্ট সেইজন সাতিশয়
বিমূঢ় হইয়া ব্রহ্ম পথে ? এ সংশয় ৩৯
মোর কর বিদূরিত। তোমার ব্যতীত
নাহি সাধ্য কা’রো, যেবা পারে নিরাকৃত
করিতে সন্দেহ মোর।”
কহিলা তাহারে ৪০
কৃষ্ণ ভগবান “নাহি পার্থ ! এ সংসারে

কিম্বা লোকান্তরে তা'র বিনাশ কখনো,
যেহেতু হে তাত ! নাহি প্রাপ্ত হয় কোন
অধোগতি শুভকারী কেহ, সেই যোগ ৪১
ভ্রষ্ট নরে স্বর্গলোক লভি, করি ভোগ
তথা বাস সুখরাশি বহু বৎসর
ব্যাপি', করে জন্মলাভ জেনো তার পর
সদাচারী ধনীদের গৃহে, অথবা সে ৪২
জন্মে যোগী জ্ঞানী জন সবার আবাসে,
হেন জন্মলাভ অতি দুর্লভ ধরায়
জানিবে অর্জ্জুন ! জন্ম লভিয়া উভয় ৪৩
এই কুলে, প্রাপ্ত হয়ে পূর্ব্ব সংস্কার
জাত বুদ্ধি যোগ, হয় সংযমী আর
যত্নবান সদা যোগ সিদ্ধি লভিবারে।
পূর্ব্ব জন্মের অভ্যাস সংস্কার তা'রে ৪৪
করে ব্রহ্মজ্ঞান নিষ্ঠ কোন অন্তরায়ে

হ'লে অনিচ্ছুক। আর যোগের বিষয়ে
জ্ঞান তত্ত্ব পাইবারে সদা যত্নশীল
যেবা, অতিক্রমে বেদ উক্ত কর্ম্ম ফল
রাশি। যোগে সদা যত্নবান যেবা, ক্রমে ৭৫
ক্রমে পাপশূন্য হ'য়ে লভি' প্রতি জন্মে
বিবেক সংস্কার কিছু এই ভাবে, লভে
বহু জনমের পর মোক্ষপদ ভবে।
মম জ্ঞানে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ সেই যোগী জন ৪৬
তপস্বী কর্ম্মী ও জ্ঞানী হতে, অনুক্ষণ
জেনো ইহা। হও তবে সেই যোগী পার্থ!
এই ভবে। শ্রদ্ধাবান্ যেবা পরমার্থ ৪৭
মোরে ভজে মনঃপ্রাণে সর্ব্ব যোগী হতে
সেই যোগী শ্রেষ্ঠতম মম অভিমতে।

সপ্তম অধ্যায়



জ্ঞানবিজ্ঞান যোগ

যোগের সাধন রীতি পথ নির্দ্দেশক
অভ্যাস যোগের যত তত্ত্ব বিষয়ক
রহস্য সমূহ বর্ণি, ধনঞ্জয়ে, জ্ঞান
বিজ্ঞান যোগের বাণী কৃষ্ণ ভগবান
লাগিলা কহিতে ; ''সদা লইয়া শরণ ১'২
আমায় নিবিষ্ট মনে, কর অনুক্ষণ
যোগের অভ্যাস যদি, পারিবে যেরূপে
হতে অবগত মোরে সমগ্র স্বরূপে
অসংশয়ে, শোন পার্থ !, তবে, সবিশেষ,
বর্ণিব তোমায় সেই জ্ঞান উপদেশ
বিজ্ঞান সহিত, যাহা অবগত হ'লে

রহিবে না বাকী কিছু ইহ ভূমণ্ডলে
জ্ঞাতব্য বলিতে তব। কেহ যত্ন করে ৩
সহস্র লোকের মাঝে যোগ সিদ্ধি তরে,
তাদের সহস্র মাঝে কেহবা সক্ষম
হয় কদাচিৎ হতে বিজ্ঞাত পরম
আত্ম তত্ত্ব ভাব মোর যথার্থ রূপেতে,
মম তত্ত্ব জ্ঞান অতি দুর্লভ জগতে।
ক্ষিতি অপ তেজ বায়ু ব্যোম্ অহঙ্কার
মন বুদ্ধি অষ্টবিধ বিভক্ত আমার
প্রকৃতি। নিকৃষ্ট ইহা, এর চেয়ে অন্য ৫।৬
প্রকৃষ্ট যে এক সর্ব্ব জীবের চৈতন্য
বিদ্যমান, যাহা এই অখিল সংসার
করিছে ধারণ, পরা প্রকৃতি আমার
সেই হও অবগত। ভূত সমুদয়
দ্বিবিধা প্রকৃতি জাত জেনো ধনঞ্জয়!

আমিই উদ্ভব লয় কারণ কৌন্তেয়
অনন্ত জগৎ ব্যাপি', নহে পার্থ। শ্রেয় ৭
আমা' হতে কেহ, সূত্রে যথা মণিগণ,
গ্রথিত আমাতে তথা অখণ্ড ভুবন।
জলে রস-শক্তিরূপে আমি, প্রভা শশি ৮
দিবাকরে, সর্ব্ববেদে প্রণব, প্রকাশি
শব্দের স্বরূপে আমি আকাশ মণ্ডলে,
পৌরুষ রূপেতে আমি মানব সকলে, ৯
পবিত্র সুগন্ধ ভবে, তেজ হুতাসনে,
আমিই জীবনী শক্তি যত ভূতগণে
তপ রূপে স্থিত আমি তপস্বীর যত,
জানিবে আমায় বীজ, সমুদয় ভূত ১০
মাঝে, বুদ্ধিমানগণে আমিই বুদ্ধির
স্বরূপ, তেজস্বী সবে তেজ, আর বীর ১১
বলবানে আমি কাম রাগ বিবর্জ্জিত

সামর্থ্য সমূহ, সদা রহি অবস্থিত
ধর্ম্ম অবিরোধী কামরূপে প্রাণিগণ
মাঝে, ব্যক্ত আমা হ'তে জেনো অনুক্ষণ ১২
সত্ত্ব রজ তম গুণ রাশি, নহি আমি
অধীন তাদের, সদা তা'রা অনুগামী
ইঙ্গিতে আমার। হয় বিশ্ববিমোহিত ১৩
সত্ত্ব আদি গুণে ; এই ভাবের অতীত
বিকার রহিত মোরে, বুঝিতে অক্ষম
যথার্থ রূপেতে সবে। করে অতিক্রম ১৪
যেবা মায়া মোর কর্ম্মযোগ সহকারে,
সমর্থ সতত সেই লভিতে আমারে
ইহ সংসার মাঝে। যেহেতু আমার
অলৌকিক সত্ত্ব আদি গুণেতে বিকার-
ময়ী মায়া অতিক্রম অতীব দুরূহ।
পাপশীল অবিবেকী মানব সমূহ ১৫

আসুরিক ভাবে মজি' হয়ে হতজ্ঞান
মায়ার প্রভাবে, নাহি করে অবস্থান
আমাতে কখনো। আর্ত্ত, আত্মজ্ঞানকামী ১৬
অর্থের লালসা যার, আর আত্মজ্ঞানী,
হেন চতুর্ব্বিধ নরে সুকৃতির ফলে
করে ভজনা আমার। ইহ ভূমণ্ডলে ১৭
তাদের মাঝারে যেবা সদা নিষ্ঠাবান,
মম পানে ভক্তিমান, সেই জ্ঞানবান
প্রধান জগতে। প্রিয় সদা আমি তার,
সেও প্রিয় মোর, এরা সকলে উদার। ১৮
আত্মার স্বরূপ কিন্তু জ্ঞানী মহোদয়
কহিনু তোমায় আমি, যেহেতু আশ্রয়
করিয়াছে সর্ব্বোত্তমা গতি মোরে সেই
আত্মবান জ্ঞানী। বহুজন্ম পর এই ১৯
চরাচর বিশ্ব বাসুদেব, হেন জ্ঞান

সহকারে প্রাপ্ত হয় মোরে জ্ঞানবান
জনে। হেন মহাজন দুর্লভ ধরায়।
পুত্র কীর্ত্তি জয় আদি প্রাপ্তি কামনায় ২০
হতজ্ঞান যারা. সেই সেই দেবতার
অর্চ্চনা নিয়ম অনুসারে, আপনার
প্রকৃতির বশে, শুধু ছাড়িয়া আমারে,
পূজে অন্য দেবগণে। শ্রদ্ধা সহকারে ২১
হয় রত যে সকল দেব অর্চ্চনায়
যে যে ভক্তজনে, করি বিধান সদাই
তাদের তাদৃশী দৃঢ় শ্রদ্ধা সেই সেই
দেবমূর্ত্তি পানে। হেন শ্রদ্ধাবান যেই. ২২
করে আরাধনা স্বীয় দেবতার, পায়
আমার বিহিত যত কাম্য সমুদয়।
স্বল্পবুদ্ধি মানবের সেই কামনার ২৩
ফল নহে স্থায়ী। দেব অর্চ্চনায় যার

চিত্ত রত সদা, প্রাপ্ত হয় দেবতারে
কিন্তু মোর ভক্ত লভে কেবল আমারে।
অবোধ মানব নাহি হয়ে অবগত ২৪
মম নিত্য সর্ব্বোত্তম দিব্য ভাব যত
করে মনে সদা ব্যক্তিভাব সমাপন্ন
মায়াতীত মোরে। যোগমায়া সমাচ্ছন্ন ২৫
হেতু নাহি হই আমি সদা প্রকাশিত
সবার সকাশে। নিত্য জনম রহিত
মোরে অবগত হতে না হয় সক্ষম
মূঢ় এই জীব লোক। স্থাবর জঙ্গম ২৬
ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কালত্রয়-
বর্ত্তী যাহা, জানি আমি সেই সমুদয়
জানে না আমায় কেহ। হ'লে সবিশেষ ২৭
বলবান রজোগুণ রাশি, ইচ্ছা দ্বেষ
সমুত্থিত দ্বন্দ্ব মোহে হয় বিমোহিত

জীব সমুদয় যত। আর বিনাশিত ২৮
পাপ রাশি পুণ্য কর্ম্মী যেজন সবার,
সেই দৃঢ় ব্রত পরায়ণ, দুর্নিবার
দ্বন্দ্বজাত মোহ বিনির্ম্মুক্ত হ'য়ে, করে
অর্চ্চনা আমার। জরা মৃত্যু নাশ তরে ২৯
করিয়া আশ্রয় মোরে, হয় সাধনায়
যত্নবান যেবা, পারে জানিতে সদাই
কর্ম্মের রহস্য ব্রহ্ম, আত্মভাব যত।
অধিযজ্ঞ অধিদৈব আর অধিভূত ৩০
হেন জ্ঞান সহ যেবা জ্ঞাত হয় মোরে,
আমাতে আসক্ত সেই সমুদয় নরে
জানিতে সমর্থ পার্থ! হয় অসংশয়ে
মম তত্ত্বভাব রাশি অন্তিম সময়ে।

অষ্টম অধ্যায়



অক্ষর ব্রহ্মযোগ

জ্ঞান ও বিজ্ঞান যোগ রহস্য শ্রবণে
পার্থ তার পর জিজ্ঞাসিলা ভগবানে
ব্রহ্মতত্ত্ব জানিবারে, "কহ বিবরণ ১।২
কিবা সেই কর্ম্ম ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম কেমন
অধিযজ্ঞ অধিদৈব আর অধিভূত
অভিহিত কেবা। কিরূপে সে অবস্থিত
এই দেহ মাঝে, আর তুমি বা কেমনে
হও জ্ঞেয় সংযমী মানবের মনে
অন্তিম সময়ে"
উত্তরিলা ভগবান, ৩
"পরম অক্ষর যেবা জগৎ কারণ,

সেই ব্রহ্ম, আত্মভাব অধ্যাত্ম কথিত,
ভূত সৃষ্টি বৃদ্ধিকারী কামনা বর্জ্জিত
ত্যাগরূপ যজ্ঞ যাহা, কর্ম্ম বলি' জেনো
তাহারে অর্জ্জুন! সদা বিনশ্বর হেন ৪
দেহাদি পদার্থ উক্ত অধিভূত, আর
আদিত্য মণ্ডলবর্ত্তী বিরাট আকার
পুরুষেরে অধিদৈব কহে। অন্তর্য্যামী-
রূপে এই দেহে অবস্থিত হেতু আমি ;
যজ্ঞ সবে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়া
অধিযজ্ঞ কহে মোরে। আমায় স্মরিয়া ৫
করে ত্যাগ অন্তকালে যেবা এই দেহ,
মোর ভাব সেই প্রাপ্ত হয় নিঃসন্দেহ
হয়ে। যে সকল ভাব করিয়া স্মরণ ৬
ত্যজে এই কলেবর যবে দেহিগণ,
পায় সেই সেই ভাব, সতত তাহাতে

চিত্ত সমাবেশ হেতু। অর্পিলে আমাতে ৭
মনঃ প্রাণ, মোরে প্রাপ্ত হবে অসংশয়ে।
কর পার্থ! রণ তবে স্মরিয়া নির্ভয়ে
আমায় নিয়ত। ধ্যান করিতে করিতে ৮
পরম দিব্য পুরুষ অভ্যাস যোগেতে
একাগ্র অনন্যগামী চিত্ত সহকারে
করা যায় লাভ পার্থ! পরমার্থ তা'রে।
সর্ব্বজ্ঞ অনাদি আর নিয়ন্তাসবার ৯।১০
সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতম ইহ সংসার-
পালক, অচিন্ত্যরূপে প্রকৃতির পর
বর্ত্তমান সূর্য্য সম অতীব ভাস্কর
পুরুষেরে, ভক্তিমান হয়ে অন্তকালে
স্থির চিত্তে প্রাণ আবেশিয়া যোগবলে,
ভ্রুদ্বয়ের মাঝে, করে মনে যেবা ধ্যান
সেই প্রাপ্ত হয় দিব্য পুরুষ প্রধান।

অক্ষর যাঁহারে কহে ব্রহ্মবিদ্‌গণ, ১১
যাঁহাতে প্রবেশে বীত রাগ যতিজন,
যার তত্ত্ব জ্ঞাত হতে সদা অভিলাষী
হয়ে করে ব্রহ্মচর্য্য পালন, প্রকাশি
সংক্ষেপে সেই প্রাপ্য পদার্থ তোমায়।
করি' প্রত্যাহার ইন্দ্রিয়ের সমুদয় ১২।১৩
দ্বার, নিরোধিয়া হৃদে আপনার মন
ভ্রূদ্বয়ের মাঝে রাখি' পরাণ আপন
করিয়া আশ্রয় স্থৈর্য্য ওম্‌ একাক্ষর
ব্রহ্মের স্বরূপ উচ্চারিয়া কলেবর
করে পরিত্যাগ:যেবা, স্মরিয়া আমায়,
প্রাপ্ত হয় ধনঞ্জয়! সেই মহোদয়
চরমে পরমাগতি। নিরন্তর স্মরে ১৪
যে জন আমায় পার্থ! অনন্য অন্তরে,
সতত সুলভ আমি সেই নিত্যযুক্ত

যোগীর সমীপে। উক্ত লক্ষণ সংযুক্ত ১৫
মহাত্মা মদ্ভক্ত সবে লভিয়া আমায়
নাহি পায় আর কভু দুঃখের আলয়
অনিত্য জনম ভবে। যেহেতু তাহারা
করিয়াছে লাভ মোক্ষপদ এই ধরা
মাঝে। ব্রহ্মলোক হতে হয় আবর্ত্তন ১৬
পুনঃ লোক সমুদয়। কিন্তু হে অর্জ্জুন!
আমায় লভিলে নাহি হয় পুনর্ব্বার
লোকের জনম। একদিবস ব্রহ্মার ১৭
সহস্র যুগেতে, আর রাত্রি সেই যুগ
পরিমিত, হইয়াছে হেন জ্ঞান যোগ
বলে যা'র, সেই অহোরাত্রবিদ্ ভবে।
আবির্ভূত হয় বিশ্বে চরাচর সবে ১৮
দিবা সমাগমে তাঁর অব্যক্ত কারণ
হ'তে, আর তাঁর নিশা উদয় যখন

অব্যক্ত কারণ মাঝে হয়ে যায় লয়
জীব। এই ব্যক্ত চরাচর সমুদয় ১৯
কতবার আবির্ভাবি' হ'য়ে যায় লীন
নিশাগমে। আর স্ব স্ব কর্ম্মের অধীন
হ'য়ে পুনরায় হয় প্রাদুর্ভূত এই
ভবে দিবা সমাগমে। কিন্তু জেনো সেই ২০
চরাচরের কারণ সম্ভূত অব্যক্ত
হতে শ্রেষ্ঠ অতীন্দ্রিয় সনাতন সত্য
ভাব বিদ্যমান যাহা, সেই সমুদয়,
ভূতের বিনাশে নাহি হয় ধনঞ্জয়'
বিনষ্ট কখনো। যাহা অব্যক্ত অক্ষর ২১
তাহাই পরমা গতি বেদের ভিতর
ব্যক্ত হইয়াছে জেনো। লভিয়া যাহারে
নাহি হয় আগমন পুনঃ এ সংসারে
তাহাই পরম ধাম জানিবে আমার।

রহিয়াছে ভূত সবে সতত যাহার ২২
মাঝে, যাহা হতে হইয়াছে পরিব্যাপ্ত
বিশ্ব সমুদয়, সেই পরম অব্যক্ত
পুরুষ অনন্য ভক্তি দ্বারা করা যায়
লাভ। ব্রহ্মলোক কামী, কর্ম্মযোগী পায় ২৩
যথাক্রমে কালরূপ পথে মোক্ষ আর
পুনরায় আগমন ইহ সংসার
মাঝে ; সে পথের আমি কহি বিবরণ,
অগ্নি জ্যোতিঃ দিবা শুক্ল উত্তর অয়ন ২৪
ষণ্মাস, এদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার
পথে করিয়া গমন লভে অধিকার,
ব্রহ্ম বস্তু পাইবারে ব্রহ্মবিদ্‌গণ।
ধূম রাত্রি কৃষ্ণপক্ষ দক্ষিণ অয়ন ২৫
ষণ্মাস দেবতাগণ সমীপে যাইয়া
মরণান্তে কর্ম্মযোগী তথায় পাইয়া

চন্দ্রলোক ; পুনরায় করে আগমন
ভূমণ্ডলে, হলে তার ভোগ অবসান।
আর্চ্চিরাদি শুক্লগতি আর তমোময় ২৬
ধূম আদি কৃষ্ণগতি এই পথদ্বয়
বিদিত অনাদিরূপে, একটির দ্বারা
হয় ব্রহ্ম লাভ, অপরটি এই ধরা-
মাঝে পুনরায় নিয়ে আনে জীবগণে।
হইয়াছে যেবা জ্ঞাত আপনার মনে ২৭
সম্যগ্রূপেতে মোক্ষ, আর সংসার-
প্রাপক দুইটি পথ, নাহি হয় আর
সে বিমুগ্ধ স্বর্গ-আদি ফল কামনায়।
হও রত পার্থ! তবে যোগ সাধনায় ২৮
বেদ যজ্ঞ তপ, আর দানশীলতায়
আছে যে সকল পুণ্য ফল সাতিশয়
শাস্ত্রের মাঝারে, যোগী উহা অতিক্রমে
পায় সে পরমপদ স্বকীয় উদ্যমে।

নবম অধ্যায়



রাজবিদ্যা রাজগুহ্যযোগ

পরম অক্ষর ব্রহ্মযোগ বিবরণে
সংশয় করিয়া দূর অর্জ্জুনের মনে
করিলা প্রকাশ পরে কৃষ্ণ ভগবান
রাজবিদ্যা রাজগুহ্য যোগের সন্ধান
হেরিয়া আগ্রহ তার ; "এই যাবতীয় ১
পরম বিজ্ঞানসহ অতি গোপনীয়
জ্ঞান, দোষ দৃষ্টি শূন্য প্রকাশি তোমারে,
যাহা জ্ঞাত হলে হবে সংসার মাঝারে
বিমুক্ত অশুভ হতে। জেনো সেই জ্ঞান ২
অতিগুহ্য বিদ্যাশ্রেষ্ঠ পবিত্র মহান

নিজ অনুভূতি-রূপ সুখ সাধ্য অতি
ধর্ম্ম সম্মত অক্ষয়। সদা এর প্রতি ৩
অবিশ্বাস যার নাহি প্রাপ্ত হয় মোরে.
মৃত্যু সংসার মার্গে বিচরণ করে।
অব্যক্ত রূপেতে আমি ব্যাপ্ত ত্রিভুবন, ৪
আমাতে নিহিত যত চরাচরগণ,
তাদের মাঝারে নহে মম অবস্থিতি,
হের কিবা মোর ঐশ্বরিক যোগরীতি, ৫
আমাতে রহিয়া এই অখিল সংসার
নাহি করে অবস্থান নির্লিপ্ত আমার
মাঝে, আর আমি নহি কভু অবস্থিত
এই ভূত সমুদয়ে, যদিও প্রকৃত
পালক ধারক সদা তাহাদের আমি।
যথা সুমহান নিত্য সর্ব্বস্থানগামী ৬
আকাশ মণ্ডলে বায়ু রহে অবিকৃত

সেইরূপ জেনো পার্থ ! সদা অবস্থিত
মম মাঝে ভূত সবে। এই যাবতীয় ৭
ভূত প্রাপ্ত হয় জেনো কৌন্তেয় ! মদীয়
প্রকৃতি প্রলয়কালে, আবার সৃজন
করি সৃষ্টিকালে উহা। আত্মবিস্মরণ ৮
হেতু ভূত সবাকার হ'য়ে অধিষ্ঠিত
স্বীয় প্রকৃতির মাঝে প্রকৃতি চালিত
হ'লে সৃজি পুনঃ পুনঃ কর্ম্মাদি অধীন
এই ভূত গ্রাম। অনাসক্ত উদাসীন ৯
বৎ রহি সেই কর্ম্ম সবে, নাহি পারে
একারণ মোরে কর্ম্মে বদ্ধ করিবারে।
প্রকৃতি মাঝারে আমি রহি অবস্থিত, ১০
প্রকৃতি আমার দ্বারা হয় নিয়ন্ত্রিত
প্রসবিতে এই বিশ্ব চরাচর সবে।
এই হেতু বারম্বার জগৎ উদ্ভবে ;

কহিনু তোমায় আমি। বুদ্ধিবিনাশক ১১।১২
রজ তম ভাবাশ্রিত বৃথা অমূলক
আশা পাশে বদ্ধ বৃথা জ্ঞান অভিমানী
মোঘ কর্ম্মা ক্ষিপ্ত চেতা মূঢ় নাহি জানি
মোর গূঢ় তত্ত্বরাশি, করে হেলা মোরে
নরদেহধারী বলে' ত্রিভুবন জুড়ে'
যদিও ঈশ্বর আমি। জগৎ কারণ ১৩
অব্যয় স্বরূপ মোরে জানিয়া ভজন
করে দৈবী ভাবাপন্ন মহাত্মা অনন্য
অন্তরে। কেহবা সদা করিয়া প্রযত্ন ১৪
দৃঢ় ব্রত হ'য়ে, কেহ করিয়া প্রণাম
মোরে ভক্তিসহকারে, কেহ অবিরাম
করিয়া কীর্ত্তন মোর, কেহ নিত্যযুক্ত
হ'য়ে করে উপাসনা, আর অন্য মুক্ত ১৫
যোগী কেহ জ্ঞান যজ্ঞে করে আরাধনা,

অহং ভাব ত্যজি' কেহ একত্ব ধারণা
সহ, কেহ আমি দাস পৃথকত্ব জ্ঞানে
আর কেহ কেহ বহুবিধ অনুষ্ঠানে
সর্ব্বাত্মক মোরে করে আরাধনা। আমি ১৬
অগ্নি ষ্টোম, যজ্ঞ, স্মার্ত্ত পঞ্চযজ্ঞ স্বামী,
আমি মন্ত্র অগ্নি হোম ঘৃত মহৌষধি
আর আমি জেনো পার্থ। পিতৃশ্রাদ্ধ আদি,
জগৎ বিধাতা আমি জনক জননী ১৭
পিতামহ জ্ঞেয় পূত ওম্‌কার ধ্বনি
ঋক্ সাম যজুঃ। জগতের গতি আমি ১৮
দ্রষ্টা ভোগ স্থান প্রভু ভর্ত্তা হিতকামী,
রক্ষক আধার আমি প্রভব প্রলয়
নিধান, কারণ বীজ আমিই অব্যয়।
আদিত্য রূপেতে আমি ধরা তপ্তকারী ১৯
বরষি ভুবন আমি দিয়া স্নিগ্ধ বারি।

আকর্ষণ করি উহা, আমিই অমৃত,
আমি মৃত্যু সদসৎ। ত্রৈবিদ্যা বিহিত
যত কর্ম্ম অনুষ্ঠানকারী নর সবে ২০
পূজিয়া আমায় যজ্ঞে বিপুল বৈভবে
নিষ্পাপ হইয়া—সোমরস পানে করে
প্রার্থনা নিয়ত পার্থ! স্বর্গগতি তরে।
সেই স্বর্গ সুখরাশি ত্রিদিবে ভুঞ্জিয়া ২১
পুণ্যফল হ'লে ক্ষীণ, আবার আসিয়া
থাকে এই মর্ত্তলোকে তা'রা। বেদত্রয়
ধর্ম্মে অনুগতি হেতু, কাম সমুদয়
পানে হ'য়ে বিমোহিত, পুনঃ পুনঃ করে
যাতায়াত ইহলোকে। অনন্য অন্তরে ২২
অন্য দেব নাহি পূজি' আমায় চিন্তিয়া
করে উপাসনা যেবা, নিয়ত বহিয়া
থাকি যোগক্ষেম আমি, নিত্য যুক্ত সেই

যোগী সমূহের তরে। ভজে আমারেই ২৩
অবিধি পূর্ব্বক সেই, শ্রদ্ধাসহকারে
করে আরাধনা যেবা অন্য দেবতারে।
যেহেতু আমিই সর্ব্বযজ্ঞে ভোক্তা প্রভু, ২৪
কিন্তু পার্থ! নাহি অবগত হ'য়ে কভু
যথার্থরূপেতে মোরে, হয় আবর্ত্তিত
বারম্বার মর্ত্তলোকে তারা। দেবব্রত ২৫
প্রাপ্ত হয় দেবলোক, শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ায়
পিতৃগণে পূজে যেবা পিতৃলোক পায়,
ভূত উপসনাকারী প্রাপ্ত হয় জেনো
ভূত লোক যত, কিন্তু মোরে ভজে হেন
ভক্তজন প্রাপ্ত হয় কেবল আমারে।
সংযমী যেজন অতি ভক্তি সহকারে ২৬
করে নিবেদন মোরে পত্র পুষ্পজল,
নিয়ত গ্রহণ করি আমি সে সকল-

ভক্তি সমর্পিত। যাহা কর সম্পাদন, ২৭
তপস্যা আচর যাহা, যাহাই ভোজন
কর, আর দান হোম কর যাহা, সেই
সমুদয় কর তুমি শুধু আমাতেই
অর্পণ। তা'হ'লে কর্ম্মে আসক্তি বন্ধন ২৮
শুভাশুভ ফল ত্যজি' কর্ম্ম সমর্পণ-
রূপ যোগযুক্ত হ'য়ে লভিবে আমায়।
সমভাবে স্থিত আমি সমগ্র ধরায় ২৯
ভূত সমুদয় মাঝে। নাহি এ সংসারে
দ্বেষ্য প্রিয় মোর ; কিন্তু ভক্তি সহকারে
ভজে মোরে যেবা, সেই রহে বর্ত্তমান
আমাতে, আমিও সদা করি অবস্থান
তাদের অন্তরে। অতি দুরাচারী যদি ৩০
অনন্য ভাবেতে ভজে মোরে নিরবধি,
সেও গণ্য হয় জেনো সাধুজন বলি',

যে হেতু তাহার এই প্রযত্ন সকলি
অতীব উত্তম। সেই দুরাচারী নরে ৩১
অচিরে ধর্ম্মাত্মা হ'য়ে নিত্য শান্তি করে
লাভ। পার বলিবারে কৌন্তেয়! নিয়ত
করিয়া নিশ্চয়, মোর ভক্তজন যত
না হয় বিনষ্ট কভু কহিনু তোমারে।
করিয়া আশ্রয় মোরে ভক্তি সহকারে ৩২
পাপ বংশজাত সবে, অথবা স্ত্রীশূদ্র
বৈশ্য আদি প্রাপ্ত হয় আমার সমগ্র
গতি চিরশান্তিময়। কি আর অধিক ৩৩
কহিব তোমায় আমি, পুণ্যাত্মাধার্ম্মিক
ব্রাহ্মণ রাজর্ষিবর্গ লভিতে সমর্থ
হবে যে পরমাগতি। অতএব পার্থ!
কর ভজনা আমার পাইয়া অনিত্য
দুঃখালয় মর্ত্তলোক। মদ্গত চিত্ত ৩৪

মদ্‌ভক্ত উপাসক হও সদা মোর.
কর প্রণিপাত মোরে।　আমাতে বিভোর
হয়ে সমাহিত কর যদি আপনার
মন, পাবে দরশন নিশ্চয় আমার।

দশম অধ্যায়



বিভূতি যোগ

রাজবিদ্যা রাজগুহ্য যোগের রহস্য
করি' উদ্‌ঘাটন পার্থে, বর্ণিলা প্রকাশ্য
আপন বিভূতি যোগ কৃষ্ণ ভগবান,
দেখাইতে সর্ব্বস্থানে অনন্ত মহান
ঐশিক স্বরূপ রাশি ; "করহ শ্রবণ ১
পুনঃ আত্মতত্ত্ব পূর্ণ আমার বচন
কহি যাহা প্রীতিভাব আপন্ন তোমার
হিতার্থে অর্জ্জুন ! আমি, কখনো আমার ২
আবির্ভাব ভবে নাহি অবগত হয়

মহর্ষি মণ্ডল আর দেব সমুদয়।
যে হেতু তাদের আদি সর্ব্বরূপে আমি। ৩
যেবা মোরে লোকসমূহের অন্তর্য্যামী
মহান ঈশ্বর নিত্য অনাদি জনম-
রহিত বলিয়া জানে, সতত সক্ষম-
সেই মুক্ত হইবারে সমুদয় পাপ
হ'তে মোহ শূন্য হ'য়ে এহেন ত্রিতাপ
পূর্ণ মর্ত্ত লোক মাঝে। বুদ্ধি আর জ্ঞান ৪।৫
সুখ দুঃখ অসংমোহ তপ সত্য দান,
দম শম ক্ষমা তুষ্টি উদ্ভব বিলয়,
অহিংসক ভাব রাশি ভয় ও অভয়
সমতা অযশ যশ এই সমুদয়
প্রাণী সবাকার নানাবিধ ভাব হয়
আবির্ভূত আমা হতে। ভৃগু আদি সপ্ত ৬
মহর্ষিগণের অগ্রে হ'য়েছিল ব্যক্ত

ভবে সনকাদি মহা ঋষি চতুষ্টয়।
স্বায়ম্ভুব আদি চতুর্দ্দশ মনু হয়
আমার প্রভাবে, আর আমারি মানস
সংকল্প মাত্র হইতে হইলা প্রকাশ
হিরণ্য গর্ভরূপ, এ জগতে ব্রাহ্মণ
প্রভৃতি বর্দ্ধিষ্ণু প্রজা সকল সন্তান
সন্ততি যাদের। তত্ত্বজ্ঞানে যেবা জ্ঞাত ৭
আমার বিভূতি যোগ সমুদয় যত
অচল সমাধি লভে নিশ্চয় সেজন।
ইহজগতের আমি উদ্ভব কারণ, ৮
হইতেছে আমা' হ'তে প্রবর্ত্তিত সব,
হেন জ্ঞানে বিবেকীরা লভি' মোর ভাব
আমায় ভজনা করে। মনঃপ্রাণ যার
আমাতে অর্পিত, হেন মানব আমার ৯
বিবরণ পরস্পরে বুঝাইয়া, আর

করিয়া কীর্ত্তন মোর, লভে অনিবার
শান্তি সুখ আপনার হৃদয় মাঝারে।
নিয়ত প্রদান করি অর্জ্জুন! তাহারে ১০
জগৎ মাঝারে, মম ভাব অনুকুল
বুদ্ধি যোগ যত, যেবা হয়ে সমাকুল
আমাতে অর্পিয়া মন অর্চ্চনা আমায়
করে প্রীতি সহকারে। হিতকামনায় ১১
তাহাদের হৃদে আমি হ'য়ে অধিষ্ঠিত,
দীপ্ত জ্ঞানরূপ দীপে করি বিনাশিত
অজ্ঞান সম্ভূত যত ঘন অন্ধকার।"
কহিলা অর্জ্জুন কৃষ্ণে শুনিয়া তাহার ১২।১৩
বাণী "পরব্রহ্ম তুমি পরম আশ্রয়
পবিত্র মহান, ভৃগু আদি সমুদয়
মহর্ষি ; নারদ ঋষি, দেবল অসিত
ব্যাস বর্ণিয়াছে তোমা' জনম রহিত

নিখিল ব্যাপক দিব্য, আদি দেব নিত্য
পুরুষ প্রধান বলি,' করিতেছ ব্যক্ত
তুমিও স্বয়ং উহা। কহিলে কেশব ১৪
যাহা, সত্য মানি প্রভো! আমি সেই সব,
নহে অবগত তব উদ্ভব কারণ
দেবতা দানবগণে। হে ভূতভাবন ১৫
ভূতেশ জগৎ পতে! দেবদেব আর
পুরুষ প্রধান! জান তুমি আপনার
দ্বারা আপনারে, আছ ব্যাপ্ত ত্রিভুবন ১৬
যে সব বিভূতিযোগে, দিব্য বিবরণ
তার কহ সবিশেষ, হতে অবগত ১৭
কেমনে পারিব আমি চিন্তিয়া সতত
তোমায় যোগিন্! কোন্ কোন্ ভাবে আমি
করিব ভাবনা তব, হে জগৎ স্বামি! ১৮
কহ পুনঃ বিস্তারিয়া যোগৈশ্বর্য্য আর

বিভূতি তোমার যত ; যেহেতু আমার
চিত্ত অতৃপ্ত রহিছে করিয়া শ্রবণ
তব মুখে যাবতীয় অমিয় বচন।”
উত্তরিলা ভগবান, “সেই পরিচয় ১৯
প্রধানতঃ মম দিব্য বিভূতি নিচয়
যেহেতু অনন্ত ইহা ; সর্ব্বভূতে স্থিত ২০
আত্মারূপে আমি, তাহাদের নিয়ন্ত্রিত
করি সৃষ্টিস্থিতিলয়। আদিত্যগণের ২১
মাঝে বিষ্ণুরূপে আমি, জ্যোতিঃ সকলের
মধ্যে দীপ্তিমান ভানু, মরুৎ সকলে
মরীচি, চন্দ্রমা আমি নক্ষত্র মণ্ডলে,
সর্ব্ববেদে সামবেদ আমি, সুরগণ, ২২
মাঝে দেবরাজ পুরন্দর, আমি মন
ইন্দ্রিয় সমূহে, আর চেতনা সকল
ভূতে, রুদ্রগণে আমি শঙ্কর, অনল ২৩

অষ্টবসু মাঝে, যক্ষ রাক্ষস মাঝারে
কুবের, সুমেরু আমি পর্ব্বতে, আমারে
জেনো পুরহিত সবে গুরু বৃহস্পতি ২৪
সেনানী মাঝারে কার্ত্তিকেয়, স্থিরগতি
জলাশয় মাঝে জেনো আমিই সাগর,
মহর্ষি মণ্ডলে ভৃগু, আমি একাক্ষর ২৫
ওম্‌কার-ধ্বনি বাক্য বিন্যাসে, যজ্ঞের
মধ্যে জপ যজ্ঞ আমি, স্থাবরগণের
মাঝে হিমালয়, আমিই অশ্বত্থসর্ব্ব-
বৃক্ষমাঝে, চিত্ররথ আমিই গন্ধর্ব্ব ২৬
মাঝারে, দেবর্ষি মাঝে নারদ, কপিল-
মুনি আমি সিদ্ধগণে, ঘোটক সকল ২৭
আর হস্তিদের মাঝে সমুদ্র মন্থন
জাত উচ্চৈঃশ্রবা ঐরাবত, নরগণ
মাঝে নরাধিপ, বজ্র আয়ুধ সকলে ২৮

ধেনু সবে কামধেনু, এ প্রজা মণ্ডলে
উদ্ভব কারণ পার্থ। আমিই কন্দর্প,
বাসুকি জানিবে মোরে সমুদয় সর্প
মাঝে, পিতৃ সবে আমি অর্য্যামা, বরুণ ২৯
আমি জলচরে, আমিই সংযমীগণ
মাঝে যম, নাগ সবে অনন্ত, দৈত্যের ৩০
মাঝারে প্রহ্লাদ আমি, সংখ্যাকারীদের
মাঝে কাল, মৃগগণে মৃগেন্দ্র, বিহগ
মাঝারে গরুড় আমি, বায়ু আমি বেগ-৩১
বানদিগের মাঝারে, শস্ত্রধারিগণ
মাঝে রাম, স্রোত মধ্যে জাহ্নবী ও মীন
মাঝারে মকর। পার্থ! আমিই সৃষ্টির ৩২
আদি মধ্য অন্ত, আত্মবিদ্যা সুগভীর
সর্ব্ব বিদ্যা মাঝে, আমি যথার্থ বিচার
বৃথা বাদীদের যত। আমিই অকার, ৩৩

অক্ষর সমূহে, দ্বন্দ্ব ; সমাস মাঝারে,
আমিই অক্ষয় কাল, করি সবাকার
আমি কর্ম্মফলদান। সর্ব্ব সংহার-৩৪
কারী সবে মৃত্যু আমি, আমিই সংসার-
মাঝে ভবিষ্যৎ প্রাণিগণের উদ্ভব
কারণ, নিয়ত স্থিত আমি নারী সব ৩৫
মাঝে কীর্ত্তি স্মৃতি মেধা শোভা ক্ষমাধৃতি
বাক্ এই সপ্তদেবীরূপে, সামগীতি
সমূহে বৃহৎ সাম, বেদেতে গায়ত্রী
আমি, ঋতু সবে আমি বসন্ত ধরিত্রী
মাঝে, মাস মধ্যে অগ্রহায়ণ, বঞ্চক- ৩৬
দের আমি দ্যূতক্রীড়া অতি ভয়ানক,
তেজস্বিগণের তেজ, জয়ীদের জয়,
সত্ত্বিকজনের সত্ত্ব ভাবের উদয়,
উদ্যমিগণের আমি উদ্যমকর্ম্মেতে ৩৭

বৃষ্ণিগণে বাসুদেব, পাণ্ডব মাঝেতে
ধনঞ্জয়, মুনি মধ্যে ব্যাস, কবিগণ
মাঝে শুক্রাচার্য্য আমি, আমিই দমন-৩৮
কারীদের দণ্ড, জয় কামীর সুনীতি,
গুহ্যসবে মৌনভাব, আত্মজ্ঞান জ্যোতিঃ —
তত্ত্বজ্ঞানীদের আমি। ভূত সবাকার ৩৯
উদ্ভব কারণ যাহা, তাহাই আমার
স্বরূপ, যেহেতু আমা ছাড়া নাহি কোনো
চরাচর ভূত এই ধরা মাঝে জেনো।
মম দিব্য বিভূতির নাহি কভু শেষ ৪০
সংক্ষেপে তোমারে আমি করিনু নির্দ্দেশ
অনন্ত বিভূতি মোর। ঐশ্বর্য্য সম্পত্তি-৪১
সম্পন্ন সমৃদ্ধি সত্ত্ব আদি উৎপত্তি
যাহাতে সেই সমূহ আমার প্রভাব
অংশ সম্ভূত জেনো নিয়ত পাণ্ডব!

হেন বহুজ্ঞানে তব কিবা প্রয়োজন ৪২
আছি অবস্থিত আমি করিয়া ধারণ
একাংশে সমগ্র এই বিশ্ব সংসার
আমা ছাড়া নাহি কিছু জেনো ইহা সার।

একাদশ অধ্যায়



বিশ্বরূপ দর্শনযোগ

বিভূতি বৈভব রাশি করিয়া শ্রবণ
কহিলা অর্জ্জুন ঐশরূপ দরশন
হয়ে অভিলাষী, "কৃপা করি যাবতীয় ১
আত্ম জ্ঞান বিষয়ক তত্ত্ব গোপনীয়
বর্ণিলে আমায়, হ'ল দূর মোহযত
কমল লোচন! শুনিলাম আমি কত ২
তোমার সকাশে ভূতগণের প্রলয়
সৃষ্টি অক্ষয় মাহাত্ম্য, অধ্যাত্ম বিষয় ৩
আমার নিকটে যাহা করিলে বর্ণনা
সত্য তাহা নরোত্তম! হেরিতে বাসনা

ঐশিক স্বরূপ তব। যোগ্য হই প্রভো! ৪
যদি নিরখিতে সেই রূপরাশি কভু,
দেখাও বারেক মোরে মহা যোগেশ্বর
হরি! সেই আত্মরূপ পরম অক্ষর"
উত্তরিলা ভগবান, "কর দরশন ৫
পার্থ! দিব্য নানাবিধ, অনেক বরণ
আকার সম্পন্ন শত সহস্র সহস্র
রূপ, দ্বাদশ আদিত্য, একাদশরুদ্র ৬
ঊন পঞ্চাশৎ বায়ু, অশ্বিনীকুমার
দ্বয়, আর কর অবলোকন আমার
দেহেত্তে অদৃষ্টপূর্ব্ব বিবিধ বিস্ময়
কর বস্তু রাশি—চরাচর সমুদয় ৭
জগৎ একত্রস্থিত, আর ধনঞ্জয়!
অন্য কিছু হেরিবারে অভিপ্রায় হয়
যদি তব, কর এবে তুমি দরশন

উহা, পারিবেনা তুমি এহেন নয়ন ৮
দ্বারা নিরখিতে মোরে, দিতেছি তোমায়
দিব্য চক্ষু আমি, হের তবে সমুদয়
ঐশ্বরিক রূপ মোর”

কহিলা সঞ্জয় ৯
ধৃতরাষ্ট্র নৃপে, “কহি এই সমুদয়
আত্ম তত্ত্ববাণী, মহাযোগেশ্বর হরি
দেখাইলা পার্থে বহু মনোমুগ্ধকারী
ঐশ্বরিকরূপ - উহা অনেক নয়ন ১০
বদন বিশিষ্ট বহু অদ্ভুত দর্শন,
সুশোভিত নানাবিধ দিব্য অলঙ্কারে
আর বহু অলৌকিক আয়ুধ ঝঙ্কারে
ঝঙ্কৃত উদ্যত, উহা দিব্য মাল্যধারী ১১
পরিধানে দিব্য বস্ত্র সুগন্ধি মাধুরী
বিচ্ছুরিত অবয়বে, সর্ব্বাশ্চর্য্যময়

অনন্ত প্রোজ্জ্বল মুখ সর্ব্বদিকে, হয় ১২
যদি যুগপৎ কভু, সমুত্থিত নভে
সহস্র ভানুর প্রভা, হতে পারে তবে
সেই মহাত্মার প্রভা সদৃশ। তখন ১৩
অর্জ্জুন কৃষ্ণের দেহে করিলা দর্শন
বহুধা বিভক্ত এই অখিল সংসার
একত্র ভাবেতে, পরে প্রণমি তাঁহার ১৪
পদে অবনত শিরে, হইয়া বিস্মিত
কহিতে লাগিলা পার্থ অতি রোমাঞ্চিত
দেহে যুড়ি' করদ্বয় ; হেরিতেছি আমি ১৫
তব অবয়বে দেব ! হে জগৎ স্বামি !
দেব সমুদয়, আর কত যে পৃথক
প্রাণী, কত দিব্য যোগী ঋষি, অসংখ্যক
সর্পরাশি, আর সর্ব্ব দেবের ঈশ্বর
কমলাসন ব্রহ্মারে। প্রভো বিশ্বেশ্বর ১৬

বিশ্বরূপ।   অবলোকি তব অগণিত—
বদন নয়ন বাহু, সর্ব্বত্র মণ্ডিত
অনন্ত স্বরূপে তুমি, নাহি কিন্তু হেরি
আদি মধ্য অন্ত তব। গদাচক্রধারী ১৭
কিরীট মস্তকে, সর্ব্ব স্থানে দীপ্তিমান
তেজঃ পুঞ্জ, দীপ্তভানু অনল সমান
প্রভাশালী অপ্রেমেয় তোমায় হেরিয়া
চৌদিকে যেতেছে মোর আঁখি ঝলসিয়া
যেন। তুমি পরব্রহ্ম জ্ঞাতব্য বিষয় ১৮
ইহজগতের তুমি পরম আশ্রয়,
তুমি নিত্য সনাতন ধর্ম্মের পালক,
পুরুষ পুরাণ তুমি, জগৎ ব্যাপক
জানি আমি। নাহি উদ্ভব স্থিতি লয় ১৯
অমিত বিক্রমশালী তব, সাতিশয়
দীপ্তাগ্নি বদন, বহু বাহু শশী সূর্য্য

নেত্র তব, আর তব ওই অনিবার্য্য
তেজে বিশ্ব সন্তাপক নিরখি তোমারে।
স্বর্গ মর্ত্ত্য অন্তরীক্ষে আর সর্ব্ব ধারে ২০
আছ ব্যাপ্ত একমাত্র তুমি, তব ওই
অদ্ভুত প্রখর রূপ হেরি লোকত্রয়
হ'তেছে সন্ত্রস্ত কত। ওই প্রবেশিছে ২১
তোমাতে দেবতাসবে, কেহবা মাগিছে
রক্ষা ভয়াকুল হ'য়ে, কৃতাঞ্জলিপুটে
মহাঋষি সিদ্ধগণ তোমার নিকটে
শ্রেষ্ঠ স্তব স্তুতি পাঠে হতেছে প্রবৃত্ত
স্বস্তি উচ্চারিয়া কত। দ্বাদশ আদিত্য ২২
অষ্টবসু বিশ্বদেব, অশ্বিনী কুমার
উণপঞ্চাশৎ বায়ু, পিতৃগণ আর
গন্ধর্ব্ব অসুর যক্ষ, সাধ্য দেবগণ
সিদ্ধ এরা সবে, করিতেছে দরশন

তোমায় বিস্মিতনেত্রে। ওই যে তোমার ২৩
অনেক বদন নেত্র, বহু উরু আর
চরণ উদর যুক্ত দংষ্ট্রা করাল
বিশাল স্বরূপ নিরখিয়া ভয়াকুল
হইয়াছি আমি, আর এই সমুদয়
লোক। অন্তরীক্ষব্যাপী অতি তেজোময় ২৪
বহু বর্ণ, সুবিস্তৃত বদন প্রদীপ্ত
বিশাল নয়নযুক্ত হেরি' তোমা চিত্ত
মোর ভীত সাতিশয়। হয়েছি অক্ষম ২৫
শান্তি ধৈর্য্য লভিবারে। তোমার বিষম
কালাগ্নি সন্নিভ দন্ত হেতু ভয়ঙ্কর
করাল বদন হেরি' পারিনা অন্তর
মাঝে নির্ণয়িতে আমি দিক্‌রাশি কভু
নাহি পাই শান্তি সুখ। হে জগৎ প্রভো!
প্রসীদ অচিরে তুমি। ওই নৃপগণ ২৬।২৭

সহ ধার্ত্তরাষ্ট্র সবে ভীষ্ম কর্ণ দ্রোণ
আর আমাদের যত প্রধান প্রধান
যোধবীর সবান্ধবে হ'য়ে ধাববান
করিছে প্রবেশ তব দংষ্ট্রা করাল
বদন বিবরে। ওই তব সুবিশাল
দশন সন্ধিতে লগ্ন কেহবা চূর্ণিত
মস্তক বিশিষ্ট। বহু নদীর প্রসৃত ২৮
সলিল প্রবাহ যথা, স্রোতোমুখ হয়ে
প্রবেশে সাগরে, সেইরূপ অতি ভয়ে
ওই নর লোক বীর করিছে প্রবেশ
প্রদীপ্ত আননে তব, অথবা বিশেষ ২৯
বেগক্ষিপ্ত পতঙ্গেরা যেমন জীবন
হারায় ধাইয়া দীপ্তিমান হুতাসন
মাঝে, সেইরূপ ওই জন সমুদয়
সবেগে প্রবেশ করে তব মুখে হায়

নাশিতে পরাণ। তব জ্বলন্ত বদন ৩০
সমূহে গ্রাসিয়া কত করিছ ভক্ষণ
বিলক্ষণ রূপে এই লোক সমুদয়,
হইতেছে তব উগ্র তেজে সাতিশয়
সন্তপ্ত সমগ্র ধরা, উগ্ররূপে তুমি ৩১
কেবা, কহ মোরে, করি প্রণিপাত আমি
চরণ রাজীবে, হও প্রসন্ন আমার
প্রতি, অভিলাষী, আদি পুরুষ তোমার
কাল তত্ত্ব হতে অবগত, নাহি জানি
প্রবৃত্তি সমূহ তব, কহ সেই বাণী"।
উত্তরিলা ভগবান, "আমি লোকক্ষয়-৩২
কারক অনন্ত কাল, লোক সমুদয়
বিনাশিতে ইহলোকে রহিয়াছি রত
আমি। নাহি কর যদি এ রণে নিহত
প্রতিপক্ষ ওই সৈন্যগণে, ভবিষ্যতে

কেহই তাদের নাহি রবে এ জগতে
লভ' যশ সব্যসাচী ! হয়ে সমুত্থিত ৩৩
কর' ভোগ রাজ্যসুখ করি' পরাজিত
অরিগণে এ সমরে। ইহারা সকলে
হ'য়েছে নিহত পূর্ব্বে, হও রণস্থলে
শুধু নিমিত্তের ভাগী। আমার নিহত ৩৪
ভীষ্ম দ্রোণ জয়দ্রথ কর্ণ অন্য যত
যোধবীরগণে কর জয় তুমি, ভয়ে
হয়োনা ব্যথিত কভু। হবে অসংশয়ে
শত্রুজয়ী তুমি; হও, রণে অগ্রসর"।
কহিলা সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রে তারপর, ৩৫
কেশবের এ সকল বচন শ্রবণে
কম্পমান ধনঞ্জয় অতি ভীত মনে
কৃতাঞ্জলি পুটে কত করিয়া প্রণতি
কৃষ্ণ-পদাম্বুজে, পুনঃ নিবেদিলা অতি

গদ গদ স্বরে এইরূপ, "হৃষীকেশ ৩৬
জগৎ মাহাত্ম্য তব কীর্ত্তিয়া বিশেষ
অনুরক্ত হ'য়ে করে প্রীতিলাভ কত
রক্ষঃ সবে পলায়ন করে ইতস্ততঃ
সন্ত্রস্ত অন্তরে ; আর করে সিদ্ধগণ
প্রণিপাত, সত্য মানি আমি মহাত্মন্ ৩৭
অনন্ত দেবেশ ! জগন্নিবাস ব্রহ্মার
চেয়ে গরীয়ান আদি পুরুষ তোমার
চরণে কি হেতু নাহি নমিবে জগৎ
চরাচর সবে। তুমি সৎ ও অসৎ,
এতদ্ অতীত আর যে ব্রহ্ম তোমার
তাহাও স্বরূপ। তুমি আদিদেব আর ৩৮
পুরাণ পুরুষ, ইহ বিশ্বের নিধান,
জ্ঞাত ও জ্ঞাতব্য তুমি নিরুপম স্থান
তোমাতে জগৎ ব্যাপ্ত। তুমিই দমন- ৩৯

কারী যম অগ্নি বায়ু, শশাঙ্ক বরুণ,
প্রজাপতি আদি পিতামহ, নমস্কার
চরণ রাজীবে তব, আবার আবার
সহস্র সহস্র করি প্রণিপাত আমি,
সম্মুখে পশ্চাতে তব নমি অন্তর্য্যামী, ৪০
আর সর্ব্বধারে তব। অমিত বিক্রম
অনন্ত প্রভাবশালী, নিখিল পরম
স্বরূপ, আছ যে ব্যাপ্ত বিশ্বময় তুমি,
তোমার মহিমা আর বিশ্বরূপ আমি, ৪১।৪২
হ'য়ে অজ্ঞাত প্রমাদ প্রণয়ের বশে
সখা জ্ঞানে কত আমি তোমার সকাশে
হে কৃষ্ণ যাদব-সখা আদি সম্বোধিয়া
অকস্মাৎ তিরস্কার ভাবে না ভাবিয়া
কহিয়াছি যাহা, কিম্বা পরিহাস ছলে
আহার উপবেশন নিদ্রা ক্রীড়াকালে

করেছি যে অনাদর পরোক্ষ প্রত্যক্ষ-
তব সন্নিধানে, কর করুণা কটাক্ষ-
পাত অপ্রমেয় প্রভো। ক্ষমাপার্থী মোর
প্রতি, পিতা তুমি এই বিশ্ব চরাচর ৪৩
লোকসমূহের, পূজ্য গুরু, গরীয়ান
সেই গুরু হতে, নাহি তোমার সমান
কেহ এ সংসারে। আছে অধিক কোথায়
তুলনায় তব। করি প্রসন্ন তোমায় ৪৪
দণ্ডবৎ নত হয়ে। জগৎ পূজিত
স্তূয়মান তুমি, ক্ষমে যথা যথোচিত
পুত্র অপরাধ পিতা, সুহৃদগণের
সখা, আর প্রিয়জন স্বীয় প্রেয়সীর
অগাধ স্নেহের বশে, সেইরূপ ক্ষমা
কর মম অপরাধ। ওই তব সীমা ৪৫
বিহীন অদৃষ্টপূর্ব্ব রূপ সমুদয়

দরশনে হইয়াছি হৃষ্ট সাতিশয়
কিন্তু ভয়ে বিচলিত। দেখাও আমারে
সেইরূপ তব। ভয় দূর করিবারে
দেব! সুপ্রসন্ন হও মোর প্রতি, করি ৪৬
অভিলাষ নিরখিতে গদাচক্রধারী
কিরীট বিশিষ্ট পূর্ব্ববৎ সেইরূপ,
হে সহস্রবাহো! প্রভো! জগৎ স্বরূপ
সেই চতুর্ভুজরূপে হও আবির্ভূত"
উত্তরিলা ভগবান, "তোমার প্রভূত ৪৭
আত্ম যোগবল হেরি' হইয়া প্রসন্ন
সাতিশয় আমি ; মম প্রভাব সম্পন্ন
অনন্ত পরম আদ্য বিশ্বরূপ ব্যক্ত
করিলাম, যাহা পূর্ব্বে তোমা' হেন ভক্ত
ভিন্ন হেরে নাই কেহ। হে কুরু প্রবর! ৪৮
বেদে যজ্ঞে অধ্যয়নে অথবা কঠোর

চান্দ্রায়ণ তপে, অগ্নি হোত্রাদি ক্রিয়ায়,
আর অকাতর অতি দানশীলতায়
তুমি ভিন্ন কেহ নাহি পারে হেরিবারে
নরলোকে হেন বিশ্বরূপ। চারিধারে ৪৯
ভয়ঙ্কর রূপ হেরি’ হ’য়োনা ব্যথিত
বিমূঢ় সন্ত্রস্ত তুমি, নির্ভীক সম্প্রীত-
অন্তরে সম্প্রতি হের পার্থ! মম সেই
রূপ” কহিলা সঞ্জয় “বাসুদেব এই ৫০
বলিয়া অর্জ্জুনে দেখাইলা আপনার
পূর্ব্বরূপ, আর আশ্বাসিলা কতবার
ভয়াকুল পার্থে সেই মহাত্মা প্রসন্ন
মূরতি ধরিয়া। পরে কহিলা বিষণ্ণ ৫১
পার্থ, “সৌম্য নর বপু হেরিয়া তোমার
হ’য়েছি প্রসন্ন প্রকৃতিস্থ এইবার”
উত্তরিলা ভগবান “সুদুর্দ্দর্শ রূপ ৫২

হেরিলে আমার যাহা সদা উৎসুক
দেবগণে নিরখিতে। নাহি কভু দৃষ্ট ৫৩
হয় হেন রূপ ভবে, পরাণ আকৃষ্ট
যার, দান যজ্ঞ তপ বেদ অধ্যয়নে।
অনন্য ভকতিযুক্ত প্রেমাবিষ্ট মনে ৫৪
সকলে সমর্থ হয় তত্ত্বপূর্ণ চিতে
জানিতে হেরিতে সদা আর প্রবেশিতে
এ হেন স্বরূপে মোর। সদা কর্ম্ম করে ৫৫
আমার নিমিত্ত যেবা, সর্ব্ব চরাচরে
সমদর্শী, অনাসক্ত ইন্দ্রিয় বিষয়ে,
মম ভক্তজন, আর আমি অসংশয়ে
পরম পুরুষ অর্থ নিয়ত যাহার
হেন নরে করে লাভ সাযুজ্য আমার।

দ্বাদশ অধ্যায়



ভক্তি যোগ

বিশ্বরূপ দরশন করিয়া অর্জ্জুন
জিজ্ঞাসিলা ভগবানে সগুণ নির্গুণ
উপাসনা বিষয়ক তত্ত্বের শ্রেষ্ঠত্ব
হতে অবগত , "ভজে তোমাতে আসক্ত ১
যে সকল ভক্ত হেন ভক্তি সহকারে
আর যা'রা অবিনাশী অব্যক্ত তোমারে
কহ ভগবন ! মোরে, এদের মাঝারে
কেবা শ্রেষ্ঠ যোগবিদ্,"
উত্তরিলা তারে
কৃষ্ণ ভগবান "সদা যার মনঃপ্রাণ ২

আমাতে একাগ্রযুক্ত আর শ্রদ্ধাবান
হ'য়ে করে উপাসনা, জানিবে প্রধান
মম জ্ঞানে সেই যোগী। সর্ব্বত্র সমান
বোধে যারা এ সংসারে রহি' অবস্থিত
সম্যগ্ রূপেতে নিত্য করি' নিয়মিত ৩।৪
ইন্দ্রিয় নিচয়, নির্ব্বিকার নিত্য রূপী
অচিন্ত্য অব্যক্ত স্থির সর্ব্বদিকব্যাপী
অবিনাশী বাক্যাতীত কূটস্থের করে
আরাধনা, প্রাপ্ত হয় ধনঞ্জয়! মোরে
সবাকার হিতকামী সেও ; যার মন ৫
অব্যক্তে আসক্ত সদা পায় সেইজন
ক্লেশ অতিশয়। লভে কৃচ্ছ্র সাধনায়
অব্যক্তের গতি সেই। যেবা সমুদয় ৬।৭
কর্ম্ম অবিরত মোরে করিয়া অর্পণ
অনন্য ভক্তির যোগে মৎ পরায়ণ

আমায় করিয়া ধ্যান উপাসনা করে
আমাতে নিবিষ্ট সেই সমুদয় নরে
করি পার ত্বরা মৃত্যু সঙ্কুল সংসার
পারাবার হতে। স্থির করি' আপনার ৮
মন, কর যদি বুদ্ধি নিবিষ্ট আমায়,
পাইবে দেহান্তে আমারে নাহি সংশয়
ইহার। সমর্থ নাহি পার্থ! হও যদি ৯
স্বীয় চিত্ত স্থির রাখিবারে, নিরবধি
আমারে লভিতে কর প্রযত্ন অভ্যাস
যোগের আশ্রয়ে। তাহে বিফল প্রয়াস ১০
হয় যদি তব, সদা আমার নিমিত্ত
কর্ম্মে হও রত তুমি, পাবে মোক্ষ, নিত্য
করিলেও কর্ম্ম শুধু মম প্রীতিতরে।
অসমর্থ হও যদি তাও করিবারে ১১
শরণ-আপন্ন হ'য়ে কেবল আমার

চিত্ত বশীভূত করি' কর পরিহার
কর্ম্ম সমূহের ফল। সংজ্ঞান বিনা ১২
অভ্যাস হইতে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান আলোচনা
ইহা হতে শ্রেষ্ঠ অতি প্রত্যক্ষের ধ্যান
এর চেয়ে ফল ত্যাগ অতীব প্রধান
হেন ত্যাগ শান্তিময়। নাহি দ্বেষ করে, ১৩।১৪
জিতেন্দ্রিয় যেবা, সর্ব্বভূত চরাচরে
মিত্রতা করুণা যা'র, সদা আনন্দিত,
অমায়িক ক্ষমাশীল, নহে বিচলিত
সুখদুঃখে যেই যোগী, করে সমজ্ঞান
উহা, নাহি অহঙ্কার, একাগ্র সন্ধান
আমাতে যাহার সদা, আর মনঃপ্রাণ
করিয়াছে যেবা শুধু আমাতে অর্পণ
হেন ভক্তজন প্রিয়। নাহি যেবা করে ১৫।১৬
কভু ভয় শঙ্কা দ্বারা উদ্বিগ্ন অপরে,

অন্য কেহ হতে যার উদ্বেগ না হয়
কখনো, পরশ্রী কাতরতা, হর্ষ ভয়
চিত্ত ক্ষোভ হতে মুক্ত শুচি স্পৃহাহীন
অকাতর অনলস সদা উদাসীন
সর্ব্বারম্ভ-ত্যাগী ভক্ত যেজন আমার
সেই প্রিয় মোর, আর না হয় যাহার ১৭।১৯
আনন্দ বিদ্বেষ প্রিয় অপ্রিয়ে, অভীষ্ট-
নাশে নাহি করে শোক, অপ্রাপ্তে আকৃষ্ট
নাহি হয়, হেন পাপপুণ্যত্যাগী প্রিয়
মোর। ভাবে একরূপ যেবা যাবতীয়
শত্রু মিত্রগণে, মান অপমান শীত-
উষ্ণ সুখ দুঃখ, নিন্দা স্তুতি, আনন্দিত
যথালাভে, মৌনী, স্থির, গৃহে অবস্থান
করিয়াও গৃহহীন, হেন ভক্তিমান
অনাসক্ত ভক্ত মোর প্রিয়। অনুষ্ঠান ২০

করে যেবা এই সব অমৃত সমান
ধর্ম্ম, সেই শ্রদ্ধাবান মৎপরায়ণ
ভক্ত জন প্রিয় অতি আমার অর্জ্জুন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়



ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগযোগ

ভক্তিযোগ বিষয়ক শ্রেষ্ঠত্ব শ্রবণে
সংশয় করিয়া দূর ; কৃষ্ণ ভগবানে
নিবেদিলা ধনঞ্জয়, হ'য়ে অভিলাষী
আত্মতত্ত্ব নিরূপক গূহ্য জ্ঞানরাশি
হতে অবগত, "কৃষ্ণ! বাসনা মহতী ১
জাগিছে অন্তরে মম, জানিতে প্রকৃতি
পুরুষ ক্ষেত্রজ্ঞ ক্ষেত্র আর জ্ঞান জ্ঞেয়
সমুদয়।"

উত্তরিলা কৃষ্ণ, "হে কৌন্তেয়! ২
জ্ঞানের প্ররোহ ভূমি ক্ষেত্র নামে উক্ত

এই দেহ। অবগত হয় যেবা তত্ত্ব
দ্বারা উহা ; ক্ষেত্রবিদ্ অভিহিত করে
ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া তা'রে। জেনো পার্থ! মোরে ৩
ক্ষেত্রবিদ্ ক্ষেত্র সবে। মম অভিমতে
ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান যোগ্য এজগতে
মুক্তি পাইবারে। সেই ক্ষেত্র স্বরূপতঃ ৪
যাহা, যেরূপে ইচ্ছাদি ধর্ম্ম বিজড়িত,
যে ভাবে ইন্দ্রিয় আদি বিকার আপন্ন,
যাহা হ'তে সমুদয় হয় উৎপন্ন,
স্থাবর জঙ্গম আদি ভেদে সবিকার
যথা, আর ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ প্রকার
অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্যে উহা প্রস্ফুট যেমন
শুন সংক্ষেপে পার্থ! সেই বিবরণ।
ঋষিগণ দ্বারা উহা নানারূপে গীত ৫
বিবিধ পৃথক ছন্দে হয় নিরূপিত

আর বহুবিধ হেতু যোগে বিনিশ্চিত
ব্রহ্মসূত্র পদ সবে হ'য়েছে বর্ণিত।
ক্ষিতি অপ আদি পঞ্চ মহাভূত, আর ৬
এতদ্ কারণ-ভূত বুদ্ধি অহঙ্কার
দশেন্দ্রিয়, মন, মূল প্রকৃতি, ইন্দ্রিয়
গোচর, পঞ্চতন্মাত্র, এই যাবতীয়
চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব সহ, ইচ্ছা দ্বেষ ৭
সুখ দুঃখ দেহ ধৈর্য্য, আর সবিশেষ
জ্ঞানাত্মিকা মনোবৃত্তি স্বরূপা চেতনা
সবিকার ক্ষেত্র এই করিনু বর্ণনা
সংক্ষেপে তোমায়। গুরুসেবা, সরলতা, ৮।১২
আত্মশ্লাঘা ত্যাগ, ক্ষান্তি দম্ভবিহীনতা,
অহিংসা শৌচ আত্ম বিনিগ্রহ আর
বিষয়ে বৈরাগ্য, স্থৈর্য্য, গর্ব্ব পরিহার
জন্ম মৃত্যু জরাব্যাধি দুঃখ দোষময়

ইহা আলোচনা, পত্নী সন্তান আলয়
আদিতে আসক্তি ত্যাগ, নহি তাহাদের
সুখ দুঃখ ভাগী হেন জ্ঞান, হৃদয়ের
একরূপ ভাব ইষ্ট অনিষ্ট দর্শনে,
জন সমাজে বিরাগ, সদা নিরজনে
অবস্থান, সর্ব্বভূতে আত্মদৃষ্টি দ্বারা
আমাতে একান্ত ভক্তি, নিত্য ভাবধারা
অধ্যাত্ম জ্ঞানেতে, আর তত্ত্বজ্ঞানে হয়,
মুক্তিলাভ সবাকার এই ভাবোদয়,
জ্ঞান নামে অভিহিত, যাহা বিপরীত
তাহাই অজ্ঞান জেনো। লভিবে অমৃত-১৩
পদ জ্ঞাত হ'লে যাহা, কহিতেছি জ্ঞেয়
ক্ষেত্রজ্ঞ স্বরূপ সেই তোমায় কৌন্তেয়।
নহে সদসৎ সেই নিত্য স্বপ্রকাশ
নির্ব্বিশেষ পরব্রহ্ম। সর্ব্বত্র বিকাশ ১৪

তাঁর হস্ত পদ আঁখি, সর্ব্বত্র বদন
মস্তকবিশিষ্ট তিনি, আর সর্ব্বস্থান
পরিব্যাপ্ত ইহলোকে শ্রবণ ইন্দ্রিয়
সর্ব্বত্র সংযুক্ত হয়ে ; আর যাবতীয় ১৫
ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিরূপে তিনি প্রকাশিত
অথচ নিয়ত যেন ইন্দ্রিয় বর্জ্জিত।
নিঃসঙ্গ তথাপি সর্ব্বভূতের আধার,
নির্গুণ যদিও, তবু : গুণ সবাকার
পালক। আছেন সদা জীবের অন্তর ১৬
বাহিরে, তিনিই সর্ব্বভূত চরাচর
দূরস্থ অথচ যেন নিত্য সন্নিহিত
অবিজ্ঞেয় তিনি রূপ আদি বিবর্জ্জিত
হেতু। অবিভক্ত ও বিভক্ত রূপে র'ন ১৭
ভূতগণ মাঝে, সদা করেন পালন
স্থিতিকালে সেই জ্ঞেয়, গ্রাসেন প্রলয়ে

জীব সমুদয় ; আর সৃজন সময়ে
হন প্রভবিষ্ণু নানা কার্য্যরূপে ভবে।
জ্যোতিঃ সেই ব্রহ্মবস্তু আদিত্যাদি সবে ১৮
তমসা অতীত। তিনি জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞান-
গম্য, সর্ব্বভূতহৃদে তাঁর অধিষ্ঠান
নিয়ন্তৃ রূপেতে। বর্ণিলাম এইরূপে ১৯
সেই ক্ষেত্র জ্ঞান জ্ঞেয় অতীব সংক্ষেপে।
জানিয়া ইহার তত্ত্ব সদা মোর ভক্ত-
জন হয় উপযুক্ত এভবে ব্রহ্মত্ব
লভিতে। অনাদি জেনো পুরুষ প্রকৃতি ২০
দেহেন্দ্রিয় প্রভৃতির সকল বিকৃতি
গুণ প্রকৃতিজ জেনো। কার্য্য ও কারণ ২১
এদের কর্তৃত্বে হেতু প্রকৃতি অর্জ্জুন!
আর সুখ দুঃখ ভোগ করিবার কালে
পুরুষেরে হেতু কহে। ইহ-ভূমণ্ডলে ২২

প্রকৃতি চালিত দেহে, পুরুষের স্থিতি
হেতু করে ভোগ সেই নিয়ত প্রকৃতি
সম্ভূত ত্রিগুণ সবে। পুরুষের হয়
যে উদ্ভব ভবে সদসৎ যোনিদ্বয়
করিয়া আশ্রয়, তার কারণ সংসর্গ
পুরুষের সত্ত্ব আদি গুণত্রয় বর্গ
মাঝে। এ সংসারে সদা রহে অবস্থিত ২৩
যদিও পুরুষ এই প্রকৃতি চালিত
শরীরে, তথাপি তিনি ভিন্ন উহা হতে,
যেহেতু পুরুষ পার্থ। স্থিত এ জগতে
ভর্ত্তা অনুমন্তা আর ভোক্তা মহেশ্বর
উপদ্রষ্টা অন্তর্য্যামী রূপে। নিরন্তর ২৪
হয় জ্ঞাত যেবা এই পুরুষ প্রধান
ত্রিগুণা প্রকৃতি আর, রহি' বর্ত্তমান
সকল প্রকারে কিম্বা যে কোন' দশায়

নাহি জন্মে পুনঃ পুনঃ এসংসারে। পায় ২৫
কেহবা হেরিতে আত্মা দেহের মাঝারে
দিব্য চক্ষু দ্বারা ধ্যান যোগ সহকারে
কেহ কেহ লভে তাঁরে দিব্য জ্ঞানযোগে,
কেহবা নিষ্কাম নিত্য কর্ম্মের উদ্যোগে
পায় আত্মদরশন। অসমর্থ হয় ২৬
যদি কেহ হেনরূপ তত্ত্বের বিষয়
জ্ঞাত হতে, সেও গুরু উপদেশ ক্রমে
করে উপাসনা যদি মৃত্যু অতিক্রমে
সেই শ্রুতি পরায়ণ। হতেছে যে সব ২৭
স্থাবর জঙ্গমাত্মক সত্ত্বের উদ্ভব,
তৎসমুদয় জেনো হয় সমুদ্ভূত
ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের যোগে। যাবতীয় ভূত ২৮
মাঝে সমভাবে স্থিত, আর ভূতগণ-
নাশে অবিনাশী পরমাত্মা দরশন

করে যেবা ; সেই জন ভুবন মাঝারে
যথার্থ সম্যগ্‌দর্শী। পরম আত্মারে ২৯
সর্ব্বভূতে সম, করে যেবা দরশন ;
নাহি করে আত্মা দ্বারা আত্মারে নিধন
একারণ পায় মুক্তি সেজন সংসারে।
নিয়ত নিরখে যেবা সকল প্রকারে ৩০
প্রকৃতিই ক্রিয়াশীলা, আর নির্ব্বিকার
আত্মারে অকর্ত্তা জানে, সেজন সংসার:
মাঝারে যথার্থরূপে করে দরশন।
পায় নিরখিতে যবে আত্মদর্শীজন ৩১
ভূত সবাকার বহু ভিন্নভাব ধারা
প্রলয়ে একস্থ, আর সৃষ্টিকালে তা'রা
সৃজিত বিস্তৃত ব্রহ্ম হতে ; হয় প্রাপ্ত
তখন ব্রহ্মত্ব সেই। নিত্য নির্গুণত্ব ৩২
আর অনাদিত্ব হেতু রহে অবিকারী

পরমাত্মা এই। দেহে অবস্থান করি'
নাহি হয় কর্ম্মে রত, অথবা আসক্ত
কর্ম্মফলে কভু। সর্ব্বস্থান পরিব্যাপ্ত ৩৩
গগন মণ্ডল যথা সূক্ষ্মত্ব কারণ
বিকার বিহীন ভাবে রহে অনুক্ষণ,
আত্মা সনাতন তথা সকল প্রকার
দেহে রহি' বর্ত্তমান, নিত্য নির্ব্বিকার
নির্লিপ্ত ত্রিগুণে। একা আদিত্য যেমন ৩৪
করে উদ্ভাসিত বিশ্ব-চরাচরগণ,
সেইরূপ ক্ষেত্রী ভূত আদি ক্ষেত্র সবে
করে প্রকাশিত। জ্ঞাননেত্রে এই ভাবে ৩৫
অবগত যেবা, ক্ষেত্র ক্ষেত্রীর পার্থক্য
ভূতের প্রকৃতি, আর উহা হ'তে মোক্ষ
প্রাপ্তির উপায়, প্রাপ্ত হয় সেইজন
পার্থ! পরমার্থ ব্রহ্মপদ সনাতন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

গুণত্রয়-বিভাগযোগ

প্রকৃতি পুরুষ বিষয়ক পৃথকত্ব
করিয়া খণ্ডন ; গুণত্রয় যোগতত্ত্ব,
সংসার বৈচিত্র যাহে, করিলা বর্ণন
ভগবান হৃষীকেশ, সুরথী অর্জ্জুন
সন্নিধানে বিস্তারিয়া "কহি' পুনরায়, ১
পরমাত্ম নিষ্ঠজ্ঞান, শ্রেষ্ঠ সমুদয়
তপ কর্ম্ম জ্ঞান হতে যাহা, মুনিগণ
হ'য়ে জ্ঞাত লভে মোক্ষ এ দেহ বন্ধন
হতে। হেন জ্ঞান তারা করিয়া আশ্রয় ২
আমার স্বরূপ লভি' নাহি সৃষ্ট হয়
সৃজন সময় কভু, অথবা প্রলয়

কালে নাহি অনুভব করে ধনঞ্জয় ।
প্রলয়ের দুঃখরাশি । প্রকৃতি আমার ৩
গর্ভাধান স্থান, ইহ জগৎ বিস্তার
হেতু করি যদি চিৎ আভাস উহাতে
ক্ষেপন, হয় উদ্ভব বিকাশ তা হ'তে
ভূত সবাকার। মানবাদি যোনী সবে ৪
স্থাবর জঙ্গম মূর্ত্তি যে সব উদ্ভবে
মহদ্‌ব্রহ্ম মাতৃরূপা সবাকার, আর
আমি বীজপ্রদ পিতা। দেহস্থ বিকার ৫
রহিত দেহীরে করে নিবদ্ধ নিয়ত
সুখ দুঃখ ভ্রান্তি মোহে প্রকৃতি সম্ভূত
সত্ত্ব রজ তম গুণত্রয় সমুদয়।
নির্ম্মলত্ব হেতু সেই সব গুণত্রয় ৬
মাঝে, অনাময় সৎজ্ঞান প্রকাশক
সত্বগুণ, সুখে জ্ঞানে আসক্তিমূলক

সংসর্গে আবদ্ধ করে দেহীরে অর্জ্জুন !
জানিবে নিয়ত রাগাত্মক রজোগুণ ৭
হয় উৎপন্ন তৃষ্ণা সঙ্গ হতে, করে
কর্ম্মাসক্তি দ্বারা উহা নিবদ্ধ দেহীরে।
অজ্ঞান সম্ভূত তমোগুণ করি মুগ্ধ ৮
চিত্ত সবাকার, করে দেহীরে আবদ্ধ
আলস্য প্রমাদ নিদ্রা অবসাদ দ্বারা।
করে সদা সত্ত্ব গুণ সুখে মাতোয়ারা ৯
দেহীরে, কর্ম্মেতে রজোগুণ, আর শুদ্ধ
জ্ঞান করি সমাবৃত প্রমাদে আবদ্ধ
করে তমোগুণরাশি। কভু অভিভূত ১০
করি' রজ তম, হয় সত্ত্ব সমুদ্ভূত,
সত্ত্ব তম পরাভূত হ'লে রজোগুণ
আবার কখনো সত্ত্বরজ আকর্ষণ
করি' তমোগুণ হয় অতীব প্রবল।

যবে এই দেহমাঝে শ্রোত্রাদি সকল ১১
দ্বারে হয় জ্ঞানময় বিকাশ, তখন
জানিবে অর্জ্জুন ! হইয়াছে সত্ত্বগুণ
বিশেষ বর্দ্ধিত। জন্মে লোভ অভিলাষ ১২
অশান্তি বিষয় স্পৃহা, কর্ম্মেতে প্রয়াস,
হ'লে বৃদ্ধি রজোগুণ। উদ্যমহীনতা ১৩
অবিবেক ভাব মোহ কর্ম্ম বিমুখতা
এ সব লক্ষণ যবে হেরিবে অর্জ্জুন !
তখন জানিবে হইয়াছে তমোগুণ
বিশেষ প্রবল। সত্ত্বগুণ বিবর্দ্ধিত ১৪
কালে হয় যদি মৃত্যুমুখে নিপতিত
কেহ, করে সেই লাভ ব্রহ্মজ্ঞগণের
জ্যোতির্ম্ময় লোক। রজোগুণ সকলের ১৫
বৃদ্ধিকালে কেহ যদি হারায় জীবন,
কর্ম্মাসক্ত নরলোকে জনম গ্রহণ

করে। আর মৃত হয় যদি কেহ তম
গুণ প্রবলতা কালে, পশ্বাদি অধম
যোনী প্রাপ্ত হয় সেই। কহে জ্ঞানবান ১৬
সাত্ত্বিক কর্ম্মের ফল সুকৃতি প্রধান
সুখে নির্ম্মলতা, রজ করমের ফল
দুঃখরাশি, আর তম কার্য্যের কেবল
অজ্ঞান মূঢ়তা। সত্ব হতে জন্মে জ্ঞান, ১৭
রজ হতে লোভ, আর হতে তমোগুণ,
প্রমাদ অজ্ঞান মোহ। যে জন সাত্ত্বিক ১৮
যায় ঊর্দ্ধলোক পানে, যেবা রাজসিক
রহে মধ্যস্থলে, আর অতীব জঘন্য
বৃত্তি অবলম্বী তমোগুণ সমাচ্ছন্ন
জনে হয় অধোগামী। করে গুণত্রয় ১৯
কর্ম্ম, নাহি করি আমি, এই সমুদয়
করে দরশন যেবা, আর গুণ হতে

আত্মা ভিন্ন জ্ঞান যার, সমর্থ লভিতে
সেই মম ভাবরাশি। দেহ সমুদ্ভব ২০
গুণত্রয় অতিক্রম করিয়া মানব
জন্মমৃত্যু জরা দুঃখ হতে বিমোচিত
হ'য়ে পায় সুনিশ্চয় অপার অমৃত।
জিজ্ঞাসিলা ভগবানে অর্জ্জুন তখন, ২১
"প্রভো! গুণাতীত হয় কিরূপ লক্ষণ
দ্বারা এই দেহী সবে ; কিরূপ আচার
তাঁর, আর কি উপায়ে করি' পরিহার
গুণত্রয় সমুদয় করে অবস্থান"
হেন প্রশ্ন শুনি' উত্তরিলা ভগবান, ২২।২৫
"সত্ত্ব রজ তম কার্য্য স্বতঃই উদয়
হ'লে প্রবৃত্তির মাঝে, কভু নাহি হয়
দ্বেষ যার, আর তা'তে বিরত রহিয়া
আকাঙ্ক্ষা বিহীন যেবা আপনার হিয়া

মাঝে, উদাসীনবৎ রহি' অবস্থিত,
সুখ দুঃখ আদি গুণ কর্ম্মে বিচলিত
নাহি হয়, গুণ সবে শুধু আপনার
কার্য্যেরত, হেন ভাবি রহে অনিবার
অচঞ্চলভাবে, সুখ দুঃখে অবিকৃত
আত্মার মাঝারে যেবা, সদা অবস্থিত
সমান যাহার নেত্রে মৃত্তিকা পাষাণ
স্বর্ণ, প্রিয়াপ্রিয় নিন্দাস্তুতি তুল্য জ্ঞান
যা'র, জিতেন্দ্রিয় যেবা, মান অপমান
শত্রু মিত্র আদি পানে যাহার সমান
বোধ, হেন সর্ব্বারম্ভ-ত্যাগী গুণাতীত
বলি' জগতের মাঝে হয় পরিচিত।
অনন্য অন্তরে যেবা ভক্তি সহকারে ২৬
করে সেবা মোর, সেই যোগ্য পাইবারে

ব্রহ্ম ভাব, অতিক্রমি' সত্ত্বাদি ত্রিগুণ।
যেহেতু আমাতে স্থিত নিয়ত অর্জ্জুন। ২৭
ঐকান্তিক ব্রহ্মানন্দ মোক্ষ নিরঞ্জন
ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা আর ধর্ম্ম সনাতন।

পঞ্চদশ অধ্যায়



পুরুষোত্তম যোগ

বৈরাগ্য ব্যতীত জ্ঞান ভক্তি অসম্ভব
একারণ সবিস্তারে বর্ণিলা কেশব
বৈরাগ্য জনিত জ্ঞানভক্তির সন্ধান
"আজ্ঞা চক্রহতে সহস্রার ব্যবধান' ১
উত্তম পুরুষ যা'র উর্দ্ধমূল, আর
কার্য্য উপাধি বিশিষ্ট,* অধোদেশে যার
হিরণ্য গর্ভাদি শাখা প্রশাখা সকল,
সৃষ্টির প্রবাহ হেতু পণ্ডিত মণ্ডল
কহে দেহ সব কল্য প্রভাত অবধি
নাহি রবে বর্ত্তমান, আর বেদ আদি

পর্ণ রাশি যার সর্ব্ব জীবের আশ্রয়
হেনরূপ অশ্বত্থরে যেবা জ্ঞাত হয়
সেই বেদবিৎ ভবে। সতত ইহারি ২
সাখা সত্ত্ব আদি গুণত্রয় রূপ বারি—
সেচনে বর্দ্ধিত, বহু কামনা তরুণ
পল্লব বিশিষ্ট, হয় বিস্তৃত অর্জ্জুন !
অধঃ উর্দ্ধপানে। স্বীয় কর্ম্ম অনুসারে
কর্ম্ম অনুবন্ধি মূল প্রসৃত সংসারে
উর্দ্ধ অধোঃ লোকে। নাহি উপলব্ধি হয় ৩।৪
ইহার তত্ত্ব উদ্ভব হেতু স্থিতি লয়
ধরা মাঝে। বদ্ধমূল অশ্বত্থ ছেদিয়া
বিবেক শাণিত অনাশক্তি শস্ত্র দিয়া
সন্ধান করিতে হ'বে তা'র মূলীভূত
সত্তা, যাহা প্রাপ্ত হ'লে পুনঃ এজগত
মাঝে নাহি আবর্ত্তিবে, যাহা হতে হয়

চিরন্তনী জাগতিক প্রবৃত্তি নিচয়
প্রসারিত, সেই আদি পুরুষপ্রবরে
শরণ লইনু বলি' ভক্তি সহকারে
করিবে সন্ধান। নাহি যার অহঙ্কার ৫
মোহ, পরাজিত সর্ব্ব ইন্দ্রিয় বিকার
দোষ, আত্ম নিষ্ঠ যেবা, কামনা সম্যক্
নিবারিত যার ; সুখ দুঃখ ভয়ানক
দ্বন্দ্বমুক্ত যেবা, সেই অসংমূঢ় পায়
পরম অব্যয় পদ। নাহি এ ধরায় ৬
করে আবর্ত্তন যোগীজন পুনরায়
লভিয়া যাহারে, নাহি প্রকাশে যেথায়
চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি, সেই অনাময় স্থান
মোর। আমারই অংশ এই সনাতন ৭
অবিদ্যা সম্ভূত জীব আকর্ষণ করে
প্রকৃতিস্থ যত মন ইন্দ্রিয় নিকরে

সংসার-ভোগার্থে। ইহদেহের বিনাশে ৮
সংসার মাঝারে যবে স্বীয় কর্ম্মবশে
পুনঃ প্রাপ্ত হয় দেহী নবীন শরীর
পুষ্প আদি হতে যথা বিহরে সমীর
লইয়া তাহার গন্ধসহ সূক্ষ্মাংশ
সমূহ অদৃশ্যভাবে, সেইরূপ ধ্বংশ-
প্রাপ্ত দেহ হতে নব দেহে নিয়া যায়
ইন্দ্রিয় গোচর, দেহী করিয়া আশ্রয় ৯
চক্ষু কর্ণ জিহ্বা ত্বক নাসা আর মন
ইন্দ্রিয় সমূহ যত করে অনুক্ষণ
বিষয় সম্ভোগ। দেহ মাঝে অবস্থিত ১০
দেহান্তরগামী, কিম্বা ইন্দ্রিয় অন্বিত,
অথবা বিষয়ভোগী দেহীরে অক্ষম
হেরিতে বিমূঢ়, কিন্তু যেজন পরম
আত্মতত্ত্বজ্ঞানী, পায় হেরিতে উহারে।

সংযত চিত্ত যোগিগণ নিত্য পারে ১১
নিরখিতে এই আত্মা দেহে অবস্থিত।
কিন্তু অবিবেকী মূঢ় যদিও নিয়ত
বিবিধ শাস্ত্রাদি পাঠে হয় যত্নবান
তথাপি হেরিতে নারে। সদা দীপ্তিমান ১২
যে তেজঃ আদিত্য অগ্নি চন্দ্রমামণ্ডলে,
করিছে প্রকাশ যাহা জগৎ সকলে
সেই তেজঃ ধনঞ্জয়! জানিবে আমার।
হয়ে অধিষ্ঠিত আমি ধরণী মাঝার ১৩
স্বীয় মায়াবলে করি নিয়ত ধারণ
ভূতগণ সবে, আর ওষধি পোষণ
করি রসময় চন্দ্র হয়ে। বৈশ্বানর ১৪
হ'য়ে প্রাণিগণ দেহে আমি নিরন্তর
প্রবেশি অপান প্রাণ বায়ু সহ যুক্ত
হ'য়ে করি পরিপাক চতুর্ব্বিধভুক্ত

অন্ন তাহাদের। প্রাণী সব হৃদে আমি ১৫
করি অবস্থান সদা জেনো অন্তর্য্যামী
রূপে, সেই সবাকার পূর্ব্ব অনুভূত
স্মৃতি ও বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগ সম্ভূত—
জ্ঞান, ইহাদের লয়, সম্পাদন হয়
আমা' হতে। আমি পার্থ! বেদ সমুদয়
মাঝারে জ্ঞাতব্য, বেদান্তের প্রতিষ্ঠাতা
আমি, আমি সর্ব্ব বেদ অর্থ পরিজ্ঞাতা।
ক্ষর ও অক্ষর নামে আদিকাল হতে ১৬
এই যে পুরুষদ্বয় প্রসিদ্ধ জগতে
তাদের মাঝারে ক্ষর ভূতচরাচর,
কূটস্থ চৈতন্য উক্ত পুরুষ অক্ষর।
এই ক্ষর ও অক্ষর হতে ভিন্ন রহে ১৭
উত্তম পুরুষ যেবা পরমাত্মা কহে
তারে, যদিও ঈশ্বর বিকার রহিত

তথাপি ত্রিলোক মাঝে হয়ে অধিষ্ঠিত
করেন পালন সবে। কারণ অক্ষর ১৮
হতেও উত্তম আমি; আর নিরন্তর
ক্ষরের অতীত, এ হেতু পুরুষোত্তম
বলিয়া প্রথিত বেদ আগম নিগম
পুরাণে। এভাবে স্থির মনে যেবা মোরে ১৯
পুরুষোত্তম বলিয়া জানে, সদা করে
সেই সর্ব্ববিদ্ জন আমার অর্চ্চনা
সর্ব্বরূপে। করিলাম তোমারে বর্ণনা ২০
সবিস্তারে হে অনঘ! অতি গোপনীয়
শাস্ত্রের বিষয় যত। এই যাবতীয়
যে কোন' মানব হ'লে অবগত, হয়
কৃতার্থ সম্যক্ জ্ঞানী সদা শান্তিময়।

ষোড়শ অধ্যায়



দৈবাসুর সম্পদযোগ

পুরুষ উত্তম যোগে করিয়া বর্ণন
বৈরাগ্য বিষয়, পরে কহিলা অর্জ্জুন
সন্নিধানে হৃষীকেশ, করিতে নির্ণয়
দৈবাসুর ভাবদ্বয়, সবাকার হয়
যাহে মুক্তিপদ লাভ সংসার বন্ধন
কামনা আসক্তি হতে, করিলে বর্জ্জন
আসুরী সম্পদরাশি, "সত্য, আত্মধ্যান, ১।৩
নিষ্ঠা জ্ঞান যোগে, ত্যাগ, চিত্তশুদ্ধি, দান
নির্লোভ তপস্যা যজ্ঞ শান্তি নির্ভীকতা,
অক্রোধ নিরহঙ্কার ধৈর্য্য সরলতা

অহিংসা, অদ্রোহ তেজঃ, খলতা বর্জ্জন,
কুকার্য্য চিন্তায় লজ্জা, ইন্দ্রিয় দমন,
সর্ব্বভূতে দয়া, ক্ষমা, বহিঃ অভ্যন্তর-
শুদ্ধি, অচাঞ্চল্য, আপনারে নিরন্তর
অতি পূজ্য মনে করা হেন অভিমান
ত্যাগ, এই সমুদয় হয় সে মহান
মানবে জন্মে যাহারা এই ভূমণ্ডল
মাঝে লক্ষ্য করি দৈবী সম্পদ সকল।
মানবমণ্ডলী মাঝে স্বীয় ধার্ম্মিকতা
প্রচারর্থ বৃথা আরম্বর, নিষ্ঠুরতা
ক্রোধ, আপনারে পূজ্য ভাবি' অভিমান,
ধন আদি হেতু গর্ব্ব, অবিবেক জ্ঞান,
এ সকল ভাব হয় তাদের অন্তরে
আসুরী সম্পদ অভিমুখে যারা করে
জনম গ্রহণ। জেনো মোক্ষের কারণ ৫

দৈবী সম্পদসমূহ, আসুরী বন্ধন
হেতু। অতএব হে পাণ্ডব! বৃথা শোক
নহে সমুচিত, জন্ম ল'ভেছ ভূলোক
মাঝারে দৈবী সম্পদসহ। এ সংসার ৬
মাঝে পার্থ! দৈবাসুর নামে দ্বিপ্রকার
ভূত সৃষ্টি বিদ্যমান। করেছি বর্ণন
দৈবী সবিস্তারে তোমা', করহ শ্রবণ
আসুরী ভাবের বৃত্তি সমুদয় যত।
এই ভাবাপন্ন নরে নহে অবগত ৭
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি সবে। নাহি একারণ
তাদের মাঝারে কোন সত্য আচরণ,
আচার অথবা শৌচ। এইরূপ কহে ৮
তা'রা বিশ্ব অনীশ্বর, অপ্রতিষ্ঠ, নহে
সত্য কভু, স্ত্রীপুরুষ যোগে উৎপন্ন
হতেছে জগৎ। ইহা ভিন্ন নাহি অন্য

কোন হেতু, শুধু নারী পুরুষের কাম
প্রবাহ হতে প্রসূত এই ভূত গ্রাম।
নাস্তিকের এই দৃষ্টি করিয়া আশ্রয় ৯
অল্পবুদ্ধি মন্দমতি নর সমুদয়
উগ্র কর্ম্মা হ'য়ে, বিশ্ব বিনাশ সাধন
তরে অরিরূপে করে জনম গ্রহণ।
কামনা দুষ্পূরণীয় আশ্রয় করিয়া ১০
দম্ভ অভিমানে তারা গর্ব্বিত হইয়া
মোহ বশে মন্ত্র দ্বারা পূজি' দেবতারে
লভিব অমূল্যনিধি, হেন দুরাশারে
করিয়া পোষণ, মদ্য মাংসাদিযুক্ত
ব্রত পরায়ণ হয়ে নিয়ত প্রবৃত্ত
অশুচি অকার্য্যে যত। মৃত্যুকালাবধি ১১।১২
অগণিত চিন্তারাশি করি নিরবধি
কাম ভোগপরায়ণ হ'য়ে কামনার

চরিতার্থ সম্পাদন আমা' সবাকার
পরমপুরুষ অর্থ, হেন জ্ঞান স্থির
করি' বহু আশাপাশে আবদ্ধ অধীর
কাম ক্রোধে তা'রা, কাম উপভোগ তরে
অন্যায় প্রকারে সদা অভিলাষ করে
অর্থের সঞ্চয়। অদ্য এই লভিলাম, ১৩।১৬
হইবে পূরণ পরে এই মনস্কাম,
ইহা আছে মোর, আর পরেও আমারি
হবে এই ধন, নাশিয়াছি এই অরি
অপরে নাশিব পরে, আমি বলবান
আমি ভোগী, সিদ্ধসুখী আমি ধনবান,
ঈশ্বর কুলীন আমি, কে আছে আমার
ন্যায়, করি' যজ্ঞ কর্ম্ম অন্য সবাকার
চেয়ে প্রতিষ্ঠা পাইব, দানাদি ক্রিয়ায়

যশস্বী হইব, আর লভিব হিয়ায়
অফুরন্ত হর্ষরাশি, এ ভাবে অজ্ঞানে
বিমুগ্ধ মানব, বহু বিষয় সন্ধানে
ভ্রাম্যমান ভ্রান্ত চিতে, মোহ জালাবৃত
কাম ভোগাসক্ত হ'য়ে হয় নিপতিত
অশুচি নরকে। সদা নিজেরে আপনি ১৭
অতি পূজ্য ভাবে মনে, ধন অভিমানী
অনম্র গর্ব্বিত তা'রা দম্ভ সহকারে
অবিধি পূর্ব্বক শুধু নাম মাত্র তরে
করে যজ্ঞ সম্পাদন। অহঙ্কার কাম ১৮
ক্রোধ বল দর্পে বৃথা মজি' অবিরাম
আত্মদেহে পরদেহে অবস্থিত মোরে
করি দ্বেষ সাধুদের গুণপ্রতি করে
দোষারোপ কত। করি নিক্ষেপ নিয়ত ১৯

মম দ্বেষী, পাপী ক্রূর নরাধমে যত
আসুরী যোনিতে। ইহ জগৎ মাঝারে ২০
হে কৌন্তেয়! মূঢ় সবে পায় না আমারে।
পাইয়া আসুরী যোনি জন্মে জন্মে তা'রা
আরও অধম গতি পায় ত্বরা ধরা
মাঝে। কাম ক্রোধ লোভ নরকের দ্বার ২১
ত্রয়, সদা নাশে আত্মজ্ঞান সবাকার,
এ হেতু ত্যজিবে উহা। অশান্তি নরক ২২
দ্বাররূপ দোষত্রয় হইতে সম্যক
বিমুক্ত মানব স্বীয় শ্রেয় আচরণ
করি' প্রাপ্ত হয় পরে পরম সাধন
ফলে নিরুপম গতি মুক্তিপদ। ত্যজি' ২৩
শাস্ত্রবিধি যারা স্বেচ্ছামত কর্ম্মে মজি'
রহে এ সংসারে, নহে সমর্থ কখনো
তারা সিদ্ধি মোক্ষ সুখ লভিবারে জেনো;

অতএব কার্য্যাকার্য্য তত্ত্বের নির্ণয় ২৪
বিষয়ে, প্রমাণ তব শাস্ত্র সমুদয়।
একারণ হয়ে জ্ঞাত শাস্ত্রের বিধান
কর্ত্তব্য কর্ম্মেতে পার্থ! হও যত্নবান।

সপ্তদশ অধ্যায়



শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগযোগ

দৈবাসুর সম্পদ যোগ তত্ত্ব শুনি'
জিজ্ঞাসিলা ভগবান কেশবে ফাল্গুনী,
অবগত হতে, জ্ঞানতত্ত্বে অধিকার
হয় কিনা সবাকার কভু এ সংসার
মাঝে, করি পরিহার শাস্ত্রবিধি যত
উপাসনা আদি কর্ম্মে হয় যদি রত
অতি শ্রদ্ধা সহকারে, "শাস্ত্রের বিধান ১
করিয়া লঙ্ঘন যেবা হ'য়ে শ্রদ্ধাবান
করে পূজা আদি ; নিষ্ঠা কিরূপ তাহার,
সাত্ত্বিকী রাজসী না তামসী ?"

শুনি' তা'র
হেন প্রশ্ন উত্তরিলা ভগবান, "হয় ২
জীবের স্বভাব জাত এই শ্রদ্ধাত্রয়,
সাত্ত্বিকী রাজসী আর তামসী, শ্রবণ
করহ কিরূপ উহা, সর্ব্ববিধ জন ৩
সমূহের শ্রদ্ধারাশি বিশিষ্ট সংস্কার
বশে হয় সঞ্চালিত, সদা সবাকার
অন্তর্য্যামী রূপে হৃদিমাঝে অধিষ্ঠিত
পরম পুরুষ শ্রদ্ধাময়, সমন্বিত
যেরূপ শ্রদ্ধায় যেবা সেইরূপ তা'র
প্রতি তিনি। করে উপাসনা দেবতার ৪
সাত্ত্বিক যাহারা, যক্ষ রক্ষঃ রাজসিক,
আর ভূত প্রেত সবে পূজে তামসিক
যারা। দম্ভী অহঙ্কারী অবিবেকী নরে ৫।৬
আসক্তি আগ্রহ কাম আবিষ্ট অন্তরে

বৃথা উপবাস আদি দ্বারা দেহস্থিত
পঞ্চভূত, আর দেহ মধ্যে অধিষ্ঠিত
অন্তর্য্যামী মোরে ক্লেশ করিয়া প্রদান
অশাস্ত্র বিহিত উগ্র তপ অনুষ্ঠান
করে, ক্রূর কর্ম্মা ব'লে তাহাদেরে জেনো।
ত্রিবিধ আহার প্রিয় সবাকার, হেন ৭
রূপ যজ্ঞ তপ দান, শ্রবণ করহ
প্রভেদ তা'দের এই। আয়ু উৎসাহ ৮
আরোগ্য প্রসাদ রুচি সত্ত্ব ভাব বল—
বর্দ্ধক অথচ স্নেহরস এ সকল
সারাংশস্থিত রহে স্থায়ীরূপে, আর
চিত্ত তৃপ্ত হয় হেন পবিত্র আহার
সাত্ত্বিক জনের প্রিয়। কটু অম্ল তিক্ত ৯
অত্যুষ্ণ বিদাহী রুক্ষ্ম তীক্ষ্ণ লবণাক্ত
রোগ শোক তাপপ্রদ এ সকল প্রিয়

ভোজ্য রাজসের। আর খাদ্য যাবতীয় ১০
যাহা শীতলতা প্রাপ্ত, তুর্গন্ধ বিশিষ্ট,
রসহীন পর্য্যুষিত অভক্ষ্য উচ্ছিষ্ট,
প্রিয় তামসের। ফল আকাঙ্ক্ষা বর্জ্জন- ১১
কারী নর সবে চিত্ত করি সমর্পণ,
পরমাত্মায় নিয়ত, বিধি অনুসারে
যে যজ্ঞের করে অনুষ্ঠান এ সংসারে
অবশ্য কর্ত্তব্য বোধে, তাহাই সাত্ত্বিক।
কিন্তু করে অনুষ্ঠান যে যজ্ঞ দাম্ভিক ১২
নরে, ফল প্রাপ্তি তরে, অথবা স্বকীয়
ধার্ম্মিকতা দিতে পরিচয় যাবতীয়
মানব মণ্ডলী মাঝে জানিবে উহাই
রাজসিক যজ্ঞ তুমি। আর সমুদয় ১৩
যজ্ঞ যাহা বিধিশূন্য, শাস্ত্র অনুসারে
মন্ত্র ও দাক্ষিণাহীন, নাহি সৎপাত্রে

অন্নদান কোন, ভক্তি শ্রদ্ধা বিবর্জ্জিত
তাহাই তামস যজ্ঞ। পূজা যথোচিত ১৪
দেবতা ব্রাহ্মণ গুরু তত্ত্ববিদ্‌গণে,
অহিংসা ব্রহ্মচর্য্য শুচিভাব মনে,
সরলতা, এ সকল শাস্ত্রেতে বর্ণিত
শারীর তপস্যা। আর উদ্বেগ বর্জ্জিত ১৫
হিতকর প্রিয় বাক্য বেদাভ্যাস সত্য
এ সব বাঙ্ময় তপ ব'লে হয় উক্ত
জেনো। ইন্দ্রিয় নিগ্রহ চিত্ত প্রসন্নতা, ১৬
আন্তরিক ভাব শুদ্ধি মৌন অক্রূরতা
মানস তপস্যা জেনো এসব বর্ণিত।
আত্ম সমাহিত ফল আসক্তি বর্জ্জিত ১৭
মানবের দ্বারা অতি শ্রদ্ধা সহকারে
অনুষ্ঠিত এই তপত্রয় জ্ঞানী নরে
সাত্ত্বিক বলিয়া কহে। আর যাহা হয় ১৮

সম্পাদিত দম্ভ সহকারে সাতিশয়
সাধুবাদ মান পূজা প্রাপ্তি তরে, উক্ত
এ সংসারে সেই সব ক্ষণিক অনিত্য
তপ রাজসিক বলে। অবিবেক বশে ১৯
আত্ম ক্লেশ দ্বারা, কিংবা পরের বিনাশে,
যে তপস্যা হয় অনুষ্ঠিত, অভিহিত
উহাই তামস। দান করাই বিহিত ২০
হেন জ্ঞানে দেশ কাল পাত্র বিবেচনা
করি দান করা হয় যে বস্তু কামনা-
হীন হ'য়ে; প্রতি-উপকারে অসমর্থ
নরে, উহাই সাত্ত্বিক দান জেনো পার্থ।
তুমি। উপকার প্রাপ্তি আশায় নিতান্ত ২১
অনিচ্ছায়; কিম্বা ফল উদ্দেশে একান্ত
ক্ষুণ্নমনে দান করা হয় যাহা, জেনো
উহাই রাজস। দেশ কাল পাত্র হেন ২২

নাহি হেরি সৎকার শূন্য, তিরস্কার
সহ দান করা হয় যে বস্তু তাহার
নাম তামসিক দান। ব্রহ্মের নির্দ্দেশ ২৩
ওম তৎ সৎ এই ত্রিবিধ বিশেষ
বর্ণিত যাহা শাস্ত্রের মাঝারে। ব্রাহ্মণ
বেদ যজ্ঞ পুরাকালে হ'য়েছে সৃজন
ত্রিবিধ নামেতে। ওম্ শব্দ একারণ ২৪
করি' উচ্চারণ সদা হয় প্রবর্ত্তন
ব্রহ্মবাদীদের যজ্ঞ দান তপঃ ক্রিয়া।
মোক্ষার্থী মানব সবে সম্যক ত্যজিয়া ২৫
ফলাসক্তি সমুদয় করে অনুষ্ঠান
ভবে বহুবিধ তপঃ ক্রিয়া যজ্ঞ দান
তৎ শব্দ উচ্চারিয়া। হে পার্থ! সদ্ভাবে ২৬
শ্রেষ্ঠ অর্থে, মাঙ্গলিক কর্ম্ম হয় যবে
সম্পাদন, সৎ শব্দ জানিবে প্রযুক্ত

তখন। তপস্যা দানে যজ্ঞেতে নিযুক্ত ২৭
ভাবে অবস্থান, আর তদর্থীয় কর্ম্ম
সৎ নামে অভিহিত। যজ্ঞ তপ ধর্ম্ম ২৮
দান হোম আর অন্য কিছু করা হয়
অশ্রদ্ধায় যদি, উক্ত সেই সমুদয়
অসৎ বলিয়া ভবে। ইহলোক আর
পরলোকে সমুদয় নিষ্ফল তাহার।”

অষ্টাদশ অধ্যায়

——ঃ*ঃ——

মোক্ষযোগ

কর্ম্মফল সমুদয় করি' পরিহার
কর্ম্ম অনুষ্ঠান বিষয়ক বারম্বার
সবিশেষ উপদেশ করিয়া শ্রবণ
হৃষীকেশ মুখে, পরে কহিলা বচন
অর্জ্জুন তাঁহারে অতি সন্দিগ্ধ পরাণে,
জানিতে উভয় জাত বিরোধ কেমনে
হয় বিদূরিত, "করি কৃষ্ণ ! অভিলাষ ১
জানিতে পৃথগ্‌রূপে ত্যাগ ও সন্ন্যাস
তত্ত্বরাশি"
স্বীয় মুখ বিনিঃসৃত জ্ঞান-

গর্ভ উপদেশ রাশি কৃষ্ণ ভগবান
পার্থের স্মরণ হেতু করি' সঙ্কলন
কহিলা তাহারে, হয় যাহে তার মন
আকর্ষণ পরমার্থ তত্ত্ব বুঝিবারে,
"কাম্য কর্ম্ম সমুদয় ত্যাগ একেবারে ২
সন্ন্যাস বলিয়া জানে সুধী মহোদয়,
আর কহে ত্যাগ, আত্মজ্ঞানী তারে, হয়
কর্ম্ম ফল ত্যাগ যদি। কর্ম্ম দোষময় ৩
হেতু কোন জ্ঞানী ত্যজ্য কর্ম্ম সমুদয়—
কহে। আর অন্য কেহ এইরূপ কহে,
যজ্ঞ তপঃ কর্ম্ম দান এ সকল নহে
ত্যজ্য কভু। শোন তবে পুরুষ প্রধান! ৪
ত্যাগের বিষয়ে মম মীমাংসিত জ্ঞান।
জানিবে অর্জ্জুন! তুমি, ত্রিবিধ কীর্ত্তিত ৫
উহা। যজ্ঞ তপঃ কর্ম্ম দান যথোচিত

অনুষ্ঠেয়, নহে পরিত্যজ্য কভু, করে
উহা, শুদ্ধ চেতা মোক্ষকামী সব নরে।
কিন্তু কর্ম্ম অনুষ্ঠেয় ত্যজিয়া উহার ৬
ফলাসক্তি সমুদয়। ইহাই আমার
শ্রেষ্ঠ অভিমত জেনো। কিন্তু অবিধেয় ৭
নিত্য কর্ম্মত্যাগ। মোহবশে যদি কেহ
উহারে বর্জ্জন করে জেনো তামসিক
উহা। দুঃখ আশঙ্কায় যারা শারীরিক ৮
ক্লেশ ভয়ে কর্ম্মত্যজে, না'হয় সমর্থ
করিয়া রাজস ত্যাগ লভিবারে পার্থ।
শান্তি ত্যাগ ফলে। ত্যজি সঙ্গ কর্ম্মফল ৯
একান্ত কর্ত্তব্য বোধে হয় যে সকল
নিত্য কর্ম্ম অনুষ্ঠিত, তাহাই কীর্ত্তিত
জগতে সাত্ত্বিকত্যাগ। অবিদ্যা জনিত ১০
সংশয়বিহীন সত্বগুণ সমাপন্ন

স্থিরমতি ত্যাগী নরে নাহি হয় ক্ষুণ্ণ
দুঃখাবহ কর্ম্মে কভু, কিম্বা নাহি করে
প্রীতি বোধ সুখকর তা'হে। একেবারে ১১
কর্ম্ম ত্যাজিবারে নহে সমর্থ সকলে,
কিন্তু ত্যাজিয়াছে যেবা ইহ ভূমণ্ডলে
কর্ম্ম ফল, সেই ত্যাগী জানিবে নিশ্চিত।
ইষ্ট ও অনিষ্ট আর উভয় মিশ্রিত ১২
ত্রিবিধ কর্ম্মের ফল পরকালে পায়
সকাম মানব, কিন্তু এই সমুদয়
কর্ম্মফল নাহি প্রাপ্ত হয় পরমার্থ
সন্ন্যাসী সমূহ। শুন মহারথী পার্থ! ১৩
আমার সকাশে এই পাঁচটি কারণ
সাংখ্যও বেদান্তে আছে যার বিবরণ
সর্ব্বকর্ম্ম সিদ্ধিহেতু। দেহ অহঙ্কার ১৪
নেত্রাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা বিবিধ বিকার,

প্রাণাপান আদি কার্য্য হয় নিয়ন্ত্রিত
পঞ্চম কারণ দৈব হতে। সম্পাদিত ১৫
হয় ধর্ম্মাধর্ম্ম যাহা দেহবাক্যমন
দ্বারা ; এই পঞ্চ জেনো নিগূঢ় কারণ।
এ হেন দশায় যদি নিরখে দুর্ম্মতি ১৬
কেহ নিরুপাধি নির্ব্বিকার আত্মাপ্রতি
শুধু কর্ত্তা হেন জ্ঞানে, অমার্জ্জিত তার
বুদ্ধি হেতু, সেই মূঢ় অক্ষম সংসার
মাঝে হেরিতে সম্যক। নাহি যার কোন ১৭
আমি কর্ত্তা ভাব, আর না হয় কখনো
কর্ম্মে রত বুদ্ধি যার ভাল মন্দ জ্ঞানে,
বধিয়া যদিও এই যত নরগণে
নাহি বধে ; কিংবা বদ্ধ হয় তার ফলে।
জ্ঞান জ্ঞেয় পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধ সকলে ১৮
কর্ম্ম প্রবর্ত্তক, আর ক্রিয়ার আশ্রয়

কর্ত্তা ও করণ কর্ম্ম এই সমুদয়।
কর্ত্তা কর্ম্ম জ্ঞান, গুণ ভেদে ত্রিপ্রকার, ১৯
করহ শ্রবণ পার্থ! যথা রীতি তার
স্থিতি গুণ অনুসারে। যে জ্ঞান সহায় ২০
বিভক্ত সমগ্র ভূত মাঝে দেখা যায়,
অবিভক্ত এক ভাব নিত্য নির্ব্বিকার
তাহাই সাত্বিক জেনো। বিভিন্ন প্রকার, ২১
পৃথকত্ত্বদ্বারা, নানা ভাবের সঞ্চার
হয় সমুদয় ভূতে যে জ্ঞান সহায়,
জেনো রাজসিক উহা। আর প্রতিমাই ২২
ভগবান, দেহ আত্মা, হেন বোধ যুক্ত
হেতু-পরমার্থ শূন্য তুচ্ছ জ্ঞান উক্ত
তামসিক। কবে নিত্য করণীয় বলে' ২৩
যাহা কর্ম্ম-ফল ত্যাগী মানব সকলে
নাহি হয় অনুষ্ঠিত প্রীতি আর দ্বেষ

বশে যাহা, সদা যা'হে আসক্তি বিশেষ
বর্জ্জিত, সাত্ত্বিক কর্ম্ম পার্থ! জেনো তুমি
তারে। অহঙ্কারী কিম্বা কর্ম্মফলকামী ২৪
করে যাহা সাতিশয় শ্রম সহকারে,
তাহাই রাজস কর্ম্ম। সংসার মাঝারে ২৫
পশ্চাতে যাহাতে ভাবী বন্ধন কারণ
পরের বিনাশ হিংসা অথবা আপন
সামর্থ্য বিষয় নাহি ভাবি' করা হয়
প্রারম্ভ যাহার মোহ বশে, তা'রে কয়
কর্ম্ম তামসিক। অনাসক্ত অহঙ্কার-২৬
শূন্য, সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সদা নির্ব্বিকার,
ধৈর্য্য আর উৎসাহে যেবা সমন্বিত
সেজন সাত্ত্বিক কর্ত্তা হয় অভিহিত।
কর্ম্মফল অভিলাষী অনুরাগী অতি ২৭
লোলুপ অশুচি হিংস্র, লাভালাভ প্রতি

হর্ষ শোকান্বিত যেবা, তাহারে রাজস
কহে। অবিবেকী শঠ, অনম্র অলস, ২৮
পর অপমানকারী ইন্দ্রিয় আসক্ত
সদা দীঘ্রসূত্রী কর্ত্তা যেই জন, উক্ত
তামস বলিয়া সেই। সত্ত্ব আদি গুণ ২৯
ভেদে ধৃতি আর বুদ্ধি ত্রিবিধ অর্জ্জুন!
করহ শ্রবণ এবে কহি সবিস্তারে
পৃথগ্ রূপেতে উহা। সংসার মাঝারে ৩০
সবার অন্তরে সদা উপলব্ধি হয়
যে বুদ্ধি সহায়, কার্য্য, অকার্য্য, অভয়,
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ভয়, মোক্ষ ও বন্ধন
উহাই সাত্ত্বিকী বুদ্ধি। নাহি নিরূপণ ৩১
হয় যার দ্বারা কার্য্য অকার্য্য অধর্ম্ম,
আর ধর্ম্ম সমূহের যথাযথ মর্ম্ম,
তাহাই রাজসী বুদ্ধি। যেবুদ্ধি ধর্ম্মরে ৩২

অধর্ম্ম ভাবিয়া অবিরত মনে করে
সর্ব্ব অর্থ বিপরীত, তমোগুণাবৃত
জানিবে তামসী উহা। করে নিয়মিত ৩৩
যোগের প্রভাবে যাহা ইন্দ্রিয়গণের
ক্রিয়া, আর মনঃ প্রাণ, অন্য বিষয়ের
ধারণা ত্যজিয়া, সেই ধৃতি অভিহিত
সাত্ত্বিকী জানিবে। যার দ্বারা বিবেচিত ৩৪
হয় ধর্ম্ম অর্থ কাম শ্রেষ্ঠ আতিশয়,
আর হয় যদি ফল আকাঙ্ক্ষা উদয়
তাহাই রাজসী ধৃতি। নাহি পরিহার ৩৫
করিয়াছে অবিবেকী মানব যাহার
বশে, নিদ্রা ক্রোধ শোক অহঙ্কার ভয়,
উহাই তামসী ধৃতি জেনো ধনঞ্জয়।
করহ শ্রবণ এবে অর্জ্জুন আমার ৩৬।৩৭
সকাশে, ত্রিবিধ সুখ কিবা, সবাকার

পরম আনন্দ যাহে অভ্যাস বশতঃ
সৎগুরু উপদেশে ; আর দুঃখ যত
হয় অবসান। অগ্রে যাহা বিষময়
পশ্চাতে অমৃত সম সদা বোধ হয়,
আর যাহা আত্মজ্ঞান প্রসাদ জনিত
উহাই সাত্ত্বিক সুখ ব'লে অভিহিত।
যাহা নানাবিধ বহু বিষয় ইন্দ্রিয় ৩৮
সংযোগ কারণ অগ্রে পরম অমিয়,
পরিণামে বিষবৎ সদা বোধ হয়,
তাহাই রাজস সুখ চির দুঃখময়।
যে সুখ আলস্য নিদ্রা প্রমাদ উত্থিত ৩৯
আর অগ্রে পরিণামে করে বিমোহিত,
উহাই তামস সুখ। নাহি হেন জীব ৪০
জগতে, দেবতাগণ মাঝে, বা ত্রিদিব
আলয়ে বিমুক্ত যারা প্রকৃতি সম্ভূত

গুণত্রয় হতে। পূর্ব্ব সংস্কার ভূত ৪১
গুণেতে বিভক্ত হয় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়
বৈশ্য শূদ্র সবাকার কর্ম্ম যাবতীয়।
শম দম তপ আর শৌচ সরলতা ৪২
জ্ঞান ও বিজ্ঞান ক্ষমা স্থির আস্তিকতা
এ সব স্বভাব জাত কর্ম্ম ব্রাহ্মণের।
পরাক্রম তেজঃ ধৃতি দান, সকলের ৪৩
প্রতি শাসন সামর্থ্য, দক্ষতা সমর
মাঝে, মৃত্যু জানিয়াও রণে অগ্রসর
হওয়া, স্বভাবজাত এ সব ক্ষত্রিয়-
গণের লক্ষণ। কৃষিকার্য্য যাবতীয় ৪৪
বাণিজ্য পশুপালন, কর্ম্ম বৈশ্যদের
স্বাভাবিক। ব্রাহ্মণাদি বর্ণ সকলের
পরিচর্য্যা শূদ্রদের স্বভাবজ জেনো।
নিষ্ঠাবান আপনার কর্ম্মে যেবা, হেন ৪৫

নরে করে সিদ্ধিলাভ। শ্রবণ করহ
কিরূপে স্বধর্ম্ম রত মানব সমূহ
করে সিদ্ধিলাভ ভবে। প্রবৃত্তি সম্ভবে ৪৬
যাহা হতে মানবের, বিপুল বৈভবে
ব্যপ্ত বিশ্বমাঝে যিনি, মানব তাঁহারে
স্বকীয় কর্ম্মের দ্বারা আরাধনা ক'রে
লভে সিদ্ধিপদ। হয় যদি অনুষ্ঠিত ৪৭
পরধর্ম্ম সমুদয় যত যথোচিত
রূপে তথাপি প্রধান সদোষ স্বধর্ম্ম
পরধর্ম্ম হতে। সদা স্বভাবজ কর্ম্ম
আচরিয়া নাহি কেহ পাপে লিপ্ত হয়।
স্বভাব বিহিত কর্ম্ম রাশি দোষময় ৪৮
তথাপি নাহি করিবে বর্জ্জন। কারণ
আবৃত অনল রহে ধূমেতে যেমন
সেইরূপ যাবতীয় কর্ম্ম দোষময়।

জিতেন্দ্রিয় স্পৃহাহীন, সকল বিষয় ৪৯
মাঝে অনাসক্তি যার, হেন নরে ফল
আকাঙ্ক্ষা ত্যজিয়া প্রাপ্ত হয় নিরমল
পরমা নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি। হেনরূপ সিদ্ধি-৫০
প্রাপ্ত নর সবে করে যথা উপলব্ধি
পরব্রহ্ম ভাব, যাহা জ্ঞানের চরম
সীমায় সমাপ্ত ; সেই অতি গুহ্যতম
বিবরণ সংক্ষেপেই করহ শ্রবণ।
দৃঢ় ধৈর্য্য সহকারে আপনার মন ৫১।৫৩
বিশুদ্ধ ভাবেতে সদা সংযত রাখিয়া
রাগ দ্বেষ শব্দ আদি বিষয় বর্জ্জিয়া
বাক্য মন দেহ সবে করি' নিয়মিত
নির্জ্জন নিবাসী ধ্যানযুক্ত পরিমিত
ভোজী হ'য়ে সদা তীব্র বৈরাগ্য আশ্রয়,
গর্ব্ব কাম ক্রোধ দর্প বল সমুদয়

পরিগ্রহ পরিহার পূর্ব্বক নির্ম্মম
প্রশান্ত নিয়ত যেজন সেই পরম
আত্ম নিষ্ঠ জ্ঞানী হয় যোগ্য পাইবারে
ব্রহ্মভাব রাশি। ইহ সং[illegible]ারে ৫৪।৫৫
প্রসন্ন অন্তরে রহে ব্রহ্ম ভাবাশ্রিত
যেবা, নহে বিষাদিত কভু বিনাশিত
দ্রব্যের কারণে কিম্বা অপ্রাপ্ত বিষয়-
পানে নাহি হয় তা'র আকাঙ্ক্ষা উদয়।
ভূত সমুদয়ে রহে সমদৃষ্টি তা'র,
একারণ লভি' শ্রেষ্ঠা ভকতি আমার
সেইজন হ'য়ে জ্ঞাত স্বরূপতঃ মোরে
যেরূপ বা যাহা আমি ভক্তি সহকারে
প্রবেশি' আমাতে হয় পরম আনন্দ
স্বরূপ। মদেক চিত্ত মানব স্বচ্ছন্দ ৫৬
হৃদে সর্ব্ববিধ কর্ম্ম করি' অবিরত

আমার প্রসাদে পায় পরম শাশ্বত
নিত্য পদ সনাতন। করিয়া অর্পণ ৫৭
আমাতে সকল কর্ম্ম, মৎপরায়ণ-
অন্তরে আশ্রয় করি বুদ্ধি যোগবল
হও মৎ চিত্ত সদা। তা'হলে কেবল ৫৮
আমার প্রসাদে হবে পার এ সংসার
দুঃখ হতে। কিন্তু পার্থ! যদি অহঙ্কার
বশে নাহি প্রণিধান কর মম বাণী,
তবে পাবে অধোগতি নিশ্চয় আপনি।
করিয়া আশ্রয় শুধু বৃথা অহঙ্কার ৫৯
করিতেছ আপনার মনে কতবার
না করিব যুদ্ধ আমি, নহে পার্থ! সত্য
এ হেন সংকল্প তব। প্রকৃতি প্রবৃত্ত
করাবে তোমায়। মোহে না হয় তোমার ৬০
ইচ্ছা করিবারে যাহা, পূর্ব্ব সংস্কার

জাত আপনার কর্ম্মে হইয়া নিবদ্ধ
অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনুক্ষণ হবে বাধ্য
আচরিতে সেই কর্ম্ম তুমি ধনঞ্জয় !
অবশ হইয়া যেন। ভূত সমুদয় ৬১
হৃদিস্থিত ভগবান স্বকীয় মায়ায়
স্ব স্ব কর্ম্মে করে রত সূত্রধার ন্যায়
দেহরূপ যন্ত্রারূঢ় ভূত সবাকারে।
কর তুমি সর্ব্বভাবে আশ্রয় তাহারে, ৬২
যাহার প্রসাদে তুমি পাইবে পরম
শান্তি নিত্যধাম। গুহ্য হতে গুহ্যতম ৬৩
জ্ঞানের রহস্য যত করিনু বর্ণনা
তব সন্নিধানে। সবিশেষ আলোচনা
করি' উহা, কর যাহা অভিপ্রায় তব।
সর্ব্ব গুহ্যতম মম সারগর্ভ শুভ ৬৪
বচন শ্রবণ কর পুনরায়। প্রিয়

অতি তুমি মোর ; কহি তাই গোপনীয়
হিতকর সার বাণী। হও মৎচিত্ত ৬৫
মদ্ ভক্ত, কর তুমি আমার নিমিত্ত
ভজনা নিষ্কাম ভাবে। কর নমস্কার
কেবল আমায়। কহিলাম অঙ্গীকার
করিয়া তোমায়, পাবে নিশ্চয় আমারে।
সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করি' এ সংসারে ৬৬
কর যদি একমাত্র আমায় আশ্রয়,
করিব তোমায় মুক্ত পাপ সমুদয়
হতে। না করিও শোক তুমি, কভু পার্থ। ৬৭
নাহি প্রকাশিবে ভবে এসব গীতার্থ
তত্ত্ব সেবাহীন ভক্তিশূন্য অধার্ম্মিক
মম নিন্দাকারী নরে। যদি ঐকান্তিক ৬৮
মম ভক্তজন কেহ দেয় সবিশেষ
এই গোপনীয় গীতাশাস্ত্র উপদেশ,

মম প্রতি তার পরাভক্তি আচরণ
হেতু, অসন্দিগ্ধচিতে সেই ভক্তজন
লভিবে আমায়। তা'র চেয়ে সমধিক ৬৯
প্রিয়কারী মম নাহি কেহ বাস্তবিক
নর মাঝে, আর কভু কেহ ভবিষ্যতে
তদপেক্ষা প্রিয় মম হবে না জগতে।
করে পাঠ যেবা এই ধর্ম্ম্য সংবাদ ৭০
আমাদের, জ্ঞান যজ্ঞে সতত প্রমাদ-
শূন্য হ'য়ে আরাধনা করে সেই মোর।
শ্রদ্ধাবান, আর সদা আমাতে বিভোর ৭১
বিদ্বেষ বিহীন কেহ করিলে শ্রবণ
উহা, সর্ব্ব পাপ-মুক্ত হ'য়ে সেইজন
প্রাপ্ত হয় জেনো পুণ্য কর্ম্মীদের পূত
লোক। একাগ্রতা সহ হ'য়েছে কি শ্রুত ৭২
বচন আমার, আর বিনষ্ট অজ্ঞান-

জাত মোহরাশি তব ?"
কহিলা অর্জ্জুন,
"হয়েছ বিচ্যুত মোহ অচ্যুত ! আমার, ৭৩
করিলাম স্মৃতিলাভ প্রসাদে তোমার
হইলাম স্থিত আমি তোমার শাসনে,
হ'য়েছি সন্দেহহীন, পালিব এক্ষণে
আদেশ তোমার যত"
এতেক বর্ণন
করি' ধৃতরাষ্ট্র নৃপে কেশব অর্জ্জুন
সংবাদ যত ; পুনঃ কহিলা সঞ্জয়,
"শুনিয়াছি হে রাজন ! অতীব বিস্ময়- ৭৪
কর লোম হর্ষণ এই সংবাদ যত
মহাত্মা মাধব আর অর্জ্জুনের । শ্রুত ৭৫
হ'য়েছে অতীব গুহ্য এই যোগ ব্যাস-
দেবের প্রসাদে, বক্তা সাক্ষাৎ প্রকাশ

যোগেশ্বর কৃষ্ণ হতে। হ’তেছি রাজন ! ৭৬
হৃষ্ট আমি মুহুর্মুহুঃ করিয়া স্মরণ
পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণ অর্জ্জুনের অতিশয়
অদ্ভুত বচন যত। হতেছে বিস্ময় ৭৭
অতীব আমার স্মরি’ সেই বারম্বার
হরির অদ্ভুত রূপ, আর কতবার
হই পুলকিত। যেই পক্ষে যোগেশ্বর ৭৮
কৃষ্ণ ভগবান, আর পার্থ ধনুর্ধর,
সেই পক্ষে মম মতে ; রাজশ্রী বিজয়
অচলা সম্পদ স্থিরা নীতি অভ্যুদয়।”

বৈষ্ণবীয় তন্ত্রসারে বর্ণিত

গীতা-মাহাত্ম্য

—*ঃ*ঃ*—

ঋষি নিবেদিলা সূতে, "কহ যথাবৎ ১
গীতার মাহাত্ম্য তুমি, নারায়ণ ক্ষেত্রে
মহামুনি ব্যাসদেব পুরাকালে যাহা
করিলা প্রকাশ।"
উত্তরিলা সূত তারে ২
"সাধু প্রশ্ন তব, কেবা সক্ষম করিতে
বর্ণন পরম গুহ্য গীতার মাহাত্ম্য।
জানেন শ্রীকৃষ্ণ শুধু সম্যক উহার ৩
ফল, কুন্তিসুত ধনঞ্জয়, ব্যাসদেব,
যাজ্ঞবল্ক্য ব্যাসপুত্র মৈথিল ইহারা
জানেন কিঞ্চিৎরূপে, আর অন্য সবে ৪

করিয়া শ্রবণ উহা শুধু লেশ মাত্র
করেন কীর্ত্তন। অতএব ব্যাসমুখে
শুনিয়াছি যাহা, বর্ণি কিঞ্চিৎ তোমায়,
সমগ্র উপনিষদ্ গাভীর স্বরূপ ৫
শ্রীকৃষ্ণ দোহন কর্ত্তা, অর্জ্জুন বৎস,
সুধীজন ভোক্তা, আর দুগ্ধ এই গীতা
অমৃত মহৎ। এই ত্রিলোক হিতার্থে ৬
পার্থের সারথ্য করিবার কালে যিনি
করিলেন প্রথমে এ গীতামৃত দান,
সেই পরমাত্মা কৃষ্ণ পদাম্বুজে করি
প্রণিপাত। করে সদা অভিপ্রায় যেবা ৭
উত্তীর্ণ হইতে ঘোর সংসার সমুদ্র,
গীতা তরি যোগে হয় পার অনায়াসে।
মূঢ়াত্মা যেজন সদা অভ্যাস যোগেতে ৮
গীতাজ্ঞান করে নাই শ্রবণ, অথচ—

মোক্ষ অভিলাষী, করে উপহাস তারে
বালক সমূহ। গীতাশাস্ত্র দিবানিশি ৯
করয়ে শ্রবণ যারা, কিম্বা অধ্যয়ন,
মানব তাহারা নহে, দেব প্রতিরূপ,
নাহিক সংশয়। গীতাজ্ঞানদ্বারা কৃষ্ণ ১০
করিলেন জ্ঞান দান সম্যক অর্জ্জুনে
পরম ভক্তির তত্ত্ব সগুণ অথবা
নির্গুণ নিহিত যাহা গীতার মাঝারে।
হেন ভক্তি মুক্তি সমন্বিত অষ্টাদশ ১১
বিভক্ত সোপানে প্রেম ভক্তি আদি কর্ম্মে
হয় চিত্ত পরিশুদ্ধি ক্রমশঃ সবার।
গীতারূপ জলে করে স্নান সাধু জন ১২
যদি, হয় তাহে জগতের মলিনতা
নাশ। কিন্তু শ্রদ্ধাহীন হেন কর্ম্মে যেবা, ১৩
হস্তি স্নানবৎ হয় সকলি নিষ্ফল।

গীতা অধ্যয়ন কিম্বা অধ্যাপনা নহে
অবগত যেবা, ইহ বিশ্ব মাঝে বৃথা-
কর্ম্মী সেই। অতএব নহে জ্ঞাত এই ১৪
শাস্ত্র যেবা, তার চেয়ে নরাধম নাহি
আর কেহ। ধিক তার নর দেহে জ্ঞানে
মানে কুলশীলতায়। জানেনা যে জন ১৫
গীতার্থ সমূহ, ধিক তার গৃহাশ্রমে
দেহে সচ্চরিত্রে আর বিপুল বৈভবে।
গীতা উপদেশ নহে জ্ঞাত যেবা, তার ১৬
চেয়ে নরাধম নাহি আর কেহ, ধিক
তার পূজা মান খ্যাতি প্রালব্ধ মহত্ত্বে।
গীতাশাস্ত্রে নাহি যার মতি, হয় তা'র
নিষ্ফল সকলি। বৃথা তার জ্ঞানদাতা-১৭
ব্রত নিষ্ঠা, আর তপঃকর্ম্ম যশো লাভ।
করে নাই পাঠ যেবা গীতার্থ সমূহ ১৮,১৯

তা'র হতে নরাধম নাহি আর কেহ।
যে জ্ঞানের কথা নাহি ব্যক্ত গীতামাঝে,
জানিবে আসুর বেদ বেদান্ত গর্হিত
ব্যর্থ ধর্ম্ম বিবর্জ্জিত উহা। একারণ
ধর্ম্মময়ী গীতা সর্ব্ব জ্ঞান প্রদায়িনী।
সর্ব্বশাস্ত্র সার শুদ্ধা গীতা প্রশংসিতা ২০
শ্রীহরিবাসরে, বিষ্ণু পর্ব্বাহে অথবা
জাগ্রত স্বপন উপবেশন সময়ে,
কিম্বা প্রতিপদক্ষেপে, করে কেউ গীতা-
পাঠ যদি, নাহি পরাভূত হয় কভু
শত্রুগণদ্বারা। দেবাগার শিবালয়ে ২১
নদীতীর্থ শালগ্রাম শিলার সমক্ষে
করে গীতাপাঠ যেবা, সৌভাগ্য নিশ্চয়
লভে সেইজন। নাহি হ'ন পরিতুষ্ট ২২
বাসুদেব বেদপাঠ যজ্ঞতীর্থ ব্রত

আদি প্রতিষ্ঠানে, হ'ন গীতা পাঠে যথা
ভক্তিসহ করিয়াছে গীতাপাঠ যেবা ২৩
হয়েছে অধীত তার সর্ব্ববিধভাবে
সর্ব্ব বেদশাস্ত্র আর পুরাণসমূহ
যত। সিদ্ধ পীঠে যোগস্থানে আর সাধু- ২৪
জনের সভায়, শিলা অগ্রে, যজ্ঞে, বিষ্ণু
ভক্তের নিকটে, করে গীতাপাঠ যেবা,
সিদ্ধি লভে সেই জন। করে প্রতিদিন ২৫
গীতাপাঠ যেবা কিংবা করয়ে শ্রবণ,
করা হয় অনুষ্ঠিত তা'র সদক্ষিনা –
অশ্বমেধ আদি যত যজ্ঞ সমুদয়।
গীতা অর্থ তত্ত্বরাশি যেজন শ্রবণ ২৬
করে, আর যেবা সদা শুনায় অপরে
পরমার্থ তত্ত্ব তার করিয়া কীর্ত্তন,
প্রাপ্ত হয় সেই জন পরম সম্পদ।

অতি সমাদরে ভক্তিভাবে যেইজন ২৭
বিশুদ্ধ গীতার গ্রন্থ বিধি সহ করে
দান, হয় তার ভার্য্যা প্রীতিপ্রদায়িনী।
নিঃসন্দেহে লভি' সেই আরোগ্য সৌভাগ্য ২৮
যশ, স্ত্রীগণের প্রিয় হ'য়ে সদা করে
সম্ভোগ পরমসুখ। যেই গৃহে হয় ২৯
গীতার অর্চ্চনা, নাহি পারে প্রবেশিতে
অভিচার বর শাপ জাত দুঃখরাশি
তথা। নাহি হয় সেই স্থানে ত্রিতাপজ ৩০
পীড়া ব্যাধি ভয় শাপ নরক দুর্গতি।
নাহি হয় তার দেহে বিস্ফোটক আদি ৩১
ব্যাধি কোনো। পায় ঐকান্তিকী দাস্যাভক্তি-
ভাব কৃষ্ণপদে। প্রারব্ধের ফলরাশি ৩২
করিলেও ভোগ, গীতাভ্যাসে রত যেবা,
হয় সদা তার সখ্য ভাবের উদয়

জীব সমুদয় প্রতি। গীতাধ্যায়ী করে ৩৩
মহাপাপ অতি পাপ যদি, হয় মুক্ত
সুখী। নাহি লিপ্ত হয় কর্ম্মে কোনো।
পদ্মপত্রে জলবৎ কর্ম্ম নাহি পারে
স্পর্শিতে উহারে। অতি অনাচার আর ৩৪।৩৫
অবাচ্য জনিত পাপ, অভক্ষ্য ভোজন
অস্পৃশ্য স্পর্শন জাত দোষ সমুদয়,
নিত্য জ্ঞানাজ্ঞান কৃত ইন্দ্রিয়জনিত
যাহা কিছু গীতাপাঠে হয় অচিরাৎ
বিনাশ তা'দের। সর্ব্ব লোকের নিকট ৩৬
করিয়া গ্রহণ দান, কিম্বা সর্ব্বস্থানে
করিয়া ভোজন, গীতা অধ্যয়নকারী
নাহি লিপ্ত হয় পাপে কভু। রত্নপূর্ণা ৩৭
সমগ্রা ধরণী অতি অন্যায় প্রকারে
করিয়াও অধিকার হয় সেই জন

নির্ম্মল স্ফটিকবৎ করিলে বারেক-
গীতা অধ্যয়ন। যার অন্তর গীতায় ৩৮।৩৯
প্রীতিযুক্ত সদা, সেই যথার্থ পণ্ডিত
ক্রিয়াবান জ্ঞানবান সদা জপকারী
দর্শনীয় ধনী যোগী বেদার্থ দর্শক
যাজ্ঞিক সাগ্নিক যাজী। যেই স্থানে গীতা ৪০
গ্রন্থ, আর নিত্য হয় পাঠ তার, সেই
স্থানে প্রয়াগাদি সর্ব্ব তীর্থ বিদ্যমান।
দেহ রক্ষী দেবঋষি যোগী সমুদয় ৪১
নিয়ত নিবাস করে তার দেহে, কিম্বা
দেহ অবসানে। যেই স্থানে গীতাপাঠ, ৪২
অচিরে সহায় হ'ন সেথা বাল কৃষ্ণ
গোপাল নারদ ধ্রুব সহচর সহ।
যেথা গীতাপাঠ, আর বিচার পাঠনা, ৪৩
সেথায় রহেন আমোদিত ভগবান

শ্রীকৃষ্ণ রাধিকা সহ।"

কহিলা অর্জ্জুনে

কৃষ্ণ ভগবান গীতা লক্ষ্য করি', "গীতা ৪৪
অন্তর আমার পার্থ। সরোত্তম ভাগ,
অত্যুগ্র অক্ষয় গীতা জ্ঞান মোর, গীতা ৪৫
আমার পরম পদ, সর্ব্বোত্তম স্থান।
গীতা অতি গুহ্য মোর, আমার পরম
গুরু। রহি সদা আমি গীতার আশ্রয়ে।
গীতাই পরম গৃহ। ত্রিলোক পালন ৪৬
করি সদা আমি গীতা জ্ঞান সহকারে।
ব্রহ্মরূপা গীতা শ্রেষ্ঠ বিদ্যা মোর নাহি ৪৭
সংশয় ইহার। গীতা অনির্ব্বচনীয়া
নিত্য অর্দ্ধ অঙ্গরূপা মোর। অতি গুহ্য ৪৮
গীতা নাম কহি তোমা', করহ শ্রবণ,
করিলে কীর্ত্তন হয় অচিরাৎ সর্ব্ব

পাপের বিলয় জেনো। গঙ্গা পতিব্রতা ৪৯।৫১
গীতা সত্যা সীতা ব্রহ্মবিদ্যা ব্রহ্মাবলি,
ত্রিসন্ধ্যা সাবিত্রী মুক্তি গেহিনী ভবঘ্নী
অর্দ্ধমাত্র চিতা নন্দা ভ্রান্তি বিনাশিনী
বেদত্রয়ী পরানন্দা তত্ত্ব অর্থ জ্ঞান-
মঞ্জরী এসব গীতা নাম স্থির চিত্তে
যে জন প্রত্যহ জপে, পায় জ্ঞান সিদ্ধি
অন্তিমে পরম পদ। অসমর্থ যেবা ৫২
সম্পূর্ণ পড়িতে, করে অধ্যয়ন যেন
অর্দ্ধভাগ সেই, তাহে গোদান জনিত
পুণ্য হবে লাভ, নাহি সংশয় ইহার।
ত্রিভাগ উহার করে অধ্যয়ন যেবা ৫৩
পায় সোম যোগ ফল, ষষ্ঠ অংশ করে
পাঠ যেবা, পায় সেই গঙ্গাস্নান ফল।
প্রত্যহ অধ্যায় দ্বয় নিয়মিত করে ৫৪

অধ্যয়ন যেবা, করে বাস ইন্দ্র লোকে
এক কল্প কাল। ভক্তি সহকারে এক ৫৫
অধ্যায় প্রত্যহ করে পাঠ যেবা, রুদ্র
লোক লভি', হ'য়ে গণ সেথা, করে বাস
দীর্ঘকাল ব্যাপি'। এক অধ্যায়ের অর্দ্ধ, ৫৬
অথবা চতুর্থ অংশ নিত্য অধ্যয়ন
করে যেইজন, শত মন্বন্তর করে
বাস রবি লোকে। করে পাঠ সপ্ত পঞ্চ, ৫৭
দশ, এক, দ্বয়, ত্রয়, কিম্বা চতুষ্টয়,
অথবা অর্দ্ধেক শ্লোক, চন্দ্রালোকে করে
নিবাস অযুত বৎসর। আর যেবা ৫৮
গীতার্থের একপাদ এক শ্লোক এক
অধ্যায় স্মরিয়া ত্যজে কলেবর, পায়
পরম সম্পদ সেই। অন্তিম সময়ে ৫৯
করিয়া শ্রবণ গীতা, অথবা উহার

অর্থ সমুদয় ; মহাপাপী মানবেও
হয় মুক্তি ভাগী। গীতা পুস্তক সংযুক্ত ৬০
যেবা করে দেহত্যাগ, পাইয়া বৈকুণ্ঠ,
বিষ্ণুর সহিত করে সুখেতে নিবাস।
একটি অধ্যায় মাত্র যুক্ত হ’য়ে মৃত ৬১
হয় যদি কেহ, জন্মি’ নরকুলে সেই
গীতার অভ্যাস করি’ পুনরায় পায়
মুক্তি সর্ব্বোত্তমা। গীতা শব্দ উচ্চারণ ৬২
করিতে করিতে হয় যদি মৃত্যুমুখে
নিপতিত কেহ, পায় সেজন পরমা
গতি, আর পাঠ করিবার কালে করা
হয় কর্ম্ম যে সকল, নির্দ্দোষ হইয়া
পায় পূর্ণতা সে সব। পিতৃলোক লক্ষ্য ৬৩
করি’ হয় শ্রাদ্ধে কভু গীতা পাঠ যদি,
পিতৃগণ তার অতি পরিতুষ্ট হয়ে

নরক হইতে করে স্বর্গলাভ। গীতা ৬৪
পাঠে পরিতুষ্ট শ্রাদ্ধতৃপ্ত পিতৃ সবে
পুত্রগণে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে
যায় পিতৃলোকে। ধেনুপুচ্ছ সমন্বিত ৬৫
গীতা গ্রন্থ করি' দান সেই দিন, হয়
সম্যক কৃতার্থ নরে। স্বর্ণসহ গীতা ৬৬
পুস্তক করিলে দান জ্ঞানী বিপ্রগণে
নাহি হয় পুনর্জ্জন্ম ভবে। একশত ৬৭
গীতা গ্রন্থ করে দান যেবা, যায় সেই
ব্রহ্মের সদনে। তথা হতে নাহি হয়
আর আগমন কভু। গীতাদান হেতু ৬৮
দেহ অন্তে সপ্ত কল্প বৎসর ব্যাপি
বিষ্ণুলোকে বিষ্ণু সহ করে অবস্থান
মহাসুখে। যেবা এই গীতার্থ সম্যক ৬৯
করিয়া শ্রবণ করে দান উহা প্রীত

হ'য়ে ভগবান, তা'র করেন পূরণ
অভীষ্ট সমূহ। চাতুর্বর্ণে নরদেহ ৭০
করিয়া ধারণ অমৃতরূপিণী গীতা
না করে শ্রবণ কিম্বা অধ্যয়ন যেবা,
প্রাপ্ত সুধা হস্ত হতে করিয়া বর্জ্জন
করে পান হলাহল। সংসার দুঃখার্ত্ত ৭১
জনে গীতা জ্ঞান লভি' গীতামৃত পানে
হয় সুখী ইহ লোকে হ'য়ে ভক্তিমান।
জনকাদি বহু নৃপ গীতার আশ্রয়ে ৭২
নিষ্পাপ অন্তরে লভিয়াছে ইহলোকে
পরম সম্পদ। নাহি পার্থক্য গীতায় ৭৩
উচ্চ নীচ সর্ব্ববিধ মানবের। সর্ব্ব-
জ্ঞানে গীতা তুল্যরূপা ব্রহ্ম স্বরূপিণী।
অভিমান গর্ব্বে গীতা নিন্দা করে যেবা ৭৪
প্রলয় অবধি সেই প্রাপ্ত হয় ঘোর

নরক দুর্গতি। অহঙ্কার দম্ভ বশে ৭৫
মূঢ়াত্মা যেজন নাহি মানে গীতা অর্থ
সমুদয়, কল্প ক্ষয়াবধি কুম্ভিপাক
নামক নরকে পচে। থাকিয়া সমীপে ৭৬
কথ্যমান গীতাশাস্ত্র না করে শ্রবণ
যেবা, পায় সেই বহু শূকরের যোনি।
গীতা গ্রন্থ করে চুরি যেবা, হয় তার ৭৭
সকলি বিফল ; বৃথা হয় অধ্যয়ন।
গীতার্থ শুনিয়া নহে যেবা পরিতুষ্ট ৭৮
কভু, নাহি ইহলোকে কোন ফলতা’র
প্রমত্তের মত করে বৃথা পরিশ্রম।
করিয়া শ্রবণ গীতা পট্টবস্ত্র স্বর্ণ ৭৯
ভোজ্য বস্তু নিবেদিবে পরম আত্মার
প্রীতির কারণ। বস্ত্র আদি নানাদ্রব্য ৮০
উপায়নে গীতা পাঠককে ভক্তিসহ

পূজিবে নিয়ত ; তাহে প্রীতি সহকারে
হইবেন পরিতুষ্ট ভগবান হরি।”
এতেক বর্ণিয়া সূত কহিলা আবার,
“শ্রীকৃষ্ণ কথিত পুরাতন এই গীতা- ৮১
মাহাত্ম্য গীতান্তে করে পাঠ, যেবা, হয়
যথাযথ ফলভোগী সেই। গীতাপাঠ ৮২
সমাপন করি’ নাহি করে অধ্যয়ন
উহার মাহাত্ম্য যেবা, বৃথা পাঠ, ব্যর্থ
সর্ব্ব পরিশ্রম তার। মাহাত্ম্য সংযুক্ত ৮৩
গীতা করে পাঠ যেবা, আর উহা করে
যেজন শ্রবণ শ্রদ্ধা সহকারে, পায়
সেজন পরমাগতি। অর্থযুক্ত গীতা ৮৪
মাহাত্ম্য উহার সহ করিলে শ্রবণ
সর্ব্ব সুখাবহ হয় পুণ্যফল তার।

সমাপ্ত